ণী ও উদ্ভিদ জগতের কত পরিবর্ত্তন
য়াছে। সর চারলস লাইএল বলেন,
স্তরের যতদূর পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাতে
প্রতীয়মান হয় যে, আবিষ্কৃত পদার্থ সক-
লের অস্তিত্বকাল ২০০,০০০,০০০ বিশ
কোটী বৎসর বলিলেও অল্প বলা হয়।
ভূতত্ত্ব, বিশ্বতত্ত্ব-বিজ্ঞানের একটী ক্ষুদ্র
অধ্যায়মাত্র। বিশ্বতত্ত্বের অনুশীলন
করিলে সময়ের অনন্তত্বের অনেকটা
আভাস পাওয়া যায়।

একটী বৃহৎ পরিবার—ম্যাড-
ড ষ্টাফিট নামক একখানি স্পেনদেশীয়
কায় সম্প্রতি প্রকটিত হইয়াছে যে,
লুকস নিকোয়েরস সাইজ (Sener
Tequeiras Seiz) নামক একজন
দলোক ৭০ বৎসর আমে-
য়। সম্প্রতি স্বদেশে ফিরিয়া
তিনি তাঁহার নিজের
া তাঁহার সমস্ত পরি-
য়াছেন। পরিবারের সংখ্যা
। জামাতা এবং পুত্র-
অন্তর্গত নহেন। সিনর
র দার পরিগ্রহ করেন।
বারে ১১টী সন্তান প্রসব
ীয়া ১০ বারে ১৯ টী ও
র ৭ সাতটী সন্তান প্রসব
টীর সর্ব্ব কনিষ্ঠার বয়স
জ্যেষ্ঠার বয়স ৭০ বৎসর।
সন্তান, প্রথমটীর বয়ক্রম
জের ২৩ টী পুত্র।

জন বিবাহিত, ৬ জন অবিবাহিত এবং
৪ জন বিপত্নীক। জীবিত কন্যাগণের মধ্যে
৯ জন বিবাহিতা। পৌত্রী ও দৌহিত্রীর
সংখ্যা ৩৪টী। ইহাদিগের ২২ জন বিবা-
হিতা, ৯ জন অবিবাহিতা এবং ৩ জন
বিধবা। পৌত্র ও দৌহিত্রের সংখ্যা ৪৫;
তন্মধ্যে ২৩ জন বিবাহিত, ১৭ জন অবি-
বাহিত, এবং ৪ জন বিপত্নীক। প্রপৌত্রী
ও প্রদৌহিত্রীর সংখ্যা ৪৫ এবং প্রপৌত্র
ও প্রদৌহিত্রের সংখ্যা ৩৯। ইহাদিগের
মধ্যে কেবল ৩ জন বিবাহিত। সাইজের
বয়ঃক্রম ৯৩বৎসর তিনি দেখিতে বলিষ্ঠ ও
প্রসন্নচিত্ত। প্রত্যহ ৩ ঘণ্টা করিয়া দ্রুত-
বেগে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তিনি কখ-
নও সুরা বা উত্তেজক পানীয় পান করেন
নাই, কেবল লবণাক্ত নিরামিষ খাদ্য
তাঁহার প্রধান উপজীব্য।

আমেরিকায় রমা বাই—মারহাট্টা
রমণী আনন্দ যোশী বাইয়ের উচ্চ চিকিৎ-
সক উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে তাঁহার
আত্মীয়া রমাবাই ইংলণ্ড হইতে আমে-
রিকায় গমন করেন। তিনি হিন্দু
বিধবা নারীর বেশে অসংখ্য লোকের
মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া ইংরাজীতে যে
অনর্গল বক্তৃতা করেন, তাহা শুনিয়া
আমেরিকাবাসিগণ চমৎকৃত হইয়াছেন।
রমাবাই এত অল্প কাল ইংলণ্ডে বাস
করিয়া এরূপ উৎকৃষ্ট ইংরাজী শিখিয়া-
ছেন, এবং ভারতের কল্যাণ সাধনে
এখনও তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা
আছে। ইহা [illegible]

বর্ত্তমান কর্ম্মচারীদিগের স্ত্রী, কন্যা ও ভগ্নীদিগের জন্য অবধারিত আছে। এই কোম্পানির অধীনে ২৫০০ আড়াই সহস্র স্ত্রী-কর্ম্মচারী কার্য্য করিতেছেন, তন্মধ্যে ৪২০ চারি শত বিংশতিটী বিধবা। ইহাঁরা স্বোপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা আপনাপন পরিবারস্থ লোকদিগের ভরণ পোষণ করিতেছেন।

কুমারী সি, এ, থিম আমষ্টার্ডম অন্তর্জাতিক চিত্র-শালিকায় কনসার-ভেটার বা রক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। স্ত্রীলোকের এরূপ উচ্চপদ প্রাপ্তির এই প্রথম উদাহরণ।

কুমারী প্রায়ইডো প্যাডিংটন শিশু হাঁসপাতালের হাউস সরজনের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। লণ্ডননগরে স্ত্রী-লোকদের মধ্যে ইনি এই পদ প্রথম পাইলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেচিলার অব মেডিসিন এবং বেচিলার অব সরজারি ১৯ জন পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে ফেলিয়া এই পদে ইহাঁকে মনোনীত করা হইয়াছে।

অসীম আকাশ—স্যামুয়েল লেঙ্ বলেন, সৌর জগতের বাহিরে সেণ্টর (Constellation of Centaur) মণ্ডলীস্থ আল্‌ফা নক্ষত্র ২০,০০০,০০০ মাইলেরও অধিক দূরবর্ত্তী। অন্য আটটী নক্ষত্র আল্‌ফা (Alpha) অপেক্ষা আড়াই হইতে দশগুণ দূরবর্ত্তী। পৃথিবী গ্রীষ্মকালে যে স্থানে অবস্থিতি করে, পূর্ণ শীত ঋতুতে [illegible] ১৮৬০,০০,০০০ মাইল অন্তরে যায়; তথাপি সৌর জগতের বহিঃস্থ ন[illegible]
দিগের দূরত্ব নভোমণ্ডলে প্রায় অনুভূ[illegible]
হয় না। ধ্রুব তারা (North star) এ[illegible]
ডিপর (Dipper) প্রায় সর্ব্বদাই একস্থানে
অবস্থিত দৃষ্ট হয়। কিন্তু যদি ইহার
গণনার বহির্ভূত না হইত, শীত এবং
গ্রীষ্ম—উত্তর বা দক্ষিণায়নের সময় অব-
শ্যই তাহাদিগের স্থান পরিবর্ত্তন বোধ-
গম্য হইত। অষ্টাদশ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন
নক্ষত্র-শ্রেণী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা-
দিগের সংখ্যা নিরূপণ কতদূর সম্ভব
আমরা বলিতে পারি না। লর্ড র[illegible]
দূরবীক্ষণ দ্বারা ১০০০০০০ দশ ল[illegible]
কিছু অধিক গণনা করা হইয়াছি[illegible]
মান কালের অনেক জ্যোতির্ব্বি[illegible]
সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করেন।

অসীম কাল—[illegible]
সকলের আবিষ্কার দ্বারা
বাসস্থান পৃথিবীর প্রা[illegible]
বোধগম্য হইয়া থাকে।
মৃদঙ্গারের স্তর সকল [illegible]
বলিয়াছেন যে, দক্ষিণ
নবস্কোসিয়ার খনিতে ৮[illegible]
স্তর দেখা গিয়াছে। ইহা[illegible]
১৪০০০ ফুট। অধ্যাপক হ[illegible]
ফুট ঘনত্ব নির্ম্মাণের কাল ৬[illegible]
সর গণনা করেন। লেঙ
স্তর সৃষ্টির পূর্ব্বে পুনঃ [illegible]
নিবন্ধন ভূমির যে উত্ত[illegible]
য়াছে, তাহার পরি[illegible]
মধ্যে ধরা হয় [illegible]

নব বর্ষ।

নববরষের নবভাব রঙ্গে,
শোভিল প্রকৃতি সুচারু ঠাম,
মৃদুল মলয় বহিয়া তরঙ্গে,
অমৃতে পূরিল মরতধাম। ১

সুচিকণ বেশে দিগঙ্গনা সবে,
খুলে দিল শত স্বরগ দ্বার,
সাজি তরুলতা কুসুম পল্লবে,
বিলায় আনন্দে সুরভিভার। ২

সব পুরাতন হইল নূতন,
অচেতন ধরা চেতনা পায়,
নবভাবে মাতি জীবজন্তুগণ,
মধুরে মঙ্গল সঙ্গীত গায়। ৩

উঠ নরনারী ছাড়ি পুরাতন
দুখ শোক পাপ মোহের পাশ,
নূতন সুবার্ত্তা করিয়া শ্রবণ,
চল নবোৎসাহে পূরিবে আশ। ৪

জগতের পতি করুণানিধান,
অক্ষয় রতন ভাণ্ডার তাঁর,
যা চাবে তা পাবে, ধন জন মান,
সুখ শান্তি জ্ঞান ধরম সার। ৫

নববর্ষ দিন বড় শুভ দিন,
এমন সুদিন হবে না আর,
সকল মঙ্গল যাঁর কৃপাধীন,
অবিরাম কৃপা যাচহ তাঁর।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

(পুরাণের মার্কণ্ডেয় কাল।)

পূর্ব্বপ্রকাশের পর।

১০—মদালসা।

মদালসার প্রদত্ত সুশিক্ষায় অলর্কের জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হইল। অতঃপর ঋতধ্বজ, পুত্রের উপনয়ন কার্য্য সম্পাদন করিলেন। অলর্ক যজ্ঞোপবীত গ্রহণানন্তর জননী-চরণে প্রণিপাত পুরঃসর কহিলেন, "মা! পরকাল ও ইহকালের সুখ ও মঙ্গলের নিমিত্ত কি কি কর্ম্ম করা উচিত, আমায় সে বিষয়ের উপদেশ দিন।"

মদালসা।—প্রিয়তম! রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পর হইতেই প্রজাপালনে নিরত রহিবে। ধর্ম্মশীল নৃপের পক্ষে প্রজারঞ্জন অপেক্ষা আর উৎকৃষ্টতর পুণ্যক্রিয়া নাই। ধর্ম্মনীতি হইতে রাজনীতি বিভিন্ন পদার্থ নহে। যিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক নহেন, তাঁহারই নিকটে ঐ দুই স্বতন্ত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। নিঃস্বার্থ ভাবই পুণ্যের প্রাণ, ইহা হৃদয়ঙ্গম হইলে পর," আর ঐ উভ-

ন্যের মধ্যে কোন বিভেদ লক্ষিত হইবে না। পাশক্রীড়া, পানদোষ, পরগ্লানি, দিবস-নিদ্রা, অনর্থক পথ-পর্য্যটন, ভোগাভিলাষ, ব্যভিচার, পশুহত্যাদি নিন্দনীয় কার্য্য কোন মতেই মনোমধ্যে স্থান দিবে না। লোভ মোহাদি ছয় রিপু হইতে, সর্ব্বদা দূরে অবস্থান করিবে। মন্ত্রণা যেন ষট্‌কর্ণে অর্থাৎ তিন ব্যক্তিতে গমন না করে। গুপ্তচর দ্বারা মন্ত্রিগণের পরামর্শ অবগত হইবার চেষ্টা করিবে; অন্যথা রাজ্যরক্ষা ও আত্ম-রক্ষা দুরূহ হইয়া উঠিবে। কোন সচিব, দৈবযোগে তোমার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিলেও, তাহার প্রতি এরূপ সদাচরণ ও শিষ্ট ব্যবহার প্রদর্শন করিবে যে, তদ্দ্বারা সে বিমোহিত না হইয়া থাকিতে পারিবে না। তখন সে আর রাজদ্রোহী হইবে না। দেশ-পরিরক্ষণার্থ জ্ঞাতি কুটুম্বকে প্রত্যয় করা যুক্তিসঙ্গত নহে। রিপুজয়ী হওয়া, নরপতির সর্ব্বপ্রথম করণীয় বিষয়। তৎপরে, অমাত্য ও অন্যান্য ভৃত্যদিগকে স্ববশে আনয়ন করা একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য। এরূপ না হইলে, অরাতি-পাতে সমর্থ হওয়া যায় না। রাজ্যতন্ত্রের বন্ধন উল্লিখিত রূপ সুদৃঢ় না হইলে, রাজত্ব ভোগ এক প্রকার বিড়ম্বনা-মাত্র হইয়া উঠে। কোপ, মত্ততা, অজ্ঞানতা, লোভ, কাম, অত্যন্ত আমোদ প্রমোদ, অভিমান প্রভৃতি রাজন্যকুলের ধ্বংসের হেতু। পাণ্ডু, অনুহ্লাদ, বলি, ঐল ও বেণাদি ভূপবরেরা যথাক্রমে কাম, ক্রোধ, লোভ ও অভিমান দ্বারাই নিহত হইয়াছেন। দেবেন্দ্র পুরন্দর, ঐ সমস্ত পরাজয় করাতেই, তাঁহার সংসারে বিজয়-পতাকা সংস্থাপিত হইয়াছিল। রাজাদের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা পিককুলের সুস্বর বচন, মধুকরের সারগ্রহণ-শক্তি, কুরঙ্গের সাবধানতা ও ক্ষিপ্রকারিত্ব এবং বায়সের মন্ত্রণারহস্য-রক্ষা শিক্ষা করেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত পিপীলিকা ও কীটের সদনেও কিঞ্চিৎ শিক্ষণীয় আছে। পিপীলিকার গুণ এই,—কোন কর্ম্মের সূত্রপাতের পর, তাহা হঠাৎ ত্যাগ করে না; যত ক্ষণে তাহাতে সিদ্ধমনোরথ না হয়, ততক্ষণ তাহার আরব্ধ ক্রিয়া-স্রোত অপ্রতিহত প্রভাবে চলিতে থাকে। আর, কীট অজ্ঞাত-সারে নিগূঢ় ভাবে মহীরুহের ত্বকে লব্ধপ্রবেশ হইয়া, নীরবে যেরূপ তরুত্বক্ সচ্ছিদ্র ও সারশূন্য করিয়া আনে, রাজারও কর্ত্তব্য, ঐ রূপে স্বীয় অভীষ্ট-পূরণে যত্নপর থাকেন। মহী-মণ্ডলে পাকশাসনের নীর-ধারা-সম্পাত দর্শন করিয়া বিত্ত-বিতরণ বিষয়ে রাজাকে মুক্তহস্ত হইতে হইবে, ভাস্করের রস-সংগ্রহ-কার্য্য পর্য্যবলোকন করিয়া, প্রজাপুঞ্জের সকাশ হইতে মহীশ্বরের অর্থাহরণ শিক্ষা করা বিধেয়। প্রিয়ই হউক, আর অপ্রিয়ই হউক, দণ্ডনীয় হইলেই, যথোচিত শাস্তি না দেওয়া, নরপতির পক্ষে ঘোরতর অকীর্ত্তিকর বিষয়। পবন, যেমন অদৃশ্যভাবে সর্ব্বস্থানে গতিবিধি করেন, ভূমিপতি স্বয়ং

না গিয়া দৃঢ় চর দ্বারা বলীয়ান্ হইয়া সর্ব্বত্রগামী হইবেন।

অলর্ক।—মাতঃ! আপনার সদুপদেশ-সম্বলিত সারগর্ভ হিতকর শিক্ষা-প্রভাবে আমার আত্মদৃষ্টি জন্মিল। বর্ণাশ্রম-সংক্রান্ত কিছু কিছু উপদেশ দিয়া এক্ষণে আমার মোহ দূরীকৃত করুন, এই আমার প্রার্থনা।

মদালসা।—প্রিয়দর্শন অলর্ক! আমি যদ্রূপ বলিয়া যাই, তুমি অনাবিষ্ট না হইয়া, তাহা শুন। যজ্ঞ, দান ও অধ্যয়ন দ্বিজাতির ধর্ম্ম-কর্ম্ম-মধ্যে পরিগণিত। দান-গ্রহণ, যজন ও যাজন তাঁহাদের উপজীব্য। ক্ষত্রিয় জাতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম—দান, অধ্যয়ন ও যাগ। করণীয় কার্য্য-বিষয়ে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রের কোন বৈষম্য নাই। উপজীবিকাতেই পার্থক্য দৃষ্ট হয়। প্রজারঞ্জন ও রণক্রিয়াই, রাজন্যগণের উপজীবিকা। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের যাহা পরম ধর্ম্ম, বৈশ্যেরও তাহাই ধর্ম্ম বটে; কিন্তু ইহাদের উপজীবিকা—কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও বণিক্-বৃত্তি। যজ্ঞ, দান ও বিপ্র, ক্ষত্র, বৈশ্য এই তিন বর্ণের সেবা করা শূদ্রের অবশ্য প্রতিপাল্য কার্য্য। শিল্প, ইহাদের প্রধান উপজীবিকা।

কি সাধারণ হিতশিক্ষা, কি রাজনীতি,—কি বর্ণাশ্রম-বিষয়ক উপদেশ—মদালসার এ সকলই মধুর, মনোহর ও নীতিমূলক। মাতা মদালসা কর্ত্তৃক উক্তরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, অলর্কের উদ্বাহ সম্পন্ন হইল। মদালসা-কুমার অলর্কের চরিত অধ্যয়নে এই উদ্বোধ হইতে থাকে, প্রাচীন সময়ে রাজ্যতন্ত্রে ও ধর্ম্মতত্ত্বে সুপণ্ডিত না হইলে, ক্ষিতিপতি-নন্দনেরা পত্নিগ্রহের অধিকারী হইতেন না।

একে মদালসার শিক্ষা, তাহার উপর অলর্কের সদৃশ উপযুক্ত পাত্র, তাহার শ্রোতা। এ দুইটী মণিকাঞ্চন সংযোগবৎ পরম উপাদেয় ফল উৎপাদন করিল। সুনিয়মে, সুশাসনে অলর্ককে রাজ্য পালন করিতে দেখিয়া মদালসা, পতি সহিত কাননে যোগসাধনার্থ গমনোদ্যত হইয়া, যাত্রাকালে একটী অঙ্গুরীয়ক তাঁহাকে দিয়া বলিয়া গেলেন,—"যখন তোমার বন্ধুবান্ধব বিরহজনিত ক্লেশ অসহ্য হইবে, বৈরপ্রপীড়িত হইয়া, নানা যন্ত্রণায় পড়িবে, বা কোন প্রকারে চিত্ত বৃত্তির স্থৈর্য্য বিনষ্ট হইয়া যাইবে,— তৎকালে এই অঙ্গুরীয়ে যাহা লেখা আছে, একাগ্রতা-সহকারে পাঠ করিবে।"

মদালসার সংসর্গ, প্রজাপুঞ্জের কত প্রীতিকর ছিল, একটীমাত্র ঘটনায় তাহা সপ্রমাণ হয়। তাঁহার রাজ্যত্যাগে নগরীর অভ্যন্তর-ভাগে হাহাকার পড়িয়া গেল।

অলর্কের বনপ্রস্থিত ভ্রাতা সুবাহু, সর্ব্বানুজ অলর্কের খ্যাতিবাদে ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া অলর্কের পরম বৈরী কাশীরাজের আশ্রিত হইলেন। কাশীরাজ, দূতদ্বারা অলর্ককে জানাইলেন,—তোমার ভ্রাতা রাজ্যাভিলাষী; অতএব তাঁহার

রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ কর। অলর্ক, সহজে রাজ্য ত্যাগের পাত্র ছিলেন না; সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। অবশেষে অলর্ক পরাভূত ও তাড়িত হইলেন। এই বিপদের সময়ে মাতৃপ্রদত্ত অঙ্গুরীয়কের কথা অলর্কের স্মৃতিপথারূঢ় হইল। তাহার ফলিতার্থ এই:—

"মনুষ্যের সহবাস পরিবর্জ্জন করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃকল্প; যদি ইহা অসাধ্য হয়, তবে সাধুসঙ্গ কর। বিষয়তার ঔষধ এমন আর কুত্রাপি নাই। সর্ব্ববিধ কামনা দূর করাই উচিত। ইহাতে অশক্ত হইলে, কেবল মোক্ষের বাসনা করা ভাল। মুক্তিপ্রাপ্তি, বিষাদের অব্যর্থ ভেষজ।"

মদালসার মাহাত্ম্য-পরিচায়ক কত কথা বলিব? উক্ত পুরাণের এক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে,—"মদালসার গর্ভে পরিপুষ্ট ও মদালসার স্তন্যে পরিবর্দ্ধিত সন্তান কখনও কি অন্যনারীর গর্ভজাত তনয়ের মার্গানুসরণ করে? কখনই না।"* মদালসার চরিত্র সবিশেষ বিশ্লেষ পুরঃসর প্রদর্শন করিবার আবশ্যকতা নাই। কেন না, মদালসার হৃদয় স্বভাবতঃই ধর্ম্ম-পিপাসু। কেবল ধর্ম্ম নহে, রাজনীতিশাস্ত্রেরও তিনি পারগামিনী ছিলেন।

গোধা।

এই জন্তুকে বঙ্গদেশের কোনও কোনও স্থানের লোকেরা গো-সর্প বা "গো-সাপ" বলিয়া থাকে। কোন কোন অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা গোদা বা গ্যাংগা বলে; বস্তুতঃ ইহার সংস্কৃতভাষা সঙ্গত নাম "গোধা।" সাধারণতঃ ইহা সর্প বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে; কিন্তু ইহাকে সর্পশ্রেণীভুক্ত করিবার কোন কারণ আমরা স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করিতে পারি না। আপাততঃ আমরা দেখিতে পাই, ইহার বিষ এরূপ ভয়ানক এবং ইহার সংসর্গ এতাদৃশ অনিষ্টকর যে, সর্প বলিয়া অনেকের ভ্রম জন্মিতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক ইহা অহিশ্রেণীভুক্ত হইবার যোগ্য নহে। ইহারা বুক ভর দিয়া চলে না, ইহাদের শরীরে বড় বড় পা আছে। সর্পদেহে যে সকল ইন্দ্রিয়ের অভাব লক্ষিত হয়, গোধা শরীরে সেই সকলই বর্ত্তমান আছে। যাহা হউক, এই জন্তু এবং এই জাতীয় জন্তু এ দেশে এত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না; এক একটা ওজনে ১৫ সের পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহারা অত্যন্ত বলবান্, দ্রুতগামী ও হিংস্রপ্রকৃতি হইয়া উঠে। আমাদের দেশের সর্ব্বত্র ইহাদের যথেষ্ট গমনাগমন আছে

* উষ্টা মদালসাগর্ভে পীতা তস্যাশ্চ যা স্তনং। নান্যনারীসুতৈর্যাতং বর্ত্ম যাস্যতি পার্থিব।

বলিয়া, ইহাদের বিবরণ জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক ; বিশেষতঃ গৃহপ্রাঙ্গণে বা শয্যায় পর্য্যন্ত ইহারা গোপনে গমনাগমন করিয়া থাকে। ইহারা আমাদের কত দূর উপকার বা কত দূর অনিষ্ট সাধন করে,তাহা জানিয়া রাখিলে, অনেক সময়ে আমরা অনেক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারি।

ডারউইন্ সাহেবের মতে ভেক জাতি হইতে গোধা জাতির উৎপত্তি। তিনি বলেন, ভেক জাতির পূর্ণবিকাশ বা চরমোৎকর্ষের পরিণামে গোধা জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। বস্তুতঃ উভয় জাতির আকার প্রকারে তাহাই বোধ হয়, কিন্তু নিরীহ ভেক জাতি পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া কেমনে ভীষণ হিংস্রক জাতিতে পরিণত হইল, বুঝিতে পারি না। সভ্যতার ইতিহাস বা জগতের ক্রমোন্নতির বিবৃতি পাঠ করিলে দেখিতে পাই, জীবগণ যত পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে, তত সভ্য ও ভদ্র ভাব ধারণ করে। যাহাই হউক, ভেকের শরীরস্থ চর্ম্ম এবং গোধার শরীরস্থ চর্ম্ম এক ; উভয়ের জিহ্বা ও পদ সমান ; এবং মেঘোদয়ে বা বর্ষাকালে উভয়েরই চীৎকার একই প্রকার ; উভয়েই উভচর জীব এবং উভয়েই এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত কেবল মাত্র জলপান করিয়া জীবন যাপন করিতে পারে। অগ্নিতে ভেক কিম্বা গোধা সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ বা ভস্মাবশেষে পরিণত হয় না এবং উভয় জাতিই দুগ্ধ বা ঘৃতের আঘ্রাণ প্রাপ্ত হইলে পলায়ন করে। ইহাদের কেহই নাসিকা দ্বারা বায়ু গ্রহণ করে না ; গলদেশ এবং মুখ-গহ্বর দ্বারা ইহাদের বায়ু প্রবিষ্ট ও নির্গত হইয়া থাকে। গলদেশের নিম্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অতি অস্পষ্ট ছিদ্র লক্ষিত হয়।

ইহারা ভোজন-কালে মুখকে অতিশয় বিস্তৃতরূপে ব্যাদান করে এবং দন্তাদি বিস্তার করে ; তজ্জন্য মুখ হইতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে লালা নির্গত হইয়া থাকে। এই লালা অত্যন্ত বিষাক্ত ও বিস্বাদ। ইহারা কোন দ্রব্যে যদি কেবল মাত্র মুখ বা জিহ্বা স্পর্শ করিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলেও দ্রব্যে লালা পতিত হইয়া ঐ দ্রব্যকে বিষাক্ত ও বিস্বাদ করিয়া তুলে। এবম্প্রকার দ্রব্য ভক্ষণ করিলে সদ্যই প্রাণ বিনষ্ট হয় না বটে, কিন্তু ঐ দ্রব্য পাকস্থলীতে পৌঁছিয়া সমগ্র শরীরকে অলস ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে ; অতি অল্পকাল মধ্যে রক্ত বিকৃত হয়, শরীরে বাত ধরে এবং পঙ্গু ব্যক্তির ন্যায় দেহখানির সর্ব্বত্র বড় বড় কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। অবশেষে স্থানে স্থানে মাংসের উপরে ঘা জন্মে। ঘা হইলে প্রাণ রক্ষার আর কোন আশা দেখা যায় না। ইহারা যে স্থানে গমনাগমন করে, তথায় ইহাদের মুখ হইতে লালা পতিত হইতে দেখা যায়। অতএব সততই সাবধান হইয়া দেখা উচিত,ইহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে যেন কোন প্রকারেই সুবিধা প্রাপ্ত না হয়। ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ

এবং জ্যৈষ্ঠ এই কয়েক মাসে ইহারা সর্ব্বত্র গতায়াত করিয়া থাকে, শীতকালে বিশেষ কাতর হইয়া পড়ে এবং তৎকালে ইহাদের ক্ষুধার বড় তীক্ষ্ণতা থাকে না। ইহারা দন্ত দ্বারা দংশন করিয়া থাকে। ইহাদের দংশনের জ্বালা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং বিষও অত্যন্ত আপদজনক। প্রবাদ আছে, ইহারা দংশন করিলে, যত ক্ষণ পর্য্যন্ত মেঘ গর্জ্জন না হয়, তত ক্ষণ পর্য্যন্ত দংশনের যন্ত্রণা থাকে। প্রবাদটি নিতান্ত অলীক নহে; মেঘ হইতে পৃথিবী অত্যন্ত শীতল হয় এবং বায়ুও সেই সময়ে জলকণায় পূর্ণ হইয়া নরদেহকে অধিকতর শীতল করিয়া তুলে। গোধা কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া শরীরকে যত শীতল করিবে, ততই বিষ ও যন্ত্রণা কমিতে থাকিবে। এই জন্য তৎকালে শীতল জল পান ও পাখার শীতল বায়ু সেবন অত্যন্ত কর্ত্তব্য। শৈত্যগুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যাদি আহার করা অতিশয় বিধেয়।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লিখিত আছে, যাহারা দক্রু, কুষ্ঠ বা পঙ্গু নামক দুশ্চিকিৎস্য রোগ-নিচয় হইতে বহুকাল ব্যাপিয়া কষ্ট ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা যদি কোন প্রকারে গোধা-বিষ শরীরে প্রবেশ করাইতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের ব্যাধি একেবারে প্রশমিত হইয়া যায়; এ সকল রোগের পক্ষে গোধা বিষকে ধন্বন্তরি বলিলে বলা যায়। সমুদ্রের ফেনের সহিত গোধা বিষ মিশ্রিত করিয়া দক্রুময় স্থানের উপর মাখাইয়া দিলে দক্রু নষ্ট হইয়া থাকে। ডাক্তারেরা বলেন, গোধা যিদ উদরস্থ হইলে স্ত্রীলোকের মস্তকের কেশ বিনষ্ট হয় এবং ঐ বিষে যদি কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষিত হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোক কিম্বা পুরুষের মস্তকের কেশ আদৌ থাকে না।

সচরাচর চারি প্রকারের গোধা এতদ্দেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে। উত্তর আমেরিকায় এতদ্ভিন্ন আরও দুই প্রকারের গোধা লক্ষিত হয়; ইহাদের অধিকাংশ তথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট, পতঙ্গ ও উদ্ভিদ্ মূল খাইয়া প্রাণ ধারণ করে এবং তজ্জন্য এদেশীয় গোধার ন্যায় অত্যন্ত উগ্র, হিংস্র বা বিষাক্ত হয় না। আমাদের দেশে সচরাচর যে চারি প্রকারের গোধা দৃষ্ট হয়, তাহাদের বর্ণ এবং শরীরস্থ চর্ম্ম একই প্রকার হইয়া থাকে। এই চর্ম্মে সুন্দর সুন্দর দ্রব্য এবং দ্রব্যাবরণ প্রস্তুত হয়। এক জাতীয় গোধা অত্যন্ত সরু ও দীর্ঘাকার হইয়া থাকে। ইহারা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে লেংগী নামে খ্যাত। লেংগী জাতীয় গোধার চারিটি পা থাকে এবং গলদেশে অতি সূক্ষ্ম লোম দৃষ্ট হয়। কোন কোন জাতির লেজ নাই, কিন্তু পশ্চাৎ ভাগে আর একটি ছোট পা জন্মে, উহার আকার অতি ক্ষুদ্র এবং উহার অগ্র ভাগ অতিশয় তীক্ষ্ণ। উদরের তলদেশস্থ চর্ম্ম বড় মসৃণ, শুভ্র ও পরিষ্কৃত। গোধাকে বেজীর ন্যায় পুষিতে পারা যায় এবং পোষ মানিলে কোন প্রকার সর্প গৃহে আসিতে

পারে না। বেজী ও গোধা সর্পজাতির চির শত্রু। গোধা জাতীয় জীব উষ্ট্রের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু এবং দূর হইতে জলের গন্ধ পাইয়া থাকে।

সিরিয় জাতির প্রবচন।

আসিয়াস্থ তুরুস্কের পশ্চিমে সিরিয়া নামে প্রদেশ আছে, তাহার প্রধান নগর ডামাস্কাস্। এই সিরিয়ার অধিবাসী-দিগকে সিরিয়া জাতি বলে। ইহাদিগের ন্যায় প্রবচন-প্রিয় জাতি পৃথিবীতে অল্প দেখা যায়। ইহাদিগের বৃদ্ধ,যুবক,বালক, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সামান্য কথা-বার্ত্তায় যখন তখন প্রবচন ব্যবহার করিয়া থাকে। কোন বিদেশীয় লোক ইহাদিগের সংস্পর্শে আসিলে তাহাকে এই জাতির প্রবচন সকল মুখস্থ করিয়া ও তাহার অর্থ বুঝিয়া রাখিতে হয়। নতুবা সিরিয় জাতির সহিত কোন কথোপকথন চলে না। ইহারা এক এক প্রবচন নানা স্থানে আবার নানা অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকে। একটু বুদ্ধি খাটাইয়া তাহা বুঝিতে হয়। পাঠিকাগণের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য ইহাদিগের জাতীয় প্রবচন হইতে কতক গুলি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। যার সঙ্গে স্বামী আছে, সে অঙ্গুলি দিয়া চাঁদ উল্টাইয়া দিতে পারে। বাঙ্গালা—খোঁটার জোরে গাড়োল বোঝে।

২। বন্ধ্যা হইয়া থাকা অপেক্ষা মেয়ের উপর মেয়ে প্রসব করা ভাল। বাং—নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

৩। প্রেম, সগর্ভাবস্থা ও উটে চড়া ঢাকা থাকে না। বাং—আগুন নেকড়া চাপা থাকে না।

৪। স্ত্রীলোক যত খাটুক, চোখে মুখে রঙ দিতে কুলায় না, অর্থাৎ অপ-ব্যয়ী ও বিলাসী হইলে যত টাকা উপা-র্জ্জন কর, তাতে সুসার দেখে না।

৫। বনিদী ঘরের রূপহীনা কন্যাও (বিবাহের পক্ষে) ভাল।

৬। যে স্ত্রী-লোকের নিজের মাথা টাক-পড়া, তাহার মামাত ভগিনীর বড় চুল। নিজে গরিব বা নির্গুণ হইয়া যে কুটুম্বের গৌরবে বড় হইতে চায়, তাহার প্রতি ইহা শ্লেষোক্তি।

৭। গাধার বড় গর্ব্ব, ঘোড়া তার মাতুল। ইহারও ঐ অর্থ।

৮। হাজার শাপান্তে একটাও জামা ছেঁড়ে না। অর্থাৎ এক জন আর এক জনের উপর বৃথা রাগ করিয়া গালি দিলে তাহার কোন ক্ষতি হয় না।

৯। ইঁদুর নিজে শুদ্ধ নয়, তার প্রার্থনা পূর্ণ হয় না অর্থাৎ মন্দলোক শাপ দিলে তাব ফল কিছুই হয় না।

১০। জালা উল্টাইয়া ধর, দেখিবে যেমন মা, তেমনি তার কন্যা।

১১। ছেঁড়া নেকড়া পর, কিন্তু

চামড়া দেখাইও না। অর্থাৎ গরিব হও, কিন্তু অসাধু হইও না।

১২। বালিকা! বিবাহের পোসাক পরিয়া গর্ব্বিত হইও না, ইহার পিছে কত কাঁটা আছে। অর্থাৎ পরিণাম না ভাবিয়া বর্ত্তমান সুখে উন্মত্ত হইও না।

১৩। কবর সকলের মধ্যে যাইও না, এবং দুর্গন্ধ সুঁকিও না। অর্থাৎ অকারণ বিবাদ করিয়া কষ্টভাগী হইও না।

১৪। যে ভজনা করিতেছে, তাহাকে ভজনা কর, বলিও না। অর্থাৎ যে আপনার ইচ্ছায় কাজ করে, তাহাকে বাধ্য করিতে গেলে, সে কাজ ভাল করিবে না।

১৫। ছাগল আপনার পাল ছাড়ে না, অর্থাৎ অবুঝে বুঝান যায় না।

১৬। উঠিতে গেলেই হুমড়িয়া পড়িতে হয়, অর্থাৎ সম্পদ্ হইলেই বিপদ আছে।

১৭। যেমন গালিচা, তেমনি পা ছড়াও। অর্থাৎ আয় বুঝিয়া ব্যয় কর।

১৮। মুচির কাঁচি চামড়াই কাটে, অর্থাৎ ইতর জাতির মুখে ভাল কথা বাহির হয় না।

১৯। আমার কুত্তার চেয়ে সব কুত্তা ভাল। আপনার স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি মনের মত না হইলে এই কথা বলে।

২০। কুকুরের পেট ভরা ও খালি সমান, অর্থাৎ কাঙ্গালের খাঁই কিছুতেই মিটে না।

২১। সকল মোরগেই ডাকে, কিন্তু ঝুঁটিওয়ালাই বাহবা লয়। অর্থাৎ দলে সকলেই খাটে, কিন্তু কর্ত্তারই গৌরব লাভ।

২২। আরবের হাতে সবই সাবান। অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ লোক সকল জিনিষকেই লাভজনক করে।

২৩। মানার পুত্র হানা, একশ বছর বেঁচে সুখ হলো না। অর্থাৎ অন্ন দুঃখে কাতর ব্যক্তির কিছুতেই সুখ নাই।

২৪। রুটী দিলে রুটী পাবে, তোমরা প্রতিবাসীকে উপবাসী রাখিও না। দুঃখের সময় অন্য লোকের সাহায্য করিলে অসময়ে সেও সাহায্য করিবে।

২৫। দূরের সহোদর অপেক্ষা নিকটের প্রতিবাসী ভাল। অর্থাৎ সহোদর খোঁজ না করিলে উপকারী প্রতিবাসী তাঁহার অপেক্ষা আত্মীয়।

২৬। ভ্রূর উপরে চক্ষু উঠিতে পারে না। অর্থাৎ দাতার অপেক্ষা ভিখারী শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। বড় লোকের তোষামোদের জন্য এ কথা বলা হয়।

২৭। পেঁচায় কোন উপকার হইলে শিকারী তাহাকে ছাড়ে না। ইহার এক অর্থ, বাজারে ভাল জিনিষ দেখিলে ক্রেতা ছাড়ে না। আর এক অর্থ, অপদার্থ লোকের উপর রাজ-অত্যাচার হয় না।

২৮। যে মাসে কোন লাভ হয় না, তাহার দিন গণনা করিও না।

২৯। প্রত্যেক মোরগ আপনার ঢিবিতে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকে।

৩০। যার মাথা হাল্‌কা, তার পা শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া যায়। অর্থাৎ চিন্তা-বিহীন লোক অধ্যবসায়ের সহিত কোন কাজ করিতে পারে না।

৩১। বাক্য রৌপ্যময় কিন্তু মৌন-ভাব স্বর্ণময়। অর্থাৎ অনেক সময় কথা কহা অপেক্ষা নীরব থাকায় অধিক বিজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

৩২। চালুনী'র একটা ছিদ্র বেশী আর কম। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্ব্বদা মিথ্যা কথা কয়, তার দুই একটা কথা বিঠিক্ হইলে কিছু আসে যায় না।

৩৩। প্রত্যেক বস্তু তার স্থানে শোভা পায়।

৩৪। বালক তার পুত্রকে বলিল, "চিরদিনের খরিদদার কি না দেখ, দেখিয়া তার সঙ্গে নেনা দেনা কর।" অর্থাৎ যে যেমন, তার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করিবে।

৩৫। চাল থেকে ইঁদুর পড়িল, বিড়াল বলিল "ভগবান্।" ইঁদুর উত্তর করিল "আমা হতে দূরে যাও, আমি ভগবানের নিকট হইতে হাজার আশীর্ব্বাদ আনিয়াছি।" অর্থাৎ ভগবান্ অত্যাচারীর অপেক্ষা বিপন্নকেই সাহায্য করিয়া থাকেন।

৩৬। গোরু মরিলে যত মুচি জমে। বাঙ্গালা—গো-মড়কে মুচির পার্ব্বণ।

৩৭। আমার দ্রাক্ষালতা হইতে যখন সরবত তৈয়ার হইত, তখন কত লোক আসিত। দ্রাক্ষা লতাও শুকাইয়াছে, আর কাহারও উদ্দেশ নাই। অর্থাৎ সম্পদে সকলে সখা, বিপদে কেহ নয়।

৩৮। হৃদয়কে যাহা ব্যথা দেয়, তাহা চখের কাছে ধরিও না। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপদ্ সহ্য কর।

৩৯। অনুপস্থিত ব্যক্তির নিন্দা করিও না।

৪০। বিড়ালের সহিত খেলা করিতে গেলে আঁচড় লাগে।

৪১। সৎলোকের প্রকৃতি, কথা কহিলেই বুঝাযায়।

৪২। নেকড়ের কথা বল, আর লাঠি বাগাইয়া রাখ।

৪৩। যমের কাছে ছেলের বড়াই করিও না, অত্যাচারী রাজার কাছে ধনের গর্ব্ব করিও না।

৪৪। মাঠে যত শস্য অনুমান করা যায়, আছড়াইবার সময় তত পাওয়া যায় না।

৪৫। বাহাদুর মোরগ ডিম্বের ভিতর হইতেই ডাকিতে আরম্ভ করে। চালাক বালককে এই কথা বলা হয়।

৪৬। পায়রার মত ছানা ভালবাসে, কিন্তু খাই দেয় না। অর্থাৎ লোকটা কথায় মিষ্ট, কিন্তু খরচে কৃপণ।

৪৭। গাধা ঘাসের আশয়ে থাক; শীতকাল আসিতেছে। বাঙ্গালা—থাক্‌রে কুকুর আমার আশে, ভাত দিব সেই পৌষ মাসে।

৪৮। বাঁদরের মাংস নরম হয় না। একগুঁয়ে লোককে বলা হয়।

৪৯। ঢাকের শব্দ অনেক দূর যায়, কিন্তু ভিতর ফাঁকা অর্থাৎ অসার লোকের বাহ্যাড়ম্বর সার।

৫০। উটের জায়গায় উট আসিয়া নত হয়। অর্থাৎ চাকর গেলে তার জায়গায় অনেক চাকর জুটে।

৫১। অকৃতজ্ঞকে দয়া করিলে তাহা পণ্ড হয়।

৫২। উট তাহার পৃষ্ঠের কুঁজ দেখিলে পড়িয়া ঘাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিত।

৫৩। অন্ধলোককে বল তৈল মহার্ঘ। অর্থাৎ তৈল আলোকের জন্য। তৈলের দাম বেশী হইলে অন্ধের ক্ষতি কি?

৫৪। পরীক্ষিতকে যে পরীক্ষা করে, তাহার বুদ্ধির ভুল।

৫৫। রাজারা স্ব-সম্পর্কীয় হইলেও তাহাদিগের সহিত অধিক বার দেখা করিতে নাই।

৫৬। অধিক আঁটিয়া বাঁধিতে গেলে আল্‌গা হইয়া যায়। আমাদিগের "বজ্র আঁটুনি ফস্কা গিরে।"

৫৭। দ্বারে ঘা দিলেই উত্তর পাওয়া যায়।

৫৮। শত্রুর কাছে উপবাসী হইয়া যাইও, কিন্তু বিবস্ত্র হইয়া যাইও না। অর্থাৎ শত্রুর সাহায্য দরকার হইলে তুমি চাহিতেছ, সে যেন বুঝিতে না পারে

৫৯। গাধার নিমন্ত্রণ কাঠ বা জল বহিবার জন্য। অযোগ্য লোক কোথায়ও নিমন্ত্রিত হইলে ঠিক এই বলিয়া তাহাকে ঠাট্টা করা হয়।

৬০। যে মেয়েকে বিবাহ দিবে না, সেই বেশী পণ চায়। সিরিয়া দেশে কন্যা বিক্রয়ের প্রথা আছে।

৬১। জলন্ত অঙ্গার তাহার চুলীকেই দগ্ধ করে অর্থাৎ যার জ্বালা সেই বুঝে।

৬২। তুমি ঠক হইলেও যে তোমাকে বিশ্বাস করে, তাহাকে ঠকাইও না।

৬৩। দোকানে সব পাওয়া যায়, কিন্তু জোর করিয়া প্রেম পাওয়া যায় না।

৬৪। জলকে পিটিলেও জল থাকে।

৬৫। হাতের পরিশ্রমে যাহা লব্ধ নহে, তাহা হৃদয়েরও প্রিয় নহে।

৬৬। নিম্নভূমি আপনার জল শোষে এবং অন্যভূমি হইতেও জল পায়। অর্থাৎ নম্রতায় অধিক লাভ।

৬৭। পুরাতনকে যত্ন করিয়া রাখ, নূতন বেশী দিন থাকিবে না।

৬৮। বেশী রাঁধুনী আহার নষ্ট করে; বাঙ্গালা—অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

৬৯। বড় পাত্রের মধ্যে ছোট পাত্র থাকে। অর্থাৎ যে ধৈর্য্যশীল হইয়া সহ করে, সে অত্যাচারী অপেক্ষা বড়।

৭০। কুকুরের লেজ হাজার বৎসর ছাঁচের মধ্যে রাখিলেও সোজা হয় না। বাঙ্গালা—যার যা রীত না ছাড়ে কদাচিৎ।

ভার্য্যা।

১ম প্রস্তাব।

মহাভারতে ভার্য্যার লক্ষণ এইরূপ আছে ঃ—

সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী,
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা ॥১॥
অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ ॥২॥
ভার্য্যাবন্তঃ ক্রিয়াবন্তঃ সভার্য্যা গৃহমেধিনঃ।
ভার্য্যাবন্তঃ প্রমোদন্তে ভার্য্যাবন্তঃ শ্রিয়ান্বিতাঃ ॥৩॥
সখায়ঃ প্রবিবিক্তেষু ভবন্ত্যেতাঃ প্রিয়ংবদাঃ।
পিতরো ধর্ম্মকার্য্যেষু ভবন্ত্যার্ত্তস্য মাতরঃ ॥৪॥
কান্তারেষ্বপি বিশ্রামো জনস্যাধ্বনিকস্য বৈ।
যঃ সদারঃ স বিশ্বাস্যস্তস্মাদ্দারাঃ পরা গতিঃ ॥৫॥
সংসরন্তমপি প্রেতং বিষমেষ্বেকপাতিনং
ভার্য্যৈবান্বেতি ভর্ত্তারং সততং যা পতিব্রতা ॥৬॥
এতস্মাৎ কারণাৎ রাজন্ পাণিগ্রহণমিষ্যতে।
যদাপ্নোতি পতির্ভার্য্যামিহ লোকে পরত্র চ ॥৭॥
আত্মাত্মনৈব জনিতঃ পুত্র ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাদ্ভার্য্যাং নরঃ পশ্যেন্মাতৃবৎ পুত্রমাতরং ॥৮॥
ভার্য্যায়াং জনিতং পুত্রমাদর্শেষ্বিব চাননং।
হ্লাদতে জনিতা প্রেক্ষ্য স্বর্গং প্রাপ্যেব পুণ্যকৃৎ ॥৯॥
দহ্যমানা মনোদুঃখৈর্ব্যাধিভিশ্চাতুরা নরাঃ।
হ্লাদন্তে স্বেষু দারেষু ঘর্ম্মার্ত্তাঃ সলিলেষ্বিব ॥১০॥
সুসংরব্ধোঽপি রামাণাং ন কুর্য্যাদপ্রিয়ং নরঃ।
রতিং প্রীতিঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ তাস্বায়ত্তমবেক্ষ্য হি ॥১১॥
আত্মনো জননং ক্ষেত্রং পুণ্যং রামাঃ সনাতনং।
ঋষীণামপি কা শক্তিঃ স্রষ্টুং রামামৃতে প্রজাং ॥১২॥

যিনি গৃহধর্ম্মে দক্ষা, যিনি সন্তানবতী, যিনি পতিপ্রাণা ও পতিব্রতা, তিনি ভার্য্যা। ১। ভার্য্যা মনুষ্যের অর্দ্ধভাগ, শ্রেষ্ঠতম সখা; ভার্য্যা ত্রিবর্গের (ধর্ম্মার্থ-কামের) মূল; ভার্য্যা মোক্ষের মূল। ভার্য্যাবান্ পুরুষেরা ক্রিয়াবান্; ভার্য্যাবান্ পুরুষেরা গৃহী; ভার্য্যাবান্ পুরুষেরা সদা সানন্দ, এবং ভার্য্যাবান্ পুরুষেরা লক্ষ্মীমন্ত। ৩। প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা বিজনের সখা; ভার্য্যা ধর্ম্মকার্য্যে পতির পিতা এবং আর্ত্ত পতির মাতা। ৪। সংসার-কান্তারে পথিক-স্বরূপ মনুষ্যের ভার্য্যাই বিশ্রামস্থান; যিনি ভার্য্যাবান্, তিনি বিশ্বাসের যোগ্য; অতএব ভার্য্যা পুরুষের পরম গতি। ৫। মৃত, নরক-পতিত ও অনুতাপে দগ্ধ পতির উদ্ধারার্থে ভার্য্যাই অনুগমন করেন। ৬। এই কারণে দারপরিগ্রহ প্রশস্ত, কেন না ভার্য্যা পতির ইহকালের ও পরকালের সহায়। ৭। পুরুষ স্বয়ং ভার্য্যাগর্ভে যে স্বীয় আত্মাকে উৎপাদন করে, তাঁহাকে পণ্ডিতেরা 'পুত্র' বলিয়া থাকেন, অতএব সেই আত্মরূপী পুত্রের মাতা ভার্য্যাকে মনুষ্য মাতার ন্যায় দেখিবে। ৮। পুণ্যাত্মা পুরুষ, দর্পণ-মধ্যে নিজ আকৃতি দর্শনের ন্যায় ভার্য্যা-গর্ভে সন্তান দর্শন করিয়া স্বর্গলাভের আনন্দ অনুভব করেন। ৯। যেমন আতপ-তাপিত ব্যক্তিরা সলিল-মধ্যে শান্তি লাভ করে, মনুষ্যগণ মনোদুঃখে দহ্যমান ও ব্যাধিযন্ত্রণায় কাতর হইলে, তেমনি নিজ নিজ ভার্য্যার হৃদয়ে শান্তি লাভ করে। ১০। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াও

পুরুষ, রমণীর কোন অপ্রিয় কার্য্য করিবে না। কেননা তাহার রতি, প্রীতি ও ধর্ম্ম সেই রমণীর আয়ত্ত। ১১। রমণী আত্মার পবিত্র ও সনাতন জন্ম-ক্ষেত্র; রমণী না থাকিলে, প্রজাপতিরও কি সাধ্য যে প্রজাসৃষ্টি করেন। ১২।

যাহা দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে, সেই সর্ব্বমঙ্গলা পরমা শক্তির নাম প্রেম। হৃদয় সেই প্রেমের আধার। ভার্য্যা হৃদয়ের পবিত্র মূর্ত্তি। যাহা হৃদয়ের পবিত্র মূর্ত্তি, তাহাই ব্রহ্মপূজার সামগ্রী। যিনি সেই হৃদয়-সর্ব্বস্ব দিয়া সর্ব্বেশ্বরের পূজা করেন, যিনি আত্মাকে সেই মধুময় হৃৎপদ্মের সহিত হৃদয়েশ্বরের পদে সমর্পণ করেন, তিনিই প্রকৃত ভার্য্যাবান্ এবং তাঁহার পূজাই প্রকৃত ব্রহ্মপূজা। অতএব ভার্য্যা ব্রহ্মপূজার সামগ্রী, ইন্দ্রিয়-পূজার সামগ্রী নহে। তাই মহর্ষি ব্যাস বলিলেন,—"ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা"। যাহা প্রশস্ত হইতেও প্রশস্ত, এবং যাহা তাহা হইতেও প্রশস্ত, তাহাই এ জগতে 'শ্রেষ্ঠ'। যাহা শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং যাহা তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ, তাহাই এ জগতে শ্রেষ্ঠতম। ভার্য্যা মনুষ্যের সেই শ্রেষ্ঠতম সখা। ধর্ম্মসাধনের শ্রেষ্ঠতম উপায় বলিয়াই ভার্য্যার নাম ধর্ম্মপত্নী।

অগ্রেই বলিয়াছি, প্রেম অর্থাৎ ধর্ম্ম-দ্বারা এই বিশ্ব পরিচালিত, এবং ভার্য্যা সেই প্রেম বা ধর্ম্মের আধারস্বরূপ হৃদয়ের মূর্ত্তি। অতএব হৃদয়ময়ী ভার্য্যাই যে মস্তিষ্ক-প্রধান পুরুষজাতির ধর্ম্মগুরু তাহা জানাইবার জন্য মহাপুরুষ বলিলেন, "পিতরো ধর্ম্মকার্য্যেষু"—ভার্য্যা ধর্ম্মকর্ম্মে পুরুষগণের পিতা, অর্থাৎ প্রীতি, দয়া, স্নেহ, মমতা, কোমলতা প্রভৃতি হৃদয়ের কমনীয় গুণ সকল মস্তিষ্ক-প্রধান পুরুষ-জাতি, হৃদয়-সর্ব্বস্ব ভার্য্যার নিকট শিক্ষা করিবেন। সুদূরে অনশন-পীড়িত মুমূর্ষুর অস্ফুট কাতরস্বর উত্থিত হইলে, তাহা আমার কর্ণে না গিয়া যাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হয় এবং সেই ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে যাঁহার অন্তরের নাড়ীচক্র প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, তৎক্ষণাৎ যাঁহার মুখের গ্রাস মুখ হইতে স্খলিত ও হৃদয়ের দয়া অশ্রুরূপে বিগলিত হয়, তৎক্ষণাৎ যিনি আত্মা ও জগৎ বিস্মৃত হইয়া মুখের গ্রাস ভিক্ষুককে দিয়া স্বয়ং অনশনে শান্তি লাভ করেন, আমার সেই দয়াময়ী ভার্য্যাকে আমি ধর্ম্মগুরুর আসন না দিয়া আর কাহাকে দিব?

ধর্ম্মে যে সকল উপাদান আছে, নির্ব্বিকারতা (১) সেই সকলের মধ্যে পবিত্রতম উপাদান। নির্ব্বিকারতাই ধর্ম্মের প্রাণ। ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ সেই নির্ব্বিকার ভাব আমরা আমাদের শিশু-সন্তানের নিকট শিক্ষা করি। যাহার

(১) "অহিতেঽপি হিতো নিত্যং প্রিয়বাক্ পরুষেঽপি যঃ। বিষাত্মন্যমৃতাত্মা চ নির্ব্বিকারঃ স উচ্যতে"॥—যিনি অপকারীর প্রতি সদাই উপকারী, অপ্রিয়ভাষীর প্রতি সদাই প্রিয়ভাষী, এবং বিষময়ের প্রতি সদাই অমৃতময়, তাঁহাকে নির্ব্বিকার বলে।—(সম্ভাব, ৪৪ শ্লোক)

বিষ্ঠায় ও চন্দনে, হারে ও সর্পে, অমৃতে ও গরলে, জলে ও অনলে সমান জ্ঞান, যাহার কোন পদার্থে অবিশ্বাস নাই, যাহার পিপীলিকা ও মক্ষিকা প্রভৃতি কীট পতঙ্গের সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ, যাহার মধুময় হাস্তে সকলি মধুময়, যাহার লীলায় দীনহীনের পর্ণকুটীর উৎসবময়, সেই শিশুসন্তান কি এ জগতে নির্ব্বি-কারতা শিক্ষার বীজমন্ত্র নহে? যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন,—"আমি শিশুর নিকট হইতে নির্ব্বিকার ভাব শিক্ষা করিয়াছি"। যিনি সেই স্নেহময় নির্ব্বি-কারতাময় শিশুর গর্ভধাত্রী ও পালন-কর্ত্রী মাতা, তিনি স্বয়ং যদি স্নেহময়ী ও নির্ব্বিকারতাময়ী না হইবেন, তবে তিনি কোন্ শক্তির প্রভাবে স্নেহের ও নির্ব্বিকারতার বীজমন্ত্র সেই শিশুকে প্রসব ও পোষণ করিবেন? পুরুষ ভার্য্যার গর্ভে সেই মঙ্গল পদার্থ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন, মর্ত্ত্যলোকে নির্ব্বি-কার প্রেমের সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া পুলকে পূর্ণ হন। এই জন্যই মহাকবি বেদব্যাস বলিলেন,—"ভার্য্যায়াং জনিতং পুত্রমাদর্শেষিব চাননম্। হ্লাদতে জনিতা প্রেক্ষ্য স্বর্গং প্রাপ্যেব পুণ্যকৃৎ"—পুরুষ ভার্য্যাপ্রসূত শিশুমূর্ত্তি-দর্শনে স্বর্গলাভের আনন্দ অনুভব করেন। অতএব যখন ভার্য্যা অপত্য প্রসব ও অপত্য পালন দ্বারা সম্পূর্ণ ভার্য্যাত্ব লাভ করেন, তখনি তিনি পুরুষের নির্ব্বিকারতা শিক্ষার গুরু। আর যিনি আমার সন্তানের জননী, হৃদয়ের হৃদয় ও ধর্ম্মগুরু, যাঁহাকে লইয়া আমার গৃহস্থাশ্রম, যাঁহার কল্যাণী শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমি এই কর্ম্মক্ষেত্রে ক্রিয়াবান্, যাঁহার পবিত্র প্রীতির ছায়ায় বসিয়া সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা বিস্মৃত হই, মহর্ষি ব্যাস সেই ভার্য্যাকে উচ্চতম ও পবিত্রতম নামে অভিহিত করিয়াছেন,—"তস্মাদ্ ভার্য্যাং নরঃ পশ্যেৎ মাতৃবৎ পুত্রমাতরম্"—অতএব সন্তান-জননী ভার্য্যাকে মনুষ্য মাতৃবৎ পূজা করিবে। যিনি আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব স্নেহতন্তুগুলির একমাত্র মূল-বন্ধন, এই জীবপ্রবাহের রক্ষার্থ ঐশ্বরিক প্রেম যাঁহার হৃদয় হইতে স্তন্যরূপে প্রবাহিত হয়, যিনি এই গৃহস্থাশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেই কল্যাণময়ী ভার্য্যা কি সত্য সত্যই 'মাতা' এই সর্ব্বোচ্চ উপাধির যোগ্য নহেন?

"ভার্য্যায়াং জনিতং পুত্রমাদর্শেষিব চাননম্"—পুরুষ ভার্য্যারূপ দর্পণে সন্তানরূপ নিজমূর্ত্তি দর্শন করেন। এ সামান্য যোগের কথা নহে। দর্পণে মূর্ত্তি সম্পূর্ণ-রূপে প্রতিফলিত না হইলে, দর্পণ মূর্ত্তিকে অবিকল দেখাইতে পারে না, অর্থাৎ ভার্য্যার হৃদয়ে পুরুষের আত্মা সম্পূর্ণরূপে না মিশিলে ভার্য্যাহৃদয়-সম্ভূত সন্তানে পুরুষের আত্মা সম্পূর্ণরূপে প্রতি-ভাত হয় না। অতএব জায়া ও পতির এই যোগ হৃদয় ও আত্মার যোগ। এই যোগ যত ক্ষণ না সম্পূর্ণ হয়, তত ক্ষণ মনুষ্য পূর্ণ মনুষ্যত্ব পায় না। এই

জন্যই পূর্ণদর্শী ব্যাস বলিলেন,—"অর্দ্ধং-ভার্য্যা মনুষ্যস্য"—ভার্য্যা মনুষ্যের অর্দ্ধভাগ অর্থাৎ সমাংশ। মনুষ্য যদি আপনার এই অর্দ্ধভাগ প্রাপ্ত না হয় তবে তাহাকে কি প্রকারে মনুষ্য বলিতে পারি? কোন বস্তুই ত অর্দ্ধভাগে থাকিয়া সৃষ্টিমধ্যে গণনীয় হইতে পারে না। আর, আত্মা হৃদয়শূন্য হইলে অর্থাৎ মনুষ্যের বুদ্ধিমূলক জ্ঞান প্রেমশক্তি-বিহীন হইলে, তাহাকে কি প্রকারে ধ্যান ও ধারণার যোগ্য করিব? যাহা ধ্যান ও ধারণার যোগ্য নয় তাহা বিশ্বাসেরও যোগ্য নয়, কেন না শূন্য পদার্থে বিশ্বাস স্থাপন বিড়ম্বনামাত্র। তাই আচার্য্য বেদব্যাস বলিতেছেন যে,—"যঃ সদারঃস বিশ্বাস্যঃ"—যিনি প্রকৃত ভার্য্যাবান পুরুষ, তিনিই এজগতে বিশ্বাসের যোগ্য।

এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, জায়া-পতির সম্বন্ধের নাম হৃদয় ও আত্মার পরম পবিত্র বন্ধন, ইহা জ্ঞান ও প্রেমের যুগল মূর্ত্তি। এই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিই আমাদের ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাসের স্থান। যদি প্রেমশূন্য জ্ঞানের কল্পনা কর, তবে তাহা মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইবে; স্নিগ্ধ ও কোমল নব-রাগে রঞ্জিত অরুণভানু যেরূপ সকলের ধ্যান ধারণার যোগ্য, সেরূপ ধ্যান ও ধারণার যোগ্য হইবে না।

(ক্রমশঃ)

গ্রীক স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্ত্রীস্বাধীনতা;—স্বাধীনতা সম্বন্ধেও এথিনীয় রমণীগণ তাঁহাদের স্পার্টান ভগিনীদের অপেক্ষা হীনতর অবস্থায় অবস্থিত ছিলেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারের এথিনীয় মহিলাগণ নিতান্ত নিকট সম্পর্ক না থাকিলে অন্য পুরুষের সম্মুখে বাহির হইতেন না, এবং কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাটীর বাহিরে যাইতেন না। স্ত্রীবন্ধুগণ ও নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পুরুষগণ তাঁহাদের বাটীতে আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন। কোন নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অথবা দেবসেবা ভিন্ন অন্য কোন উপলক্ষে তাঁহারা বাটীর বাহির হইতে পারিতেন না। স্পার্টান রমণীগণ এতদপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা উপভোগ করিতেন। তাঁহারা ইচ্ছামত সাধারণের সমক্ষে বাহির হইতেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হইয়া দেশের শুভাশুভ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আপনাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন। আমর

পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি যে এই সকল বিষয়ে তাঁহাদের মতামত সাদরে গৃহীত ও আলোচিত হইত। এতদ্ভিন্ন স্পার্টান বালিকা ও অল্পবয়স্কা যুবতীগণ প্রকাশ্য ভাবে ব্যায়াম প্রভৃতি শারীরিক বল-বিধায়ক আমোদে যোগ দিতেন। কিন্তু এথেন্স নগরের অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্কা বালিকাগণ ব্যায়ামাদিতে যোগ দেওয়া দূরে থাকুক, উহা দেখিবার জন্য বাটীর বাহির পর্য্যন্ত হইতে পারিতেন না। অন্যান্য গ্রীকরাজ্যে এক দিকে স্পার্টান রমণীগণের স্বাধীনতা অপরদিকে এথিনীয় মহিলাগণের কঠোর অবরোধবাস এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী নানাপ্রকার অবস্থা দৃষ্ট হইত। হোমর-প্রণীত কাব্যে মহিলাগণের সমাদর ও স্বাধীনতার বিষয় যাহা কিছু পাঠ করা যায় সে সকল কথা বিশেষ ক্ষমতা ও সম্পত্তিশালী লোকের পত্নী এবং রাজ-মহিষীদের সম্বন্ধেই খাটে। সম্ভ্রান্ত মহিলা সাধারণের পক্ষে তাহার সম্পূর্ণ অন্যথা দৃষ্ট হয়। কিন্তু অন্যান্য দেশের ন্যায় এথেন্স প্রভৃতি স্থানেও দরিদ্র শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অবরোধ-বাস সম্বন্ধে কোন প্রকার বাঁধাবাধি ছিল না। ইহার প্রধান কারণ এই যে দরিদ্র অবস্থার স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের ন্যায় অন্তঃপুরে বসিয়া অলসভাবে জীবন যাপন করা কোনমতেই সম্ভবপর নহে। তাহাদের মত অবস্থায় জীবনোপায়ের জন্য স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই পরিশ্রম করিতে হয়। কাজেই দরিদ্র অবস্থার লোকের পক্ষে স্ব স্ব পত্নী বা কন্যাগণকে অবরোধে বন্দী করিয়া রাখিতে গেলে চলে না।

স্ত্রীলোকের অধিকার ;—কন্যার পিতার নিকট হইতে মূল্য দিয়া কন্যা ক্রয়পূর্ব্বক তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার প্রথা হোমরের সময়েও সাধারণতঃ প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। তবে স্থলবিশেষে বরের প্রতি সম্মানের চিহ্নস্বরূপ কন্যা সম্প্রদানেরও উল্লেখ দেখা যায়। কন্যা বিক্রয় স্থলে কন্যার পিতা বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে কন্যাকে এক প্রস্ত গৃহসজ্জাদি প্রদান করিতেন। কোন কারণে দাম্পত্য সম্বন্ধের বিচ্ছেদ হইলে কন্যার পিতা ঐ সকল সামগ্রী ফিরাইয়া পাইতেন এবং অপর পক্ষে তাঁহাকে কন্যাবিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে হইত। পত্নীর ব্যবস্থা-শাস্ত্র সম্মত কোন অধিকার ছিল এরূপ দেখা যায় না। কালে কন্যাবিক্রয় প্রথার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল এবং বিবাহকালে মূল্য লওয়া দূরে থাকুক, কন্যার পিতা বরকে যৌতুক স্বরূপ অর্থ-সম্পত্তি প্রদান করিতেন। যতদিন স্বামীস্ত্রী একত্র বাস করিতেন, ততদিন এই যৌতুক স্বামীর অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় উভয়ের সাধারণ সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইত। কিন্তু উভয়ে পৃথক্ হইলে অথবা দাম্পত্য সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে

কন্যার পিতা যৌতুকের টাকা ফিরাইয়া পাইতেন। এথেন্‌স নগরে স্বামী যৌতুকের টাকা ফিরাইয়া দিতে বিলম্ব করিলে শতকরা আঠার টাকার হিসাবে সুদ ধরিয়া দিতে হইত। কোন কোন গ্রীক্‌ রাজ্যে এক পত্নীর জীবদ্দশায় অপর পত্নী গ্রহণ করা আচার বিরুদ্ধ এবং সম্ভবতঃ আইন বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু তাই বলিয়া যে পুরুষের চরিত্রদোষ নিন্দার্হ বলিয়া বিবেচিত হইত, অথবা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় ছিল তাহা নহে। তবে এথেন্‌সে বিবাহিতা স্ত্রীলোকগণ সাধারণ দুর্ব্যবহারের দাবি দিয়া স্বামীর নামে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিতেন। কিন্তু এরূপস্থলে তাঁহাদিগকে স্বয়ং বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিতে হইত। যৌতুক ফিরাইয়া দিবার ভয়ে স্বামী সহজে দাম্পত্য সম্বন্ধ ভঙ্গ করিতে চাহিবেন না, কিয়ৎপরিমাণে এই বিশ্বাস হইতেই বোধ হয় প্রথমে বরকে যৌতুক দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু অধিক সম্পত্তির অধিকারিণী পত্নীগণ অনেক সময় আপনাদের গর্ব্বিত ব্যবহারে আত্মীয় স্বজনকে এরূপ উত্যক্ত করিয়া তুলিতেন যে গ্রীক সাহিত্যকারগণ এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া উপদেশ দিয়া গিয়াছেন যে কেহ যেন আপনার অপেক্ষা ধনবতী অথবা সম্ভ্রান্ত বংশীয়া স্ত্রীলোককে বিবাহ না করে। আপনার অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীতে বিবাহ করার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি দেখা যায় না বরং এরূপ বিবাহের প্রশংসাই দেখাযায়। ইহার কারণ এই যে গ্রীক রাজ্যের প্রত্যেক প্রজা (citizen) বংশ মর্য্যাদায় সমান বলিয়া বিবেচিত হইতেন এবং বিদেশীয় দিগের সহিত বিবাহ গ্রীক ব্যবস্থা শাস্ত্রে আইন সঙ্গত বিবাহ বলিয়া গণ্য হইত না।

শিক্ষা ইত্যাদি ;—গ্রীক ব্যবস্থাশাস্ত্রে সন্তানের উপর পিতা মাতার সম্পূর্ণ অধিকার। তাঁহারা অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় সন্তানকে বিক্রয় বা পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। কেহ পথে সন্তান ফেলিয়া দিলে তাহার কোন শাস্তি হইত না। এই জন্য অনেকে লালন পালন ও বিবাহের ব্যয় ভার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কন্যা সন্তানদিগকে পথে ফেলিয়া দিত। এইরূপে যে সকল শিশু পরিত্যক্ত হইত, তাহাদিগকে যে কুড়াইয়া লইয়া লালন পালন করিত তাহারা তাহারই ক্রীত দাসরূপে গণ্য হইত। এই প্রকার অযত্ন-ও নিষ্ঠুরতার হস্ত এড়াইয়া যে সকল কন্যা পিতৃ গৃহে বর্দ্ধিত হইতে পাইত, তাহাদের শিক্ষার জন্য কিছুই যত্ন করা হইত না। এমন কি তাহারা বহির্জ্জগতের পাঁচটা পদার্থ বা বিষয় চক্ষে দেখিয়া বা কর্ণে শুনিয়া যে একটু জ্ঞানলাভ করিবে, সে সুবিধাপর্য্যন্ত তাহাদিগকে দেওয়া হইত না। কদাচ কখন রাজ্য সম্বন্ধীয় বিশেষ কোন সুমধায়ের

ব্যাপারে তাহারা বাহিরে যাইতে অনুমতি পাইত। শিক্ষার মধ্যে তাহারা কেবল পশমের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা, বস্ত্রবয়ন ও রন্ধন এই তিনটী বিষয় শিক্ষা করিত। স্ত্রীলোকগণ সাধারণতঃ লিখিতে বা পড়িতে পারিতেন না।

দুই এক বিষয়ে প্রাচীন গ্রীসের রীতিনীতি প্রাচীন হিন্দুদিগের রীতিনীতির ন্যায় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাই বোধ হয় যে ভারতীয় প্রাচীন আর্য্য রমণীদিগের অবস্থা গ্রীকরমণীগণের অবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করাও উচিত নহে যে প্রাচীন ভারতে স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং পুরুষগণ তাঁহাদিগকে আপনাদের সমকক্ষ মনে করিতেন। "স্ত্রীলোকগণ কোন অবস্থাতে স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিবে না" "স্ত্রীলোকের বেদে অধিকার নাই" ইত্যাদি বচনদ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হয় যে পুরুষগণ স্ত্রীলোকদিগকে আপনাদের সমান অধিকার দিতে কাতর ছিলেন। এতদ্ভিন্ন দুই একজন ঋষি কন্যা বা ঋষিপত্নী বিদ্যাবতী ছিলেন বলিয়া ইহাও মনে করা ঠিক নহে যে প্রাচীন ভারতে স্ত্রীলোকগণ সাধারণতঃ বিদ্যা শিক্ষা করিতে পাইতেন। সংস্কৃত নাটকাদিতে দেখাযায় যে বড় বড় রাজমহিষীও প্রাকৃত ভাষায় কথা কহিতেন, কেবল সম্ভ্রান্ত পুরুষ, ও ঋষিকন্যা বা দেবকন্যাগণ সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন। তবে স্থলবিশেষে দুই এক জন বিশেষ আদরের কন্যাকে পিতা একটু আধটু লিখিতে পড়িতে শিখাইতেন বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধেও এই কথা অনেক পরিমাণে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। প্রাচীন গ্রীসের ন্যায় প্রাচীন ভারতেও রাজমহিষী এবং ঋষিকন্যা প্রভৃতি বিশেষ সম্মানভাজন মহিলাগণ রাজ সভায় ও অন্য প্রকাশ্য স্থানে যাইতে পারিতেন। কিন্তু সাধারণ ভদ্রমহিলাগণ যে পুরুষদের সহিত স্বাধীনভাবে মিশিতেন অথবা প্রকাশ্য ভাবে পুরুষদের সমক্ষে বাহির হইতেন, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

গ্রীক সাহিত্যপাঠে গ্রীক স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা যতদূর জানিতে পারাযায়, তাহাই উপরে প্রদত্ত হইল। স্পার্টান স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা যে সাধারণতঃ অনেকটা ভাল ছিল, তাহার প্রধান কারণ এই যে, স্পার্টার সুবিজ্ঞ ব্যবস্থাপক লাইকারগাস্ বুঝিয়াছিলেন যে স্পার্টান পুরুষদিগকে বীরমদে মত্ত করিবার জন্য বীররমণী চাই; পুরুষকে উন্নত করিতে হইলে নারীগণকেও উন্নত করা চাই। এইজন্য তাঁহার ব্যবস্থা সকল স্ত্রীলোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল পুরুষদের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। তাঁহার ব্যবস্থাবলি ও তাহার উদ্দেশ্যের মধ্যে যতই দোষ থাকুক না

কেন, একবিষয়ে তিনি প্রাচীন কালের সকল ব্যবস্থাকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেই আদিম সভ্যতার অভ্যুদয়কালে, যখন পুরুষ সর্ব্ববিষয়ে হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন, যখন পুরুষের শ্রেষ্ঠতার ও প্রভুত্বের প্রতিবাদ করে এমন কেহ ছিল না, যখন স্ত্রীলোকের চক্ষু ফুটে নাই, যখন তাহাদের হইয়া এককথা বলে এমন কেহ ছিল না, যখন তাহারা গৃহপালিত পশুপক্ষী অথবা অচেতন গৃহ সামগ্রী অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর পদার্থ বলিয়া বিবেচিত হইত না, যখন সকল আচার ব্যবহার, সকল বিধিব্যবস্থা, এমন কি সমস্ত জগৎ পুরুষের সুখের উপায় বলিয়া গণ্য হইত, তখন লাইকারগাস বুঝিয়াছিলেন যে স্ত্রীলোকগণও মানুষ, তাহারাও সমাজের অঙ্গ, তাহাদিগকে ছাড়িয়া কেবল পুরুষ লইয়া সমাজসংস্কার হইতে পারে না। তিনি স্পার্টানদিগকে বীরজাতি করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কেবল শারীরিক বীরত্বলাভ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কি না, সে বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তিনি যে তাঁহার উদ্দেশ্যসম্বন্ধে সফলকাম হইয়াছিলেন, সমগ্র গ্রীক ইতিহাস তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ এবং তাঁহার উদ্দেশ্য যে সফল হইয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ এই যে তিনি সমাজের অর্দ্ধাঙ্গের সংস্কার করেন নাই। তাঁহার ব্যবস্থাবলি, নরনারী উভয়দ্বারা সংগঠিত সমগ্র সমাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রণীত হইয়াছিল। যে সমাজের ব্যবস্থা সকল একদেশদর্শী, যেখানে পুরুষগণ স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া সমাজের অর্দ্ধাংশকে আপনাদের সাংসারিক সুখ ও সুবিধার যন্ত্রস্বরূপ করিয়া রাখিতে চাহেন, সে সমাজের প্রকৃত উন্নতি এখনও বহুদূরে।

নিউইয়র্ক নারী সমাজ।

স্বাধীনতা ও সভ্যতাপ্রধান আমেরিকার সমস্তই অদ্ভুতকাণ্ড। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে যখন প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক চার্লস্ ডিকেন্স আমেরিকা ভ্রমণান্তে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তাঁহার বিদায়কালে নিউইয়র্কের সংবাদপত্রের সম্পাদক-সমিতির এক মহান্ অধিবেশন হয় এবং তাঁহার সম্মানার্থে একটী প্রীতিভোজ প্রদত্ত হয়। এই উপলক্ষে নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ডের অধ্যক্ষ-পত্নী বিদুষী ক্রলী উপস্থিত হইবার জন্য আবেদন করেন। তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুগামিনী হইয়া সমিতির অন্যতর সভ্যের পত্নী বিখ্যাত লেখিকা পার্টন আবেদন করেন, ক্রমে আরও দুই এক জন বিদুষী মহিলা সমিতিতে উপস্থিত

হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সম্পাদক সমিতির ইচ্ছা নয় যে, স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদিগের কার্য্যভারের অংশ গ্রহণ করেন, তথাপি তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতেও পারেন না—সুতরাং কৌশলপূর্ব্বক অধিবেশনের তিন দিবস পূর্ব্বে বিবি ক্রলীকে লিখিয়া পাঠান যে তিনি যদি বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত মহিলা সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন এবং তাঁহাদিগের প্রত্যেকে প্রবেশ টিকিটের মূল্য ১৫ ডলার (প্রায় ৩৫ টাকা) ইচ্ছাপূর্ব্বক দিতে সম্মত হন, তাহাহইলে তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হইবে, নতুবা সমিতি দুএকটী মহিলাকে উপস্থিত হইবার অনুমতি দিতে প্রস্তুত নহেন। সমিতি জানিতেন এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে এ কার্য্য হওয়া সম্ভবপর নহে। বিবি ক্রলী কৌশল বুঝিয়া ক্রোধ ও ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ প্রত্যুত্তর লেখেন যে ভদ্রমহিলারা যখন ভদ্রলোকদিগের অনুরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হন নাই—তখন তাঁহারা তাঁহাদিগের সমিতিতে উপস্থিত হইতে চান না।

এই ঘটনার পর বিবি ক্রলী কয়েক জন বিদুষী মহিলার সহিত মিলিতা হইয়া পুরুষ সংস্রবহীন একটী নারী সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবতী হন। ইহা বলা বাহুল্য যে অচিরকালমধ্যেই তিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হন। প্রথমে ১২টী সভ্য লইয়া সমাজের কার্য্য আরম্ভ হয়, দুই মাস মধ্যে সভ্য সংখ্যা ৫০ জন হয় এবং এক্ষণে সহস্র সহস্র ভদ্রমহিলা ইহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। ইহাদিগের যত্নে আরও শত শত শাখা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া সভ্যতালোক দেশমধ্যে বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে। ১৭ বৎসর পূর্ব্বে কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা নির্ব্বাহিত এমন কোন একটী সভা ছিল না—কিন্তু এক্ষণে শত শত দেশহিতৈষিণী, উন্নতি-বিধায়িনী, ধর্ম্মপ্রচারিণী সভা তাঁহাদিগের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে;—State aid Societies, Women's exchanges Kitchen Garden Associations, or Industrial unions or Working women's clubs, church or Missionary societies এবম্বিধ নানাপ্রকার সমাজ সকল স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা প্রতিষ্টিত হইয়া নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছে।

সরোসিস নারীসমাজের মূল উদ্দেশ্য তাহাদিগের নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রস্তাবেই প্রকাশিত আছে। পাঠিকাগণের বিদিতার্থে আমরা তাহার অনুবাদ করিয়া দিলাম।

১। "আমরা কর্ত্তব্যকে যাবতীয় গুরুতর কার্য্য হইতে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করি।

২। "একতাই বল—ব্যক্তিবিশেষের সামান্য অল্প ও সীমাবিশিষ্ট কার্য্যের পরিবর্ত্তে দলবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিলে প্রভূত সুফল প্রসূত হইবে। সকল স্ত্রীলোকে নৈতিক বল একত্র হইলেই একটি স্ত্রীমত গঠিত হইবে এবং তাহা

দ্বারা অদ্ভুত কার্য্য সকল সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা।

৩। "স্বাবলম্বনই উৎকৃষ্ট অবলম্বন। নারীজাতির উন্নতি আভ্যন্তরিক সাহায্য মূলক, বাহ্যিক বিষয় হইতে উদ্ভূত নয়।

৪। দান যতই অপরিমিত হউক না, ইহা দ্বারা সামাজিক রোগের ক্ষণিক উপশম হয় মাত্র আরোগ্য হয় না, আমরা রোগ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছি সুতরাং সমূলে তাহার উচ্ছেদ সাধন করিব। বারান্তরে এ বিষয়ের পুনরালোচনা করিবার মানস রহিল।"

সংযুক্তাহরণ।

(২২১ সংখ্যা—৫৬ পৃষ্ঠার পর)

কতক্ষণে মহারাণী, ত্যজি দীর্ঘশ্বাস,
খুলিলা মলিন আঁখি, সহসা বিকাশ
নীল সরোরুহ সবে, নিশার নিহার
শতদল তিতি পড়ে হয়ে শত ধার!
কাতরে অষ্টাঙ্গ লুটি করেন প্রণাম;—
"ত্রাহি মা হরসুন্দরি, পুর মনস্কাম!
দুর্গতি নাশিনী দুর্গে, বিপদ বারিণী।
অভয়ে, জগত্তারিণী, লজ্জা নিবারিণী!
আদ্যাশক্তি, মহাকালি, পরমা প্রকৃতি,
মহামায়া, মহেশ্বরি, মহাবিদ্যা সতি!
নিস্তারিণী, এ দুস্তরে কর মা নিস্তার,
দোহাই! শ্রীপদ মাত্র ভরসা আমার!
আর কেহ নাহি মা আমার এ সংসারে,
এ ঘোর বিপদ তারা, জানাইব কারে!
অন্তর যামিনি, 'তুমি' দেখিছ অন্তর
হৃদয়ের কোন্ কথা তব অগোচর!
"পারি না সহিতে আর যাতনা জননি,
এ বিষম লজ্জা হ'তে রক্ষ নারায়ণি!
হের মা হেরম্ব অম্বা, অপাঙ্গ নয়নে,
স্থান দাও স্থানদারা অভয় চরণে।"
কাতরে করেন স্তব নৃপ সীমন্তিনী,
দুই চক্ষে বহে ধারা লুটায়ে মেদিনী
আলু থালু কেশ পাশ;—ভূমি আচ্ছিয়া
পতিত পূর্ণেন্দু, ঘন কাঁদিছে ঘেরিয়া!
ভকত বৎসলা মাতা ভক্তের রোদনে
আর কি থাকেন স্থির? আশ্বাস বচনে
কহিলেন "ক্ষান্ত হও কাঁদিও না আর
মম বরে পূর্ণ হবে কামনা তোমার।"
আকাশ বাণীতে হাতে আকাশ পাইল,
আনন্দে অশ্রুর বেগ দ্বিগুণ বাড়িল!
অতি ভক্তিভরে পুনর্ব্বার প্রণমিয়া
উঠিলেন মহারাণী ভবানী স্মরিয়া!
পার্শ্বে উপবিষ্ট ভূপ করি দরশন,
ব্যস্ত হয়ে সম্বরিলা অঙ্গের বসন,
অশ্রুসিক্ত স্মিতানন মুছিয়া অঞ্চলে,
সংযতিলা হৃদয়ের বেগ হৃদিদলে!
বাত্যাহত উর্ম্মি যথা বীচি সংঘর্ষণে,
ভীমস্রোতে উর্দ্ধে উটে ছাইয়া গগণে,
বেগে দোলে ফেনরাশি পর্ব্বত প্রমাণ,
বিপর্য্যস্ত বহিত্র সহিতে নারে টান;

ভয়ে কর্ণধার আর না হেরি উপায়,
কলস কলস তৈল ঢালে সিন্ধুকায়,
মুহূর্ত্তে নিবৃত্ত স্রোত তরঙ্গ উচ্ছ্বাস,
তিরোহিত ফেণপুঞ্জ, দূর বাত্যা ত্রাস,
পুনর্ব্বার পয়োরাশি শান্ত ভাব ধরে,
হৃদয়ের বেগ সিন্ধু হৃদয়ে সম্বরে।

দেবী প্রণমিয়া ভূপ উঠি দাঁড়াইল,
নিঃশব্দে মন্দির হ'তে দোঁহে বাহিরিলা,
মহিষীর পুরে আসি, দাঁড়াইয়া ফিরে,
সংযুক্তার বার্ত্তা রায় সুধান রাজ্ঞীরে।
"ভাল আছে কন্যা, আর ফিরিয়াছে মতি
স্বয়ংবর অনুকূলে দিয়াছে সম্মতি।"
শুনি হরষিত ভূপ, মহিষী সহিত
সংযুক্তার পুরী মধ্যে পশিলা ত্বরিত।
সখী সনে রাজবালা, বিরলে বসিয়া,
কহিছেন কত কথা হৃদয় খুলিয়া,
কত শঙ্কা সন্দেহ উদিছে মনোময়,
কখন সুখের হাসি, কখন হৃদয়
দুখে অভিভূত, আঁখি বহি ধারা ঝরে,
কল্পনার দাস লোক কত আশা করে।
হেনকালে রাজা রাজ্ঞী আসি উপস্থিত,
উঠি প্রণমিলা বালা সঙ্গিনী সহিত।
শিরো ঘ্রাণ লয়ে পার্শ্বে দাঁড়াইলা রায়,
মহিষী চুম্বিয়া কোলে নিলেন কন্যায়।
"কেন মা এ শুভ দিনে এমন করিয়া
আছ বসি, ভূমে শশি রয় কি পড়িয়া?
কনোজের রাজলক্ষ্মী তুমি মা আমার!
কারে লয়ে এ সংসার, কিবা আছে আর?
মরি! বিধুমুখ কেন মলিন এমন!"
অঞ্চলে মুছায়ে পুন করেন চুম্বন।
হর্ষে স্নেহ রস ঝরে নয়ন বহিয়া,
ভূপে সম্বোধেন হাসি চিবুক ধরিয়া;—
"বল দেখি আর্য্যপুত্র, এ দুর্ল্লভ ফুল
ফোটে কি সামান্য বনে? রতন সঙ্কুল
ক্ষীরোদ পয়োধি এড়ি, লবণাম্বুরাশে
উদ্ভবে কভু কি রমা? সুনীল আকাশে
ছাড়ি কি ভূতলে হয় বিধুর উদয়?
হিমাদ্রি ঔরসস্থিত স্নিগ্ধ জলাশয়,
মরালে বেষ্টিত পূত মানস সরসে
ত্যজে কি কনক পদ্ম মরুহ্রদে বসে?
যশস্বী কনোজ কুলে এ দুর্ল্লভ নিধি,
কৃপা করি ভাগ্যে তাই মিলাইলা বিধি।
চির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন ভবানী
যোগ্যমত পতি বরি হও পাঠরাণী।"
পুনর্ব্বার মাতৃ স্নেহে করেন চুম্বন।
আদরে শিহরে অঙ্গ, সলজ্জ নয়ন,
সরমে সরে না ভাষ, অর্দ্ধস্ফুট হাসে,
অন্তরের গূঢ় ভাব আননে প্রকাশে!
বুঝিলা অন্তরে রাজ্ঞী, হাসিলা নীরবে
মার কাছে সন্তানের ব্যথা ছাপা রবে?
মহিষীর বাক্যে রায় বিগলিত মন,
তনয়ারে চাহি কন আশিস বচন:—
"ভবানী করুন রক্ষা ধর্ম্মে হ'ক মতি,
উপযুক্ত পতি লভি হও পুত্রবতী,
বীর প্রসবিনী হয়ে নীরস ভারতে,
কনোজের কুল ধন্য হ'ক তোমা হতে।"
মহিষীরে চাহি, "শুভ সময় এখন
সংযুক্তারে সাজাইতে করো আয়োজন,
আমি চলিলাম স্বয়ংবর সভাস্থলে,
অপেক্ষা করিছে যত নৃপতি মণ্ডলে।"
এতবলি মহীপতি হইলা বিদায়।
রাজ্ঞী মাতা মনোমত সাজান কন্যায়।

একেতো হেমাঙ্গ, তাহে নবনী ছানিয়া
মাখাইলা অঙ্গরাগ, সোহাগে রঞ্জিয়া
ভাতিল কনক কান্তি, উজলিল পুরী!
বাল্যকুট তারুণ্যের অপূর্ব্ব মাধুরী!
সন্ধ্যা পরিণামে শারদীয় পৌর্ণমাসী
কত মধুময়! বালকল্পে রূপরাশি
যৌবন উদ্গমে তদধিক মধুময়!
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য শোভা তুলনা না হয়!
সুগন্ধি মার্জ্জনে শোধি কুন্তল সুন্দর
বিনাইলা দীর্ঘবেণী অতি মনোহর!
মৌক্তিকের হারে বান্ধে কবরী শোভন—
মেঘে সৌদামিনী লেখা নিকষে কাঞ্চন!
মধ্যে হিরকের ফুল,—অতুল বিভায়—
তারা সহ তারানাথ জলদে লুকায়।
মহামূল্য সুরুচির আভরণ নব
যে অঙ্গে যেমন সাজে পরাইলা সব।
অলঙ্কারে শোভা আরো হইল উজ্জ্বল,
সজ্জিত প্রতিমা যেন করে ঝলমল!
কারুময় কাচলিতে করি আবরণ,
পরাইলা দিব্য চেলী মহার্ঘ চিক্কণ,
অঞ্চলে কাঞ্চন মণি, রতন চমকে
আলোকে চলকে শোভা ঝলকে ঝলকে!
আরক্ত চরণে লেখা অলক্তের ধরে।
ফুটেছে চারুণালক লোহিত সাগরে।
কজ্জলে উজ্জ্বল আঁখি মধুরতা ময়,
বর অঙ্গে বেশ ভূষা বর্ণিবার নয়!
মৃগমদ কস্তুরীকা চন্দন, আতর,
বিলেপিলা সুখসেব্য সুগন্ধি বিস্তর।
শ্রীঅঙ্গ সৌরভে পরিমুগ্ধ দশ দিশি,
হেরিয়া কন্যার রূপ মোহিত মহিষী!
বদনের স্বেদ বিন্দু আদর করিয়া
মুছায়ে অঞ্চলে; লঘু ঘনাঞ্চল দিয়া
শরদেন্দু মুখ যথা মুছায় প্রকৃতিঃ
কজ্জলের টীপ ভালে পরাইলা সতী।
মাতৃ স্নেহে মৃদু হাসি করিলা চুম্বন,
আদেশিলা মুকুরেতে দেখিতে বদন।
বেশ ভূষা পরি বালা বিনীত হৃদয়ে
প্রণমিলা মাতৃপদে, শিরোঘ্রাণ লয়ে;
আশিস করিলা রাণী, ভবানী চরণে
হৃদে ধ্যায়ি কন্যারে সঁপিলা মনে মনে।
সুরলা মুরলা দিব্য বেশ ভূষা পরি,
প্রণমিলা শেষে, দেবী আশীর্ব্বাদ করি,
প্রতীক্ষিত চতুর্দ্দোলে করি আরোহণ,
আদেশিলা স্বয়ংবরে করিতে গমন।

কলোন নগরস্থ নর-কপাল গৃহ।

মনুষ্য-কীর্ত্তি কতস্থানে কত প্রকারে সংস্থাপিত আছে! কোথাওবা হৈম-মন্দির, কোথাও বা রজতাবাস, কোথাও বা মর্ম্মর প্রাসাদ, কোথাও বা স্ফটিকালয়, তুষারালয়, লবণালয় প্রভৃতি কত উপাদানে কত প্রকার গৃহ ও মন্দির সকল সংরচিত হইয়া মনুষ্য কীর্ত্তির পরিচায়করূপে বিদ্যমান আছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ইতিহাস ও ভূগোল বৃত্তান্তে এরূপ বিবরণ অনেক

আছে। নর-কপালের গৃহও সম্পূর্ণ অপরিচিত পদার্থ নয়, তবে এদেশের পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা ইহার বৃত্তান্ত অবগত নন, তাঁহাদিগের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ইহা সঙ্কলিত হইল।

সুগন্ধ অডি-কলোনের জন্মভূমি কলোন প্রুসিয়া দেশের একটি প্রাচীন নগর। কথিত আছে মার্কাস এগ্রিপিনা খ্রীষ্টীয় পূর্ব্ব ৫০ বৎসরেরও অগ্রে এই স্থানে প্রথম শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই জন্য ইহার নাম কলোনিয়া এগ্রিপিনা এবং তাহার অপভ্রংশ বর্ত্তমান কলোন। এখানে অদ্যাপিও অনেক স্থলে প্রাচীন রোমীয় প্রাকারের ভগ্নাবশেষ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। পৌরাণিক গৃহ ও দেবালয় ব্যতীত এখানে একটি প্রকাণ্ড গির্জ্জা আছে। ইহা পৃথিবীর মধ্যে একটি অতীব সুন্দর ও আশ্চর্য্য মন্দির। নগরের প্রান্তভাগে একটি অদ্ভুত গৃহ আছে। বেদিকা ও তৎসম্মুখে সুদীর্ঘ বর্ত্তিকা ভিন্ন বাহির হইতে ইহার আর কোন আকর্ষণ নাই। গৃহে প্রবেশ করিলে অভ্যন্তরস্থ অস্পষ্ট আলোকে প্রাচীরের অর্দ্ধদেশ উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর সকল দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এক একটি গহ্বরে এক একটি নর-কপাল নিহিত। যেদিকে দৃষ্টি কর, প্রাচীর নয় এইরূপ গহ্বর ও প্রত্যেক গহ্বরে এক একটি নর-কপাল। বিশেষতঃ সিঁড়ির পার্শ্বে নিম্নতর খিলানের উপর এক প্রকার প্রক্ষিপ্ত আলমারি রচিত হইয়াছে, তাহা মনুষ্যাস্থিতে পরিপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত প্রকাণ্ড প্রস্তরময় শবাধারে পীতবর্ণের মনুষ্যাস্থি সকল স্তূপাকারে সজ্জিত আছে। প্রাচীর সকল দোহারা এবং তাহাদিগের অভ্যন্তরদেশে দশ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ মনুষ্যাস্থি রাশিতে পরিপূর্ণ। ইহার মধ্যে একটি স্বর্ণ কুটির আছে, ইহার চতুর্দ্দিকে দীর্ঘ দীর্ঘ আলমারি ও স্বর্ণময় দোহারা দ্বার দেখিলেই সমস্ত গৃহ স্বর্ণময় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। আলমারির দ্বার সকল উদ্ঘাটন করিলে সারি সারি প্রমাণ অর্দ্ধমূর্ত্তি সকল দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের চুল ও বক্ষস্থল সমুজ্জ্বল এবং বদনমণ্ডল রৌপ্যবর্ণে উদ্ভাসিত। আলমারির কোন কোন সেল্‌ফে রক্তিম মখমলে নর-কপালের শ্রেণী সুসজ্জিত এবং তদুপরি যে ধর্ম্মাত্মার কপাল, তাঁহার নাম স্বর্ণ সূত্রে লিখিত রহিয়াছে। আলমারির ঊর্দ্ধদেশে মনুষ্যাস্থিতে উন্নত এবং অস্থিময় অক্ষরে এই কয়েকটি কথা কুটিরের চতুর্দ্দিকে লিখিত আছে "Ora pro nobis sancla ursula" কুটিরের মধ্যস্থলে একটি কাঁচের দীর্ঘ পাত্রে শবাবশেষ সকল যত্নে সংরক্ষিত আছে। এই বিকৃত শবাবশেষ সকলের দৃশ্য অতীব বিভৎস ও অপ্রীতিজনক। মন্দিরস্থ শরণীর বহির্ভাগে পুণ্যবতী অর্সোলার (Saint Ursola) উপাখ্যান চিত্রিত রহিয়াছে এবং প্রত্যেক চিত্রের নিম্নে লাটিন ও জর্ম্মণ

ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা আছে। এই পুণ্যবতী অর্সোলা কে ছিলেন, পাঠিকার তাহা জানিতে আগ্রহ হইতে পারে। তাঁহার উপাখ্যান এইরূপ বর্ণিত আছে। খ্রীষ্টীয় ২২০ শাকে গ্রেট ব্রিটন দ্বীপে রাজবংশে অর্সোলা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চিরকুমারীব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পিতা নিকটস্থ কোন রাজপুত্রকে তাহার সহিত বিবাহ দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন। পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা এবং নিজের ব্রত পালন, উভয় দিক্ রক্ষার জন্য অর্সোলা নিতান্ত ব্যাকুলা হইলেন এবং অনেক চিন্তার পর অবশেষে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া পিতৃগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক রোমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এমত কিম্বদন্তী যে একাদশ সহস্র কুমারী তাঁহার সমভিব্যাহারিণী হইয়া রোমে গিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে যখন তাহারা রাইন নদীর তীর দিয়া পদব্রজে চলিয়া আসিতেছিলেন, তত্রত্য নিষ্ঠুর বর্ব্বরেরা তাহাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করে এবং এককালে সকলকে হত্যা করিয়া ফেলে। তাহাদিগের কঙ্কালে এই নরকপাল গৃহ রচিত। এই শোচনীয় হত্যা ঘটনার স্মরণার্থ প্রতি বৎসর ২১ অক্টোবর দিবসে নগরে একটী উৎসব হইয়া থাকে। নগরের শীর্ষদেশে ১১টী অগ্নিকুণ্ড আছে, সেগুলি এই একাদশ সহস্র নিহত কুমারীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ।

বিদেশীয় সভ্যতা এবং স্বদেশের সদাচার।

বর্ত্তমান সভ্যতার প্রভাবে এক্ষণে পৃথিবীতে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকেরা নানা স্থান ভ্রমণ করত নিজ নিজ দেশ জাত জ্ঞান সাহিত্য শিল্প এবং বাণিজ্য দ্রব্য সকল পরস্পরের সহিত বিনিময় করিতেছে; এক দেশের ভাষায় অন্য দেশের লোকেরা কথা কহিতেছে, আহার পরিচ্ছদ, সুখ বিলাসের সামগ্রী সকল এক জাতি অপর জাতির নিকট গ্রহণ করিতেছে; এমন কি সামাজিক আচার ব্যবহার পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। যিনি অন্তঃপুর নিবদ্ধা হিন্দু মহিলা তিনিও বৈদেশিক সভ্যতার সুবিধাজনক প্রথা গুলি ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করিতেছেন। জ্ঞান চক্ষে দেখিতে গেলে মনুষ্য সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রদেশ যেন একটি ভয়ানক সংগ্রাম স্থল বলিয়া মনে হয়। যেন একটি অভিনব সৃষ্টি কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই আন্দোলনের ভীষণ স্রোতের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া কে বলিতে পারে, আমি সর্ব্বতোভাবে দেশীয় রীতি পদ্ধতি রক্ষা

করিব, ভিন্ন দেশীয় আচার ব্যবহারের সহিত কিছুতেই ইহাকে মিশিতে দিব না? চিররক্ষণশীল চীন দেশীয় লোকেরাও সে কথা এখন বলিতে পারে না।

এই ঘোর প্রলয়াবস্থাতে আবার কত লোক দেশীয় প্রকৃতি বিস্মৃত হইয়া বৈদেশিক সভ্যজাতির স্বভাব অনুকরণের জন্য নিতান্ত অন্ধানুরাগী হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য ইহা স্বভাব বিরুদ্ধ কার্য্য; বিধাতা প্রদত্ত জাতীয় প্রকৃতির বিশেষত্ব পরিহার করিয়া কেহই সুখী হইতে পারিবেন না; পারিলে এত দিন পরে মহারাজা দলীপ সিংহ কেনই বা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ছাড়িয়া স্বদেশে স্বজাতির সহিত মিশিবার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করিবেন? তথাপি আপাতরম্য বিষয়ে লোকের মন বড় আকৃষ্ট হয়, সেই আকর্ষণে তাহারা যেন বায়ুনিক্ষিপ্ত তৃণের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। যথার্থ যিনি চতুর হইবেন তিনি একদিকে কথনই ঢলিয়া পড়িবেন না, সমস্ত বিষয়ে সামঞ্জস্য রক্ষা করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে। জাতীয় স্বভাবের সুদৃঢ় ভূমির উপর তিনি বিদেশ জাত সভ্যতার সদ্‌গুণ সদাচার সমস্ত স্থাপন করিয়া দেশীয় আকারে চরিত্র গঠন করিবেন। তাহা হইলেই সেগুলি স্বাভাবিক, সুতরাং চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে।

এক্ষণে আমাদের দেশে নারী জাতির পক্ষে এইরূপ শিক্ষার অতিশয় প্রয়োজন হইয়াছে। নারী প্রকৃতির এই এক লক্ষণ যে, সে সহসা কোন পুরাতন বিষয় পরিত্যাগ করেনা। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান কালে শিক্ষিতা এবং অর্দ্ধশিক্ষিতা গৃহিণীরা প্রাচীন সুপ্রথা সকলের প্রতি আর শ্রদ্ধার সহিত দৃষ্টিপাত করেন না। এই গ্রীষ্মকালে নিদাঘ পরিতপ্ত লোক সকলের তৃপ্তি সাধনের জন্য এ দেশে কত বিধ ব্রতাদি পালনের ব্যবস্থাই ছিল! জলসত্রে গরিব দুঃখীকে জল দান, সাধু সজ্জনকে ফল দান, শীতল সামগ্রী দ্বারা ভক্তসেবা, এগুলি কি কুসংস্কার, না অজ্ঞানিতা? ঈদৃশ ব্রতধারিণী নারীগণ জনসমাজ ও পরিবার মধ্যে শান্তি কুশল বিস্তার করিয়া থাকেন। বৈদেশিক জ্ঞান সভ্যতার সঙ্গে এরূপ সদাচার সকল রক্ষিত হইলে মানব প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সংসাধিত হয়, অন্যথা তাহাবিপরীত কুফল প্রসব করে। বুদ্ধিমতী বঙ্গীয়া নারীগণ স্বদেশ বিদেশের মিশ্রিত সদাচার অবলম্বন দ্বারা বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী নববিধ সভ্যতা রচনায় সহায়তা করেন, ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়।

প্রভূতী বাই।

মান্দ্রাজ ঘাট উপকূলের সীমান্ত দেশে আর্কট * নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য আছে, ইহারই কেন্দ্রস্থানে চন্দ্রগিরি নাম্নী প্রসিদ্ধা নগরী অবস্থিত। বণিক বেশধারী ইউরোপীয় মহাপুরুষেরা সুচিক্কণ খেলানা ও উজ্জ্বল বর্ণের স্ফটিক পাত্র সমূহ জাহাজে বোঝাই করিয়া সর্ব্ব প্রথম যখন এদেশে উপস্থিত হন, তখন চন্দ্রগিরির হিন্দু রাজা সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগকে সাহায্য প্রদান করেন। ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সর্ব্বপ্রথম সূত্রপাত চন্দ্রগিরিতে হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজি ভাষায় জেম্‌সমিল সাহেব প্রণীত বিস্তৃত ভারতের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ করি জানিয়াছেন যে চন্দ্রগিরির রাজা আশ্রয় দান না করিলে এদেশে ইউরোপীয় প্রভুত্ব বিস্তারের পথ এত শীঘ্র এত দুর প্রশস্ত হইয়া উঠিত না। জেম্‌স্ মিল সাহেব, সুপ্রসিদ্ধ লেখক জন ষ্টুয়ার্ট মিল সাহেবের পিতা; ইনি কিছুকাল ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে এদেশে কার্য্যাধ্যক্ষ ও তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের অনেক স্থান অতিরঞ্জিত, অসত্য বর্ণে চিত্রিত এবং কুসংস্কারময় ভ্রমাত্মক বিবরণে পরিপূর্ণ হইলেও ইহার মধ্য হইতে অনেক প্রয়োজনীয় সার কথা নির্ব্বাচন করিয়া লইতে সক্ষম হওয়া যায়। মিলের ইতিহাসে পুরাতন কথা যে পরিমাণে পাওয়া যায় আর কোন ইতিহাসে ততদুর পাইবার সম্ভাবনা নাই।

সত্য কথা বলিতে হইলে, এক সময়ে এদেশে ইউরোপীয় পুরুষের দাঁড়াইবার স্থল ছিল না। সাহেবদিগের নূতন ধরণের বেশ ভূষা, নূতন ধরণের আকৃতি নূতন ধরণের প্রকৃতি এবং দুর্ব্বোধ "হিজি বিজি ইন্‌জিলী ভাষা" দেখিয়া এ দেশের লোকেরা সাহেবদিগকে অবিশ্বাসের চক্ষুতে দেখিতে লাগিল, কেহ কেহ আশঙ্কার সহিত তাহাদের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোনও কোনও সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে ভাবিল ইহারা ভবিষ্য পুরাণের কোন অবতার বিশেষ হইতে পারে। যাহা হউক, জাহাজের মধ্যে অবস্থান করিয়া সাহেবদিগকে অনেক কাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। তদনন্তর অনেক কষ্টে এবং কাতরতায় ইহাঁরা চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে অতি সামান্য মাত্র স্থান পাট্টা লইয়া রীতিমত কর দিতে লাগিলেন এবং সেই স্থানে সাহেবের

* ইহার বর্ত্তমান রাজধানী চিট্টুর, ইহা উত্তর আর্কটে অবস্থিত।

আড্ডা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। চন্দ্রগিরির সেই রাজা বাঁচিয়া থাকিলে আজি বলিতেন, "বুকে বসিয়া দাড়ি উপ্‌ড়াইবে একথা আমি অগ্রে জানিতে পারিলে আশ্রিত ব্যক্তিকে আদর দিয়া কক্ষে নাচাইতাম না।" চন্দ্রগিরির রাজা কর্ত্তৃক পাট্টা দ্বারা প্রদত্ত দ্বাত্রিংশ বিঘা পরিমাণ ভূমিতে ইংরাজ সম্প্রদায় আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে কৌশল জাল বিস্তার পূর্ব্বক ভারতের ছাব্বিশ কোটি অধিবাসীকে সারমেয় শাবকের ন্যায় বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। ইংরেজের এদেশে আগমন ও শাসন এই উভয় ব্যাপারই বিধির বিধি বলিয়া আমরা মানিয়া থাকি; চন্দ্র গিরির রাজা উপলক্ষ মাত্র অথবা সেই বিধি-যন্ত্রের হস্তাবলম্বন মাত্র বলিলেও বলা যায়।

দুর্ভাগ্য ক্রমে আমরা চন্দ্রগিরির রাজার নাম প্রাপ্ত হই নাই। অতীত সাক্ষী ইতিহাস সেই প্রয়োজনীয় নামটি আমাদিগকে জানিতে দেয় নাই। আমরা এইমাত্র জানিয়াছি, রাজার রূপবতী, গুণবতী এবং বিদুষী মহিষীর নাম প্রভূতী বাই; কেহ কেহ ইহাঁকে "পর্‌ভূতী" এবং কেহ কেহ "পরবটী" নামে আখ্যাতা করিয়াছেন। আমরা রাণীর নামটি "পার্ব্বতী" বলিয়াই জানিতাম। ইংরাজি ভাষার অদ্ভুত অক্ষর বিন্যাস শক্তি দ্বারা একটি দেশীয় শব্দকে তিন ...ার করিয়া পড়া যাইতে পারে। ...অনুসন্ধান

দ্বারা জানিতে পারা গেল, প্রভূতী বাই নামে রাজমহিষী আখ্যাতা হইয়াছিলেন; ইনিই চন্দ্রগিরি রাজের বনিতা এবং ইনিই অদ্যকায় প্রস্তাবের নায়িকা। সংশিক্ষা এবং সৎসঙ্গ প্রাপ্ত হইলে ক্ষমতা ও গুণবত্তায় রমণী জাতি পুরুষাপেক্ষা কোন প্রকারেই যে হীনতর হন না, অদ্যকার প্রবন্ধে আমরা তাহার কিয়দংশ দেখাইবার চেষ্টা করিব। প্রভূতী বাই রাণীর সমগ্র জীবন বৃতান্ত আমরা প্রাপ্ত হই নাই এবং তাহা প্রাপ্ত হইবার আশা করাও বিড়ম্বনা মাত্র। যত টুকু জানিতে পারা গিয়াছে, সেই টুকুই প্রস্তাব মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া দিলাম। প্রভূতী রাণী রমণী কুলের ভূষণ স্বরূপ এবং তাঁহার জীবন বিবৃতি পাঠ বা শ্রবণ করিবার সম্পূর্ণ ... শের প্রাচীণ ইতিহা... কত শত প্রভূতী... পারিত তাহার... প্রভূতীর ইতিবৃ... প্রথম "বামাবোধি... প্রকাশিত হইল। প্রস্তা... ইতিহাসের একটি অত্যুপাদে...

রাণী প্রভূতী অতিশ... প্রকৃতির রমণী ছিলেন। ... দিগের কুকৌশলময় দৌরাত্মে ... স্বামী হৃতসর্ব্বস্বপ্রায় হইয়া উঠি... চন্দ্রগিরির রাজাকে সাহেবেরা ডাক... ইয়া বলিলেন "তুমি কোন কর্ম্ম গ্র... করিয়া আপনার অবস্থা পুনরুন্নত...

বার চেষ্টা কর।" বশ্যতা স্বীকার করিতে রাজার বাস্তবিক কোন আপত্তি ছিল না এবং সাহেবদিগের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিতে তিনি এক প্রকার অভিমতি প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিলেও হয়, কিন্তু তাঁহার বিদুষী ও বুদ্ধিমতী রাণী রাজার এরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া নিতান্ত ব্যথিতা হইলেন। প্রথিত আছে, প্রভূতী রাণী নিজ হস্তে বস্ত্র বয়ন করিয়া আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেন অথচ দাসত্ব স্বীকার করাইয়া রাজাকে ধনবান বা সম্মানিত করিতে অভিলাষিণী হন নাই। রাজমহিষীর পক্ষে স্বহস্তে বস্ত্র বয়ন করার কথাটা বড় সামান্য নহে!! অন্ততঃ লক্ষ টাকার পরিচ্ছদ পরিধান না করিলে যে দেশের ...ক "রাজা" বলিয়া মানে ...হিষীর পক্ষে তাঁতীর ...াধীন প্রকৃতির ... কি বলিব, এইরূপ ব্যাপার এদেশের—ভারতবর্ষের চিরন্তন প্রথার বিরোধী। প্রভূতী যেমন স্বাধীনতাপ্রিয়া, তেমনি কষ্ট সহিষ্ণুতা গুণের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শুনা যায় এক এক দিন শক্তু এবং তক্র (ঘোল) খাইয়া কালাতিপাত করিতেন। দেশীয় প্রথায় তাঁহার আস্থা ও বিশ্বাস ছিল এবং সেই জন্য পবিত্র শান্তি ও প্রীতির সহিত তিনি মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। পতি ভক্তি ও মাতৃভক্তি তাঁহার সকল গুণের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। জননীকে তিনি অতিশয় ভক্তি করিতেন এবং অভাবের সময়ে নিজে নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াও তিনি মাতাকে সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখিয়াছিলেন। প্রভূতী কখনই অশান্তিজনিত নিরানন্দ ভোগ করেন নাই এবং সম্পদে নিতান্ত উৎফুল্লা বা বিপদে নিতান্ত অবসন্না হয়েন নাই।

নূতন সংবাদ।

...আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত ... এবারকার বি, এ, পরীক্ষায় ... বিদ্যালয়ের কুমারী কামিনী সেন ...প্রিয়তমা দত্ত উত্তীর্ণা হইয়াছেন। ...বিক আহ্লাদের বিষয় কুমারী সেন সংস্কৃতে অনার্‌ পাশ করিয়াছেন।

২। এ বৎসরের বি, এ পরীক্ষায় ...শুদ্ধ ৪৮০ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সিটী কলেজ সর্ব্বোচ্চোস্থান অধিকার করিয়াছে। ইংরাজী, সংস্কৃত ও ইতিহাস এই তিন বিষয়েরই অনার পরীক্ষায় ইহার ছাত্রগণ সর্ব্ব প্রথম হইয়াছে।

৩। রণজিৎ সিংহের পুত্র দলিপ সিংহ ইংরাজ গবর্ণমেন্টের আ... আরেবিয়ায় এ... বন্দী অব...

বামাবোধিনী পত্রিকা

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

“कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।”

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৫৭ সংখ্যা } জ্যৈষ্ঠ—১২৯৩—জুন ১৮৮৬। { ৩য় কল্প। ৩য় ভাগ।

সামযিক প্রসঙ্গ।

মহারাণীর জন্মোৎসব—গত ২৪এমে ভারতেশ্বরী মহারাণী বিক্টোরিয়া ৬৭ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৬৮ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। জগদীশ্বর ইহঁাকে চিরায়ু করুন।

দীর্ঘজীবন—ককেসস্ পর্ব্বতে এক মেষপালকের ১২৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। এই বয়সে সে ব্যক্তি বেশ সুস্থ ছিল এবং পাহাড়ে উঠিয়া মেষ চরাইত। স্বাভাবিক নিয়মে চলিলে যে অনেক দিন বাঁচা যায়, তাহাতে সন্দেহ কি?

সমাজ সংস্কার—বোম্বাইয়ের কায়স্থ গণ একটী অতি সুনিয়ম করিয়াছেন, বিবাহ উপলক্ষে কন্যাপক্ষে বরপক্ষকে ১০২ টাকা মাত্র দিবেন, যিনি ইহার অধিক দিবেন তিনি সমাজচ্যুত হইবেন বঙ্গদেশে এইরূপ কোন ব্যবস্থা না হইলে কায়স্থকুল ত্বরায় উচ্ছন্ন যাইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষায় মোটে ৭৬৩ জন এবং প্রবেশিকায় ১৩৩৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রবেশিকায় প্রায় বার আনা পরীক্ষার্থীর কপাল ভাঙ্গিয়াছে, পরীক্ষার এরূপ কুফল কখনও দেখা যায় নাই। ফাষ্ট আর্টে ৩টী ও প্রবেশিকায় ১৩টী স্ত্রীলোক উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি—আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের কলেজ সমূহে ১৮০০০ স্ত্রীলোক বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন।

রাজবদান্যতা— ইন্দোরের মহারাজ হুলকার বাবু কেশবচন্দ্র সেনের লোকান্তর গমনে তাঁহার বিধবাপত্নী ও জননীর মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এই বৃত্তি যথেষ্ট নয় বলিয়া দ্বিগুণ করিয়া দিয়াছেন।

স্ত্রী-অধ্যবসায়—শ্রম ও অধ্যবসায়ে সামান্য স্ত্রীলোকও মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, নিম্ন উদাহরণটি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী সসেক্স প্রদেশীয় একজন শ্রমজীবী তিনটী অবগণ্ড সন্তান রাখিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হন। কুমারী সেণ্ট পাইমর তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা,তিনি পিতার মৃত্যুতে অনন্যগতি হইয়া দুইটী কনিষ্ঠা ভগ্নীর সহিত ফ্লোরিডায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। তথায় প্রথমে একখণ্ড অল্পায়তন ভূমি ক্রয় করিয়া কৃষি কার্য্য আরম্ভ করেন, ক্রমে কতিপয় বৎসর অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া কৃষিকার্য্যের বিস্তর উন্নতি করেন। এক্ষণে তিনি আমেরিকা ইউনাইটেড ষ্টেটের মধ্যে একজন প্রধান ভূম্যধিকারিণী এবং মহামাননীয়া মহিলা তাঁহার নিজের একটী কয়লার খনি, রঙ্গের কারখানা ও মর্ম্মর প্রস্তরের খনি আছে, সম্প্রতি লোহার একটী প্রকাণ্ড কারখানাও খুলিয়াছেন। তিনি তাঁহার নিজ জমিদারীতে নিজব্যয়ে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, স্বয়ং তাহার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

বিলাতী সংবাদ—শিবরাম নামে পঞ্জাবের একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় কায়স্থ স্ত্রী ও ভগিনীর সহিত ইংলণ্ডে গিয়াছেন।

লেডি ডফারিণ ফণ্ড—যুবরাজ ও তাঁহার পত্নী এই ফণ্ডের সহকারী প্রতিপোষক হইয়াছেন। ভূপালের বেগম ভূপালে স্ত্রী ডাক্তরের তত্ত্বাবধানে এক স্ত্রীপীড়িতালয় খুলিবেন। বৈদ্যনাথ মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা ব্রাহ্মণ ও অন্য উচ্চজাতীয় চিকিৎসা শিক্ষার্থিনীদিগকে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক পুরস্কার দিবেন।

কুমারী মেরী রেও—কয়েক বৎসর অতি দক্ষতা সহকারে জর্ম্মণিতে একখানি দৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহার পিতা এই পত্রের প্রবর্ত্তক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন।

চূর্ণ ধূমকেতু—গত নবেম্বর মাসে যে উল্কারাশি বর্ষিত হইয়া আকাশমণ্ডলকে অপূর্ব্ব উজ্জ্বল করিয়াছিল, তাহা পৃথিবীর চতুর্থাংশেরও অধিকায়তন স্থান হইতে দৃষ্ট হইয়াছে। পারস্য দেশে ইহার উজ্জ্বলতা বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়াছিল। এই উল্কাবর্ষণের বিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ই এল কলেজের অধ্যাপক নিউটন সাহেব যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা এই :—

এই সকল উল্কা বাইএলা ধূমকেতুর অংশ মাত্র। লক্ষ লক্ষ বর্ষ পুর্ব্বে স্থির তারার মধ্যে এই ধূমকেতু পরিভ্রমণ করিত, একদা ইহার কক্ষ সূর্য্য মণ্ডলের এত নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল যে প্রচণ্ড রৌদ্রে ইহার বহিস্তক বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হয়। এই সকল ভগ্নাংশ রৌদ্রজাত লঘু বাষ্পে সংশ্লিষ্ট হইয়া সূর্য্য এবং ধূমকেতুর আকর্ষণে বিধৃত হইয়া উভয়ের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে ধূমকেতু পুচ্ছরূপে পরিণত হইয়াছিল। এই অবস্থায় ধূমকেতু প্রতি ছয় বৎসর চারি মাসে স্বীয় কক্ষমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেছে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে দৃষ্ট হইয়াছে এই ভগ্নাংশ সকল ধূমকেতু হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িতেছে, ক্রমে সমস্ত ধূমকেতু খণ্ড খণ্ড হইয়া উল্কারাশি আকারে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে আর ধূমকেতুর পৃথক অস্তিত্ব নাই, কেবল অগণ্য উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ড মাত্র— এরূপ অবস্থাতেও ইহাদিগের নিয়মিত অয়নের ব্যতিক্রম হয় নাই। এখনও প্রতি ৬ বৎসর চারিমাসে আমাদিগের পৃথিবীর গতি পথে পতিত হইয়া থাকে এবং ইহারা অনেক স্থান অপূর্ব্ব উল্কাবর্ষণের আলোকে আলোকিত করে। পৃথিবীর বায়ু স্পর্শে অনেক অংশ প্রজ্বলিত ও হয় এবং কখন কখন ধ্বংসাবশিষ্ট অংশ সকলও পৃথিবীতে পতিত হয়। বামাবোধিনীর ২০৩ সংখ্যার নক্ষত্র পাত প্রবন্ধে ইহার বিষয় একবার বিবৃতি করা হইয়াছে। এই উল্কাবর্ষণ প্রায় ২ ঘণ্টা হইতে ৩ তিন ঘণ্টা কাল পর্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে। গত ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে উল্কাবর্ষণ এত দীপ্তিশালী হইয়াছিল, যে একজন দর্শক ইহার মধ্যে ৫০ সহস্র হইতে একলক্ষ তারকা পাত গণনা করিতে সক্ষম হন। আগামী ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে পুনর্ব্বার ইহাদিগের অভ্যুদয় হইবে।

মেডিকল কলেজের ছাত্রীশ্রেণী— কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী শ্রেণীতে প্রবেশের জন্য ১৩টী মহিলা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ১১টী ভর্ত্তি হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ১০টী ফিরিঙ্গী ও ১টী পারসী।

বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত— আমরা শুনিয়া অতিশয় শোক সন্তপ্ত হইলাম গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বালিগ্রামে বঙ্গ লেখক শিরোমণি বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত ৬৫ বৎসর বয়সে মানব লীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইনি প্রায় গত ৩০ বৎসর কাল জীবন্মৃত অবস্থায় ছিলেন। যৌবন কালের কার্য্যকলাপ দ্বারাই অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। ইহাঁর নিকট বঙ্গ-রমণীগণও অনঋণী নহেন, তাঁহারা ইহাঁর স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের সহায়তা করিতে যেন উদাসীন না হন।

সাময়িক সাহিত্য ও রমণী জাতি।

যাঁহারা অসুপাত-বাদ নামক এক প্রকার অত্যদ্ভুত নূতন মতের অনুসরণ করিয়া নারী-জাতিকে শিক্ষা ও দীক্ষা হইতে স্বতন্ত্র রাখিতে চাহেন, তাঁহারাও বোধহয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে রমণী জাতির আবির্ভাব

বড় আধুনিক নহে। পৃথিবীর ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে আমরা বহুসংখ্যক বিদুষী রমণীর নাম দেখিতে পাই, ইহাঁদের কেহ শিক্ষয়িত্রী কেহ গ্রন্থকর্ত্রী কেহ বা "ধর্ম্মপ্রচারিকা" বলিয়া বিখ্যাতা। কিন্তু পাঠিকারা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইবেন সাময়িক সাহিত্যে নারীজাতি যেরূপ অসাধারণ প্রতিভা এবং অমিত অধ্যবসায় দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা ইতিহাসে উজ্জল অক্ষরে লিখিয়া রাখিবার উপযুক্ত। আমেরিকার "চিকাগো টাইমস্" নামক সুপ্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রে তত্রত্য "নারীসম্পাদিকা সমিতি"র মুখপাত্র শ্রীমতী মেরিয়ণ মিরুজ মহাশয়া এতৎসম্বন্ধে যে একটী হৃদয়গ্রাহিণী লিপিপ্রকাশ করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহার সংক্ষেপ অনুবাদ করিয়া দিতেছি। পাঠিকাগণ ১৮৮৬ অব্দের ২১এ মে দিবসীয় ষ্টেট্স্‌ম্যান নামক ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্রে এই অনুবাদের ইংরাজি আদর্শ দেখিতে পাইবেন।

বিবি মিরুজ বলেন, পৃথিবীর সর্ব্ব প্রথম দৈনিক সংবাদ পত্র একজন রমণী কর্ত্তৃক মুদ্রিত, প্রচারিত ও সম্পাদিত হয়। এলিজেবেথ ম্যালেট নাম্নী একজন রমণী লণ্ডন নগরে ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্ব প্রথম দৈনিক সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন। সমগ্র আমেরিকা রাজ্য মধ্যে মশাচুশেট নগরে সর্ব্বপ্রথম সংবাদ পত্র প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়, ইহাও একজন (বিধবা) রমণীর কীর্ত্তি!! এই রমণীর নাম মার্গারেট্ কেরেপার। ইনি অতিশয় দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সহিত তিন বৎসর কাল ব্যাপিয়া এই পত্র সম্পাদন করতঃ ভূয়োযশঃ লাভ করেন। ইহাঁর সময়ে ইংরেজেরা বোষ্টন নগর আক্রমণ করেন এবং সকল প্রকার রাজনৈতিক পুস্তক প্রচার একেবারে বন্ধ করিয়া দেন, কিন্তু কেরেপারের পত্রখানি এমনই আশ্চর্য্য ন্যায়পরতার সহিত সম্পাদিত হইত যে বৃটীশ বীরেরাও ইহা দমন করিতে সাহসী বা অভিলাষী হয়েন নাই। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে রোড্‌স্ দ্বীপপুঞ্জে প্রথম সমাচার পত্র প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়, ইহার সম্পাদিকা ও স্বত্বাধিকারিণীর নাম এনা ফ্রাঙ্কলিন। ইনি ইহাঁর দুইটি কন্যা ও কতকগুলি বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহায়তায় বহুকাল ব্যাপিয়া এই পত্র ও মুদ্রাযন্ত্র পরিচালনা করিয়াছিলেন। বিবি ফ্রাঙ্কলিন ৩৪০ পৃষ্ঠা পূর্ণ একখানি বৃহদাকার "ঔপনিবেশিক আইন" নামে গ্রন্থও প্রচার করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ প্রচারিত হইলে গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক এই রমণী রাজকীয় মুদ্রাযন্ত্রের তত্ত্বাবধায়িকা পদে নিযুক্ত হয়েন।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বিবি গদার্ড নিউপোর্ট নগরে একখানি সংবাদ পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। কার্টার নামে এক সাহেব ইহাঁর সহিত যোগ দিয়,

মুদ্রাযন্ত্রের একটী প্রকাণ্ড ব্যবসাগার খুলিয়াছিলেন, তাহা গদার্ড এবং কার্টার কোম্পানির ছাপাখানা নামে আখ্যাত হইয়াছিল।

ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশের উইলিয়মস্‌বর্গ নামক নগরে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে দুইজন রমণীকর্ত্তৃক দুইখানি সংবাদ পত্র একেবারে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। বিবি ক্লিমেনটাইণ রিড্‌ "ভার্জ্জিনিয়া গেজেট" এবং বিবি বইলী "ভার্জ্জিনিয়া নিউশ্" প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইহাঁদের উদ্যোগে এইসময়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বিষয়ক রাজবিধি ইউরোপ ও আমেরিকায় বিধিবদ্ধ হয়। ধন্য রমণী! সৎ শিক্ষা পাইলে তোমরা পুরুষ জাতিকে পশ্চাতে রাখিয়া সমাজের অধিনায়িকা রূপে বিরাজ করিতে পার!! ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে চার্লষ্টন নগরে এলিজেবেথ টিমথি একখানি সংবাদ পত্র সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তথায় অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং সেই গোলযোগে টিমথি পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে এনি সম্পাদিকা নিযুক্ত হয়েন এবং গবর্ণমেণ্টের মুদ্রাযন্ত্রের ভার প্রাপ্ত হয়েন। এই কার্য্যে তিনি ১৭ বর্ষকাল নিযুক্ত ছিলেন। এনির যত্নে ষ্টাম্পআইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল! এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রস্তাব পরিপূর্ণ করা যাইতে পারে, কিন্তু সময়াভাব প্রযুক্ত আমাদিগকে বিরত থাকিতে হইল। এইত গেল সম্পাদিকার কথা, এক্ষণে দেখা যাউক নারীজাতি রিপোর্টারের কাজ করিয়া জগৎকে কখনও ঋণ পাশে আবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন কিনা।

নিউইয়র্কের খ্যাতনাম্নী কুমারী মর্গাণ আমেরিকার সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের নিকট একজন প্রথম শ্রেণীর রিপোর্টার বলিয়া সুপ্রসিদ্ধা হইয়াছেন। মর্গাণ প্রথমে ইটালীর নরপতি ইমানুয়েলের অশ্বরক্ষক ছিলেন, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি আমেরিকায় আগমন করিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূতা হয়েন। আমেরিকার লেশলী নামে আর একজন রমণী রিপোর্টের কার্য্যে বহুসংখ্যক প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁর উদ্যোগে তথায় অনেকগুলি সুরাপান নিবারণী সভা এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নব অর্লিয়ন্স নগরের সুপ্রসিদ্ধ "সংবাদ পত্র সমিতি"ও একদল সুশিক্ষিতা রমণীর সুকীর্ত্তি!!

ধারণা ও স্মৃতি।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

যাহা জানিলাম তাহা মনে ধরে রাখাই ধারণা। যাহা ধরে রাখিলাম, তাহা আবার মনে লইয়া আসাই, স্মৃতি। যথা, আগুণে হাত দিলাম, হাত পুড়ে গেল, মনে আগুণ ও হাতের এইসম্বন্ধটী ধরিয়া রাখিলাম, আগুণ দেখিয়া আমার মনে এই সম্বন্ধটা উদয় হইল। এই ধারণা ও স্মৃতি দুই শ্রেণীর কার্য্য মাত্র। সুতরাং এই কাজ করিবার জন্য শক্তির প্রয়োজন। ধারণার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তাহাকে ধারণা শক্তি এবং স্মরণের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তাহাকে স্মৃতি শক্তি বলে। এই দুই শক্তি কি এবং কিরূপেই বা তাহারা কাজ করিয়া থাকে, তার বিষয় বিশেষ কিছু আজিও জানা যায় নাই। তবে মস্তিষ্ক বা মগজের সঙ্গে তাদের যে বেশ সম্বন্ধ আছে, সেটা ঠিক্। মগজ মাথার খুলির মধ্যে থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে মগজ কেবল কতক গুলি স্নায়ুসূত্র ও স্নায়ুকেন্দ্র মাত্র। এই সূত্র ও কেন্দ্রগুলি অধিক পরিমাণে যবক্ষারজান বিশিষ্ট এলবুমেনে (Albumen) তৈয়ারি। ধারণা ও স্মৃতি শক্তির সহিত মগজের সম্বন্ধ আছে বলিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে মগজের কোন এক বিশেষ জায়গায় এই দুই শক্তি বাস করিয়াথাকে। দার্শনিক বেইন সাহেব তাহা বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন কোন বিষয় জানিবার সময় যে স্নায়ুসূত্র এবং স্নায়ুকেন্দ্র নিযুক্ত হইয়া থাকে, ধারণা ও স্মরণের সময়ও তারাই কাজ করে। দৃষ্টান্তচ্ছলে বলিয়াছেন "ঘণ্টা বাজিতেছে, শব্দ শুনিতেছি, ঘণ্টা থামিল, শব্দ সঙ্গে সঙ্গে থামিল না। একটু একটু শব্দ তখনও যেন শুনিতে পাই। ঘণ্টা বাজিবার সময় শব্দ যে স্নায়ুসূত্র ও কেন্দ্র দ্বারা প্রবাহিত হইয়া আমার শব্দজ্ঞান জন্মাইয়াছিল, ঘণ্টা থামিয়া গেলেও সেই স্নায়ু সূত্র ও কেন্দ্র কাজ থেকে নিবৃত্ত হয় না। কারণ উত্তেজক থামিল অথচ শব্দ প্রবাহ থামিল না।" ঘণ্টা থামিয়া গেলেও যে শব্দ শুনি, তাহাকে তিনি একরূপ ধারণা বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে ধারণা মাত্রই মগজের এক বিশেষ জায়গায় গিয়া জমাট বেঁধে থাকে না। বেইন সাহেব ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দীগণ এই বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতে পারেন, কিন্তু আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে এবিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। সুতরাং এই দুই পক্ষের কে সত্য কথা বলিতেছেন অথবা ইহাদের কেহই সত্য কথা বলিতেছেন কি না, সে বিষয়ে আমরা

কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারি না। তবে এই দুই শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাদের গোচর করিতে প্রয়াস পাইব।

সকল মানুষের ধারণা ও স্মৃতি শক্তি সমান নহে, চেষ্টাদ্বারা তাহা সমান করাও সম্ভবপর নয়। কেন সম্ভবপর নয়, তার মীমাংসা আমরা আজি করিব না। তবে কি না প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যত দূর শক্তি বৃদ্ধি সম্ভব, চেষ্টা দ্বারা তত দূর করা যাইতে পারে, আবার চেষ্টা না করিলে উহা হ্রাস হইয়া যায়।

ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ধারণা ও স্মৃতি শক্তির সহিত মগজের খুব সম্বন্ধ আছে। মগজ সুস্থ ও পরিপুষ্ট থাকিলে এই দুই শক্তি বেশ খেলিতে থাকে। কি কি কারণে মগজ অসুস্থ হয়, তার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, তবে সাধারণ ভাবে দুই একটী কথা বলিতেছি। মানসিক কাজের সহিত মগজের সম্বন্ধ আছে বলিয়া মগজ দিন রাত ক্ষয় পাইতেছে। মগজের যথা পরিমিত রক্ত যাইতে না পারিলে এই ক্ষতি পূরণ হয় না। ইতিপূর্ব্বেই আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে মগজে যবক্ষারজান বিশিষ্ট আলবুমেন পদার্থই অধিক। সুতরাং মগজে যে রক্ত সঞ্চালিত হয়, তাহাতে অধিক পরিমাণে আলবুমেন থাকার প্রয়োজন। মগজ রক্ত হইতেই আলবুমেন গ্রহণ করিয়া ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকে। অতএব যবক্ষার জান বেশী থাকে, এরূপ খাবার জিনিষ খাইলে মগজের বেশ পুষ্টি সাধন হইতে পারে। মানুষ সচরাচর যে জিনিষ খায়, তার মধ্যে দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, মটরের ডাল ও সিমের বীচি হইতে যথেষ্ট যবক্ষারজান পাওয়া যাইতে পারে। আবার জিনিষের প্রকার ভেদে যেরূপ মগজের পুষ্টি, অপুষ্টি এবং তদানুসঙ্গিক ধারণা ও স্মৃতি শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি নির্ভর করে, জিনিষের পরিমাণ ভেদেও ঠিক্ সেই রূপ। স্পেন্সার সাহেব বলিয়াছেন প্রত্যেক দিন শরীরে যত রক্ত সঞ্চালিত হয়, তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ মগজে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। কম খাইলে অথবা উপবাস করিলে এত রক্ত কোথা হইতে আসিবে? কাজেই যাহারা পেট পুরিয়া খাইতে পারে না, তাদের বিদ্যাশিক্ষা বিড়ম্বনা মাত্র। বেশী খাইলেও বিপদ! আমরা "বিষম ভ্রান্তি" নামক প্রবন্ধে তাহা ভালরূপ দেখাইয়াছি। এখানেও একটু বলিয়া দিই, বেশী জিনিষ হজম করিবার জন্য বেশী স্নায়ু শক্তির দরকার। এদিকে হজম করিবার জন্য বেশী শক্তির দরকার হইলে মানসিক কার্য্যের জন্য যথা পরিমিত শক্তি পাওয়া যায় না।

অপরিমিত মানসিক পরিশ্রমে মগজ কমিয়া যায়। মগজ যত বেশী কাজ

করিবে, তত বেশী ক্ষয় হইবে ; কাজেই ক্ষতি পূরণের জন্য তত বেশী রক্তের দরকার। পরিস্কৃত রক্ত যাইবার জন্য যে ধমনী ও অপরিস্কৃত রক্ত বাহির হইবার জন্য যে শিরা আছে, তাহাদের পরিসরের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রক্তই উহার মধ্য দিয়া চলাচল করিতে পারে। মগজে ইহার চেয়ে বেশী রক্তের দরকার হইলেই, আর ছোট ছোট ধমনী অথবা শিরা দ্বারা সে কাজ হয় না। তাই যথা পরিমিত রক্ত না পাইয়া মগজ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায়। মগজ ক্ষীণ হইলেই পাগল হইবার সম্ভাবনা। এজন্য হঠাৎ অপরিমিত চিন্তা অথবা উত্তেজনা বশতঃ মানুষ পাগল হইয়া পড়ে। ছেলেদের এ বিপদের বড় একটা আশঙ্কা থাকে না। কারণ তাহাদের হঠাৎ এরূপ কোন চিন্তা অথবা উত্তেজনা হয় না। বিশেষতঃ ধমনী ও শিরার পরিসর বাড়াইতে হইলে ছেলেরা তাহা অনায়াসে করিতে পারে। বাল্য কালে শিরাও ধমনীকে ভেঙ্গে চূরে যেরূপ প্রয়োজন সেইরূপ করা যাইতে পারে, বয়স বেশী হইলে আর ওরূপ চলে না। তাই আমরা ছেলে পাগল অতি কম দেখিতে পাই। বরং কোন কোন ছেলে নির্ব্বোধ (Idiot) হইয়াই জন্মগ্রহণ করে।

মাদক দ্রব্য সেবনেও মগজ উত্তেজিত হইয়া পড়ে। তখন ইহা ধারণা কিম্বা স্মরণ করিতে পারে না। মাদক দ্রব্য সেবন অভ্যাস হইয়া গেলে এই শক্তি একেবারেই কমিয়া যায়। সুতরাং জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে হইলে কোনরূপ মাদক দ্রব্য সেবন করা উচিত নয়।

হৃদয়, ফুস ফুস, মেটেলি, পাকস্থলী ও মূত্র স্থলীর সহিত মগজের বেশ নিকট সম্বন্ধ, অর্থাৎ একের অসুখে অপরের অসুখ ও একের সুখে অপরের সুখ। সুতরাং এই ইন্দ্রিয় সমূহের যে কোন ইন্দ্রিয় অসুস্থ হউক না কেন, সঙ্গে-সঙ্গে মগজও অসুস্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং ধারণা ও স্মৃতি শক্তিকে প্রকৃতিস্থ রাখিবার জন্য এই ইন্দ্রিয়গুলির উপরেও চোখ রাখা কর্ত্তব্য। শরীরের যে সকল দূষিত পদার্থ শরীর হইতে বহির্গত হওয়ার প্রয়োজন, তাহা বাহির না হইয়া শরীর মধ্যে থাকিয়া গেলে অথবা একবার বাহির হইয়া আবার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেও মগজের অসুখ হইয়া থাকে। কোন বদ্ধ কুঠারীতে কতকগুলি লোককে বদ্ধ করিয়া রাখিলে অচিরেই তাহারা পরিত্যক্ত অঙ্গারজান বাষ্প শরীর মধ্যে গ্রহণ করিয়া অচেতন হইয়া পড়ে। এজন্য বদ্ধ ঘরে বাস করিলে ধারণা ও স্মৃতি শক্তি ভাল খেলিতে পারে না।

মগজ ও শরীর সুস্থাবস্থায় থাকিয়া পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইলেও ঋতু, দেশ, কাল ও বয়স ভেদে ধারণা-স্মৃতি শক্তির ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গ্রীষ্ম ঋতু অপেক্ষা শীত

ঋতুতে এই শক্তি দ্বয়ের আধিক্য দৃষ্ট হয়। কারণ বলিতে হইলে আমরা বিশেষ কিছু বলিতে পারি না, তবে এপর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে গ্রীষ্মকালে অনবরত ঘর্ম্ম বাহির হয় বলিয়া চর্ম্মের কাজ অধিক হইয়া পড়ে, কাজে কাজেই ঐ কাজ করিবার জন্য বেশী স্নায়ু শক্তির প্রয়োজন হয়। বিশেষতঃ গ্রীষ্মের যাতনায় মনও একটু চঞ্চল হইয়া উঠে। এই কারণে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকদিগের হইতে শীত প্রধান দেশের লোকেরা এই শক্তি দ্বয়ের অপেক্ষাকৃত অধিকতর প্রাধান্য দেখাইয়া থাকে।

ধারণা ও স্মৃতি জন্য যত স্নায়ু শক্তির প্রয়োজন, মনের আর কোন কাজ করিবার জন্য তত শক্তির প্রয়োজন হয় না। এজন্য ভোরহইতে আরম্ভ করিয়া বেলা ৯টা। ১০ টা পর্য্যন্ত এই দুই শক্তি বেশ কাজ করিতে পারে, কারণ এই সময়ে স্নায়বীয় শক্তি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমরা "বিষম ভ্রান্তি" প্রবন্ধে ইহা বিশেষ রূপে দেখাইয়াছি।

শৈশব ও বাল্য কালে যেরূপ ধারণা ও স্মৃতি শক্তির প্রাখর্য্য দৃষ্ট হয়, যৌবন প্রৌঢ় ও বৃদ্ধকালে সেরূপ দৃষ্ট হয় না; কারণ শেষোক্ত তিন কাল সন্তানোৎপাদন ও প্রতিপালনের সময়। এই কাজে পিতা মাতার অনেক শক্তি ক্ষয় হয়, সুতরাং ধারণা ও স্মরণ জন্য যত শক্তির প্রয়োজন, তত শক্তি পাওয়া যায় না।

বেশী শরীর সঞ্চালন করিলেও এই দুই শক্তি কমিয়া যায়, কারণ মাংসপেশীর সংকোচন ও প্রসারণেই শরীর সঞ্চালিত হইয়া থাকে, স্নায়বীয় শক্তি আসিয়া যদি মাংসপেশীকে উত্তেজিত না করে, তবে উহা নড়িতে পারে না। সুতরাং যত বেশী শরীর সঞ্চালিত হইবে, তত বেশী মাংশপেশীরও উত্তেজনার দরকার। মাংসপেশী বেশী উত্তেজিত করিতে হইলে, বেশী স্নায়বীয় শক্তির প্রয়োজন। কাজে কাজেই ধারণা ও স্মরণ জন্য বেশী স্নায়বীয় শক্তি পাওয়া যায় না। এজন্য আমাদের দেশী চাষারা অথবা হিন্দু স্থানের লোকেরা এই দুই শক্তির তত পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারে না। স্কুল কলেজের ছেলেদের মধ্যে যাঁরা কেবল ব্যায়াম লইয়াই ব্যস্ত, তাঁদের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। সুতরাং শরীরকে যথাযথ চালনা করা উচিত, অতিরিক্ত হইলেই মানসিক উন্নতির পথে কণ্টক পড়ে।

(ক্রমশঃ)

সাগর-তত্ত্ব।

বামাবোধিনীর পাঠিকাগণের মধ্যে কেহ কি কখন সমুদ্র দেখিয়াছেন? সম্ভবতঃ অনেকেই দেখেন নাই। আমাদের দেশের পুরুষদিগের ভাগ্যেই যখন সমুদ্র দর্শন সচরাচর ঘটিয়া উঠে না, তখন অবরোধবাসিনী মহিলাগণের পক্ষে যে উহা আরও দুর্ঘট হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পৌষমাসের মকর সংক্রান্তির দিন হিন্দু মহিলাগণ গঙ্গাসাগরে গিয়া যে 'সাগর' দেখিয়া আসেন, তাহা প্রকৃত সমুদ্র নহে, গঙ্গার মোহানা মাত্র। তবে আজি কালি যাঁহারা কলের জাহাজে করিয়া পুরুষোত্তম যান, তাঁহাদিগকে সমুদ্রের উপর দিয়া যাইতে হয়। সমুদ্রের জল স্বচ্ছ নীলবর্ণ। এই জন্য এ দেশের দাঁড়ি মাঝিরা উহাকে 'কালাপাণি' বলিয়া থাকে। এককালে আমাদের দেশের লোক যে বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রপথে গতায়াত করিতেন, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। শ্রীমন্ত সওদাগরের গল্প অনেকে জানেন। তিনি পোতারোহণে সিংহলপত্তনে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। এ সিংহল লঙ্কাদ্বীপ নহে। মান্দ্রাজ উপকূলে একটী বন্দর আছে, ইংরাজী মানচিত্রে তাহার নাম চিঙ্গল পট্‌; উহার প্রকৃত নাম চিঙ্গল পত্তন বা সিঙ্গল পত্তন। এই চিঙ্গল পত্তনই শ্রীমন্ত সওদাগরের সিংহলপত্তন। পত্তন শব্দের অর্থ বন্দর। মান্দ্রাজ উপকূলের আরও অনেক নগরের শেষে 'পত্তন' শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের উপকূলবর্ত্তী বন্দর ভিন্ন ভারত সাগরীয় যাবা বালি প্রভৃতি দ্বীপে যে প্রাচীন হিন্দুদিগের গতিবিধি ছিল, তাহার কতক কতক প্রমাণ অদ্যাপি পাওয়া যায়। মধ্যে সমুদ্রযাত্রা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তখন কালাপাণি পার হইলে জাতি যাইত। কালে ও অবস্থা গতিকে সামাজিক নিয়মের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও তাহাই হইয়াছে। এখন অনেকে কালাপাণি পার হইয়া তীর্থ, কার্য্য বা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য পুরুষোত্তম, মান্দ্রাজ, রেঙ্গুণ, লঙ্কাদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে যাইতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে সমাজের নিকট দোষী হইতে হয় না। তবে যিনি বিলাত প্রভৃতি দূরদেশে যান, হিন্দু সমাজ তাঁহাকে ক্ষমা করিতে এখনও প্রস্তুত নহেন। কাছাকাছি কোথাও গেলে দোষ হয় না, দূরে গেলেই যত দোষ। কিন্তু সমাজের ভাবগতিক দেখিয়া বোধ হয় এ সম্বন্ধে এত বাঁধাবাঁধি অধিক দিন থাকিবে না।

সে যাহা হউক বামাবোধিনীর পাঠিকাগণের মধ্যে যে অনেকেই সমুদ্র

দেখেন নাই, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সমুদ্রের বিষয় কিছু কি তাঁহাদের জানিতে ইচ্ছা করে না? এই যে বিশাল বারিপ্রান্তর ধরাতলের প্রায় বার আনা অংশ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, ইহার গভীরতা কত, ইহা এত লবণাক্ত কেন, ইহা দ্বারা সংসারের কি উপকার সাধিত হইতেছে, ইহার কোথায় কি আছে, পূর্ব্বকালের লোকেরা ইহার বিষয় কি জানিতেন, এখনকার লোকেরাই বা কি জানেন, কিরূপে ক্ষুদ্র মানুষ ক্রমে ক্রমে ইহার নানা অংশ আবিষ্কার করিয়া সমস্ত ভূভাগকে নখদর্পণের ন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার বিবরণ জানিতে কি তাঁহাদের কৌতূহল হয় না? বামাবোধিনীর ক্ষুদ্র কলেবরে পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয়ের সমাবেশ হওয়া সুকঠিন। সমুদ্রের সমস্ত ইতিহাস ভাল করিয়া লিখিতে গেলে দুই তিনখানি বৃহদাকারের পুস্তক হইয়া যায়। সে চেষ্টা আমরা করিব না, তবে মধ্যে মধ্যে সংক্ষেপে সমুদ্রের কিছু কিছু বিবরণ দিতে আমাদের ইচ্ছা আছে, তাহা হইতে পাঠিকাগণ সমুদ্র সম্বন্ধে মোটামুটি কতকটা জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

জ্ঞানের অভাব হইতেই কুসংস্কারের উৎপত্তি। সমুদ্রের আকৃতি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে পূর্ব্ব কালের লোকের জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ ছিল বলিয়া পৃথিবীর আকার সম্বন্ধেও তাঁহাদের অনেক কুসংস্কার ছিল। আমাদের দেশের সেকালের লোকদের মতে পৃথিবী একটী ত্রিকোণ দ্বীপ; তাঁহারা লবণ সমুদ্র, ক্ষীরসমুদ্র প্রভৃতি সাতটী সমুদ্র আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ইউরোপীয় প্রাচীন ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ কেহ পৃথিবীকে স্তম্ভাকৃতি, কেহবা জলবেষ্টিত সমতল ক্ষেত্র, কেহবা নৌকাকৃতি ইত্যাদি নানা আকারের বলিয়া কল্পনা করিতেন। ইহার প্রধান কারণ এই যে সমুদ্র সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান অতি সামান্য ছিল। যাহারা সমুদ্রপথে দূরদেশে যাইত, তাহারা স্বদেশে আসিয়া অদ্ভুত অদ্ভুত স্থান, জীবজন্তু ও ঘটনার গল্প করিত। ঐ সকল গল্প আরব্য উপন্যাসের সিন্ধবাদ নাবিকের বাণিজ্যযাত্রার গল্প অপেক্ষা কোন অংশে কম আশ্চর্য্য নহে। ইউরোপের মধ্যযুগের লোকের বিশ্বাস ছিল যে কেনেরিদ্বীপের উপর এক মহাকায় দৈত্য বাস করে, তাহার প্রকাণ্ড ঘূর্ণ্যমান গদা অতিক্রম করিয়া পশ্চিমদিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। সে কালের মানচিত্রে এই দৈত্যের প্রতিকৃতি অঙ্কিত থাকিত। এতদ্ভিন্ন ঐ সকল মানচিত্রে কত ভীষণাকৃতি কল্পনাসম্ভূত, সামুদ্রিক জীবের চিত্র প্রদত্ত হইত যাহার ভয়ে কেহ সাহস করিয়া পশ্চিম দিকে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিত না। এমন কি কলম্বসের সময়ে যখন দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের প্রচলন বশতঃ সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে লোকের সাহস অনেক অংশে পরিবর্দ্ধিত হইয়া-

ছিল, তখনকার ভৌগোলিকগণও বিশ্বাস করিতেন যে আটলাণ্টিক মহাসাগরের বক্ষোপরি সয়তানের হস্ত দুঃসাহসিক নাবিকগণের পোত আক্রমণ করিয়া জলমগ্ন করিবার জন্য সর্ব্বদা উত্তোলিত হইয়া রহিয়াছে। আমেরিকা আবিষ্কার করিতে গিয়া প্রথমে যখন সামুদ্রিক শৈবালে কলম্বসের পোতের গতি রুদ্ধ হইয়াছিল, তখন তাঁহার সঙ্গিগণ মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহারা পৃথিবীর প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়াছে। ইহার পাঁচবৎসর পরে যখন ভাস্কো ডা গামা উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার নাবিকগণের মনে হইয়াছিল যেন পর্ব্বতস্থ মেঘমালার মধ্য হইতে এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি হস্ত সঙ্কেত দ্বারা তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতেছে।

কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কুসংস্কার তিরোহিত হইতেছে। একদিকে কলম্বসের দ্বারা আমেরিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে, অপরদিকে ভাস্কো ডাগামার দ্বারা আফ্রিকার দক্ষিণ দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ নির্ণীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ম্যাগেলান আমেরিকার দক্ষিণ ভাগ বেষ্টন পূর্ব্বক প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষ দিয়া ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে আসিবার পথ আবিষ্কার করাতে পৃথিবীর গোলত্ব নিঃসন্দেহরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। তাহার পর হইতে সাড়ে তিনশত বৎসর ধরিয়া আবিষ্কার কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। এই সময়ের মধ্যে সমুদ্রের যেখানে যেখানে যাওয়া মানুষের সাধ্যায়ত্ত, সে সমুদায় স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। একদিকে আসিয়ার পূর্ব্ব উপকূল হইতে আমেরিকার পশ্চিম উপকূল ও আমেরিকার পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে প্রাচীন মহাদ্বীপের পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত এবং অপরদিকে সুমেরু হইতে কুমেরু অবধি সাগর বক্ষস্থিত কোনও মনুষ্যগম্য স্থান আর জানিতে বাকি নাই। ইহাতেও মানুষের কৌতূহল নিবৃত্ত হয় নাই, এখন সাগর গর্ভের কোথায় কি আছে, তাহা পর্য্যন্ত অনুসন্ধান হইতেছে। এক অবিচ্ছিন্ন মহাসাগরের প্রসাদে যেন পৃথিবীর সমুদায় স্থান একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। ম্যাগেলানের প্রশান্ত মহাসাগর যাত্রার কিঞ্চিদূন তিন শতাব্দী পরে বাষ্পীয়পোত উদ্ভাবিত হয় এবং তাহার অর্দ্ধ শতাব্দী পরে আটলাণ্টিকের গর্ভে সর্ব্বপ্রথম বার্ত্তাবহ বৈদ্যুতিক তার নিহিত হয়। সমুদ্র না থাকিলে এত সহজে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ তাড়িত বার্ত্তাবহ দ্বারা সংযুক্ত হইতে পারিত না। এই বাষ্পীয়পোত ও তাড়িত বার্ত্তাবহ দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত দেশ যেন একীভূত হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে যে সমুদ্রের নাম করিলে লোকের মনে অনির্ব্বচনীয় ভীতি সঞ্চারিত হইত, এখন লোকে নির্ভয়ে

তাহার উপর দিয়া গতি বিধি করিতেছে। সমুদ্রপথ আবিষ্কারের প্রথমাবস্থায় জলদস্যুর যে উপদ্রব ছিল, এখন আর তাহা নাই। এখন সমুদ্র সর্ব্ব জাতীয় লোকের গন্তব্য পথ হইয়াছে, অথচ এ পথে কেহ কোনরূপ কর আদায় করে না। দূরত্ব বিবেচনা করিয়া দেখিলে একস্থান হইতে অপরস্থানে যাইতে বা বাণিজ্য দ্রব্যাদি পাঠাইতে সমুদ্রের ন্যায় সহজ, নিরাপদ ও সস্তা পথ আর নাই। সমুদ্র অবিচ্ছিন্নভাবে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া আছে বলিয়া একই জাহাজ পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাইতে সমর্থ হয়। সমুদ্রের কোথায় কোন্ স্রোত আছে, কোথায় কোন্ চড়া বা অলক্ষিত পর্ব্বত হইতে বিপদের সম্ভাবনা আছে, তাহা আর মানুষের জানিতে বাকি নাই। প্রত্যেক দ্বীপ প্রত্যেক উপকূল মনুষ্যের গোচর হইয়াছে। এখন সমুদ্র সম্বন্ধে কোন অসম্ভব গল্প বলিলে কোন বুদ্ধিমান লোকে তাহাতে বিশ্বাস করে না-সে কালের অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার পূর্ণ কবিকল্পনা সমুদ্র সম্বন্ধে আর খাটে না।

নাবিকদিগের পক্ষে সমুদ্রযাত্রা এখন আর কঠিন কথা নহে, সামুদ্রিক মানচিত্রাবলীতে সমুদ্রের প্রত্যেক পথ চিহ্নিত করা আছে; দিগ্‌দর্শন দিক নির্ণয় করিয়া দিতেছে; বাষ্পীয় বল মানুষকে বায়ু ও জলস্রোতের শক্তির অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়াছে, এখন আর বায়ুর অভাব বা প্রতিকূল স্রোতের জন্য অর্ণবপোতের গতি অবরুদ্ধ হয় না; লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া স্থানে স্থানে আলোকস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে ও হইতেছে; স্থলপথে দস্যু ভয় আছে, জলপথে তাহা নাই; এ সম্বন্ধে সাগরবক্ষ নিরাপদ, জনাকীর্ণ নগর তত নিরাপদ নহে।

ফলতঃ সমুদ্র এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় ভয়ের বস্তু নাই। সমুদ্র তীরস্থ স্থানের বায়ু স্বাস্থ্যজনক ও নাতিশীতোষ্ণ; তথাকার অধিবাসীদিগের দূরদেশে যাতায়াতের সুবিধা অধিক; এবং তাহাদের দ্বারা অনেক দুঃসাহসিক কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। সমুদ্রের দ্বারা আমাদের আরও কত উপকার সাধিত হইতেছে। সমুদ্রোত্থিত বাষ্প হইতে মেঘমালা উৎপন্ন হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে শস্যশালিনী করিতেছে। কেবল স্থলভাগ হইতে যে বাষ্প উত্থিত হয়, যদি তাহাই পৃথিবীর একমাত্র সম্বল হইত, তাহা হইলে আমরা বৃষ্টি বা শিশিরের মুখ দেখিতে পাইতাম না বলিলেই হয়, পৃথিবী মরুভূমির ন্যায় উদ্ভিজ্জ শূন্য ও জীববাসের অযোগ্য হইত। জলভারাবনত মেঘমালা, সুশীতল প্রস্রবণ, বহু শাখা প্রশাখাযুক্ত কলনাদিনী স্রোতস্বতী, উচ্চ গিরিশিখর শোভী রজতবর্ণ তুষার স্তূপ, শ্যামল পত্রস্থিত মুক্তা-

ফল সদৃশ শিশিরবিন্দু—এ সকলের কিছুই বসুন্ধরাবক্ষ সুশোভিত ও সঞ্জীবিত করিত না। অসংখ্য অসংখ্য নদী সুমিষ্ট জলরাশি সাগরবক্ষে করস্বরূপ বহন করিয়া আনিতেছে তদ্দ্বারা সমুদ্র জলের উষ্ণতার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। আবার ঐ জল বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া বায়ুর সাহায্যে স্থলের দিকে চলিয়া গিয়া বৃষ্টি, বরফ, শিশির প্রভৃতি নানা আকারে পৃথিবীকে শীতল করিতেছে অথচ এতদ্দ্বারা সমুদ্র জলের কোনরূপ হ্রাস অনুভূত হয় না।

সমুদ্রদ্বারা ভূপৃষ্ঠের তাপ নিয়মিত হইতেছে। সমুদ্রের স্রোত একদিকে গ্রীষ্ম প্রধান দেশের তাপ মেরু সন্নিহিত শীতল প্রদেশে বহন করিয়া লইয়া যায়, অপর দিকে ঐ সকল শীতপ্রধান দেশের শীতলতা বহন করিয়া আনিয়া গ্রীষ্মপ্রধান স্থান সমুহের উত্তাপ প্রশমিত করে।

আফ্রিকার পশ্চিম দিক্ হইতে একটী উষ্ণ সামুদ্রিক জলস্রোত মেক্সিকো উপসাগরে প্রবেশ পূর্ব্বক ঐ উপসাগরের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া বাহির হইয়া ক্রমাগত উত্তর পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়াছে, ইহার নাম উপসাগরীয় স্রোত। মেক্সিকো উপসাগর হইতে যত উত্তর পূর্ব্বদিকে যাওয়া যায়, ততই ইহার বেগ মন্দীভূত ও বিস্তার পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এই স্রোত নিরক্ষবৃত্তের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে যে উত্তাপ বহন করিয়া আনে, তদ্দ্বারা ইউরোপ খণ্ডের পশ্চিম প্রান্তস্থিত দেশ সকলের তাপ পরিবর্দ্ধিত হয়। এই জন্য ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানের পশ্চিম উপকূলে উহাদের সম অক্ষাংশস্থিত অন্যান্য দেশ অপেক্ষা শীত অল্প। আবার উত্তর মেরু সন্নিহিত প্রদেশ হইতে একটী শীতল জলস্রোত আমেরিকার পূর্ব্ব উপকূল দিয়া দক্ষিণ দিকে চলিয়া যাওয়াতে আমেরিকার ঐ সমস্ত প্রদেশে উহাদের সম অক্ষাংশবর্ত্তী অন্যান্য স্থান অপেক্ষা শীত অধিক হইয়া থাকে। সমুদ্র দ্বারা এইরূপে উত্তাপ নিয়মিত হয় বলিয়া এবং স্থল অপেক্ষা জল কম পরিমাণে উত্তপ্ত হয় অথচ অধিকক্ষণ তাপ রক্ষা করে বলিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান সমুহের জল বায়ু সাধারণতঃ প্রায় নাতি শীতোষ্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু সমুদ্র হইতে দূরস্থিত দেশে গ্রীষ্মের সময় অত্যন্ত গ্রীষ্ম ও শীতের সময় অত্যন্ত শীত হয়। আমাদের দেশে বোম্বাই, লক্ষাদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে উপরিউক্ত কারণে শীত গ্রীষ্মের তারতম্য অপেক্ষাকৃত অল্প। কিন্তু উত্তর পশ্চিম অঞ্চল সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী বলিয়া তথায় শীত গ্রীষ্মের তারতম্য অনেক অধিক।

সমুদ্র একদিকে যেমন উপকূল ধ্বংস করে, অপর দিকে তেমনি ভবিষ্যতে স্থল নির্ম্মাণের জন্য মৃত্তিকাদি সঞ্চিত

করিয়া রাখে। নানা কারণে পৃথিবীর স্থলভাগ ক্রমাগত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। কঠিন প্রস্তর পর্য্যন্ত এই নিয়মের অধীন। যে সকল অংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা নদীস্রোতে বাহিত হইয়া অল্পে অল্পে সমুদ্র গর্ভে সঞ্চিত হইতেছে। কালে হয়ত ভূপঞ্জরের সঞ্চালন দ্বারা উহা সমুদ্রতল হইতে ঊর্দ্ধে উত্থাপিত হইবে। এরূপ ঘটনা অসম্ভব নহে। বর্ত্তমান ভূপৃষ্ঠস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশের অনেক স্থলে, এমন কি হিমালয়ের কোন কোন অংশে পর্য্যন্ত মৃত্তিকা প্রস্তরাদির মধ্যে মৎস্য শম্বুক প্রভৃতি সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের দক্ষিণে যে খড়ির পাহাড় আছে, তাহা শম্বুক জাতীয় এক প্রকার জীবদেহে নির্ম্মিত। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে ঐ সকল পার্ব্বত্য প্রদেশ এককালে সমুদ্র জলে নিমগ্ন ছিল। কালক্রমে সেখানকার মৃত্তিকা তন্নিহিত জীবদেহাবশেষসহ প্রস্তরে পরিণত ও ভূপঞ্জরের সঞ্চালন দ্বারা ঊর্দ্ধে উত্থাপিত হইয়াছে, অতীতকালে যাহা ঘটিয়াছে। ভবিষ্যতেও তাহা ঘটা অসম্ভব নহে।

সমুদ্রের গভীরতা সম্বন্ধে আমরা এ প্রবন্ধে কিছু বলিব না। গত ফাল্গুন মাসের বামাবোধিনীতে তদ্বিষয়ে একটী প্রবন্ধ ছিল। সুতরাং সে সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

সমুদ্রের বিষয় আরও অনেক বলিবার আছে, ইহার কোথায় কি আছে, ইহার উপর কখন কি স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে, তাহার কিছুই বলা হইল না। আমরা সমুদ্র সম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় সকল ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

বসন্তে বিলাসিনী।

বাঘের প্রতাপে মাঘ শাসিয়া ধরণী
পলাইল প্রাণ লয়ে মকরবাহন
সিংহ বিক্রম ভানু দরশন করি।
দশ দিকে দিগঙ্গনা হাসিল উল্লাসে
বিকশিত কুন্দদন্ত বিকাশি,—হেরিয়া
উনবিংশ পবন পরাজয় মল্লযুদ্ধে
মলয় পবন সহ। নভে তারাগণ
মাজিয়া আপন অঙ্গ সোণার রসানে
হেমাঙ্গ স্বরূপে খেলে নিকষ আকাশে।

হেনকালে সেই যুবা সুন্দরীর প্রভু
শীতে প্রণয়িনী অঙ্গ আভরণহীন
দেখি যিনি অতিশয় হন বিষাদিত;
চৈত্রী নিশার শুক্লাসপ্তমীর চাঁদ
সুস্নিগ্ধ করে ধরা মৃদু কর দানে,—
পশিল অন্তরপুরে পরবাস হতে।
পরবাসী পতি গৃহে সমাগত দেখি
গৃহিণী আনন্দে ভাসি মধুর সম্ভাষ-
সুমধুর প্রেম সেবা করে কত বিধ।

বিরহে মধুর আজ যুগল মিলন,
তাই কান্তা কান্ত বড় প্রফুল্ল অন্তর।
দোঁহে দোঁহাকার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে
নিরখে, আত্মার প্রেম সাত্ত্বিক লক্ষণে
প্রকাশে উভয় অঙ্গে স্বেদ অশ্রু আদি।
বিশেষ প্রেয়সী দেহ দেখি সুভূষিত
নানা আভরণে, আর চর্চ্চিত সুগন্ধে,
আবেশে বিবশ পরবাসী গৃহাগত
আরম্ভিল প্রিয়া সহ কৌতুক প্রসঙ্গ।
একি দেখি বিধুমুখি আজ তব ভাব,
বিলাস তরঙ্গ রঙ্গে বরাঙ্গ ভাসিছে!
পতি যার পরবাসী সেত বিরহিণী,—
একবস্ত্রা একাবেণী সৈরিন্ধ্রীর ভাব,
তার কেন হেন সখি মনোহর বেশ,
এই কি সতীর ধর্ম্ম পতিপরায়ণে,
বিশেষ যৌবন রবি পশ্চিম গগনে
ঈষৎ হেলেছে, তুমি সন্তান জননী,
তোমার কি শোভাপায় এত ঠাট নাট?
কি ভাবে, দেখিবে লোকে তার হাবভাব,
যার পতি পরবাসী? শুনিয়া হাসিল
সুন্দরী পতির মুখে কথা এলো মলো।
কহিল আদরে "নাথ! কেন অকারণে,
দুষিতে দাসীরে তব হয়না বিষাদ?
পরবাসী পরবাসী বলি অভিমান
কতই করিছ বঁধু, কিন্তু পরবাসী
আমিত দেখিনা কভু তোমা, প্রাণাধিক
হৃদয় বিলাসী সদা তোমারে দেখিয়া
সুখের সাগরে ভাসি। নাহি আত্মারাজ্যে
দেশ কাল ভেদাভেদ, তোমা প্রতি মোর
ভালবাসা নহে শুধু জড়সুখ হেতু।
আপন আত্মার সহ যথা কোন কালে
ইহ কিম্বা পরলোকে নাহিক বিচ্ছেদ,
তথা তব সহ মোর নাহি কোন কালে
বিরহ, তোমার সহ আত্মার মিলন।
জাগরণে কি স্বপনে তোমায় সতত
দেখিয়া সুখের সরে ভাসি নিরবধি,
দেহের দেবতা তুমি হৃদয় রতন।
আত্মময় রূপে তুমি সদা বিরাজিত
হৃদয় নিলয়ে মম। তাই তোমা সহ
কভূনা বিরহ ঘটে। তবে কেন আমি
না সাজিব আভরণে, না পরিব বাস?
বিশেষ দেখনা চাহি জননীর প্রতি
এহেন মধুর মাসে কত সাজ তাঁর?
শুনিয়া প্রেয়সী মুখে সসার বচন
মধুমাখা, কহে কান্ত সুমধুর ভাষে,
আহা মরি বিধুমুখি, কি কথা তুলিলে,
মায়ের সুবেশ দেখি মোহে প্রাণ মন।
বোধ হয় সেই শোভা দেখিবারে মোরা
অযোগ্য, কেননা সতী ধরণীর শোভা
ধারণা করিতে নারি এক্ষুদ্র হৃদয়ে।
বোধ হয় ভগবতী বিশ্বম্ভরা দেবী
ভগবৎ বিলাসিনী তাঁর সুখতরে
ধরেছেন নিজ বক্ষে বসন্ত লক্ষ্মীরে।
এই যে অগণ্য ফুল বসন্ত সম্পদ
নিরন্তর সুধাবাসে মাতায় নাসিকা,
এই যে মলয়ানিল মেদুর হিল্লোলে
বারিছে দেহের তাপ যেন বারি দানে
আত্মতাপ। এই দেখ বসন্ত বিহগ
মধুকর ছুটাছুটি করে হেথা সেথা
মহোৎসবে মত্ত যেন, ঢালি স্বর সুধা
জুড়ায় চৈতন্যশীল জীবের শ্রবণ;
এই যে বসন্ত রসে রসিয়া সকল

তরু-লতা গুল্ম-পশু-পক্ষী আদি জীব
ধরেছে স্বর্গীয় শোভা নেত্র বিনোদিয়া;
এই যে মধুর মাসে কত বিধ ফল
মূল শস্য মধুরসে জুড়ায় রসনা;
তুমি কি ভাব হে প্রিয়ে, এসব কেবল
আমাদের সুখ হেতু? তা নয় তা নয়!
আমার বিশ্বাস দৃঢ় চতুর্ব্বিধ জীব
উদ্ভিজ্জ স্বেদজ-আর অণ্ড-জরায়ুজ
ভগবৎ-ভোগযন্ত্র, যাহা ভগবান
আশ্রয়ি করেন সদা প্রকৃতি-বিলাস।
নহিলে বিষয় ভোগে তৃপ্তি নহে কেন
আমাদের? কুসুমের মালা যবে পরি
গলায়, অঙ্গেতে চুয়া চন্দন লেপন-
চতুর্ব্বিধ রস যবে আস্বাদন করি,—
কেমন কেমন করে মন প্রাণ মোর,
ভাবি এই সব রস সেই রসময়ে
সব সুখ প্রিয়সখি, দেই প্রাণ ভরি,
যার সুখে বিশ্বসুখী, ভাল খেয়ে পরে
তাঁর সুখে দিব্য সুখ দিব্য উপভোগ।
যদি ভাবি মম দেহ যন্ত্রের স্বরূপ,
এই যন্ত্র দিয়া প্রভু সুখ আস্বাদন
করিছেন অহ রহ;—তবে সুখ পাই।
নহিলে কেবল যদি নিজ সুখ খুঁজি
সকলি আমার সুখ হেতু যদি ভাবি,
কভু না হইব সুখী, তৃপ্তি নাহি পাব।
বসন্ত সুখের হাট—শোভার বাজার
বসায়েছে শুধু সখি প্রভু সুখ তরে,
হেন অহঙ্কার যেন মনে নাহি হয়—
সকলি আমার জন্য আমি কার নয়।
বিলাসিনী পতি মুখে শুনি তত্ত্বকথা
কৃতার্থ হইয়া কহে ধরি পদ যুগ
নাথের-জীবন ব্যাপী ছিল ভ্রম জাল
প্রাণনাথ,কৃপাকরি ছিঁড়িলে হে আজি।
সকলে নিয়ত ব্যস্ত মম সুখ তরে,
জীব রাজ্যে রাজা আমি, সবে মোর প্রজা
দিতেছে সকলে মোরে সুখ উপহার,
নিত্য এই ভাব মোর মনে ছিল সথা।
তোমার কৃপায় এবে বুঝিনু সকলি—
স্বতন্ত্র আমার প্রভু, আমি নিত্য দাস,
প্রভুর সেবার তরে এই জড় দেহ।
অনন্ত বিশ্বেতে শুধু সুখ আয়োজন
হইতেছে তাঁর, মোরা মাত্র উপাদান।
তুমি আমি কিম্বা অন্যে যে যেখানে আছে,
যেরূপে যতেক সুখ উপভোগ করে,
সকলি প্রসাদ তাঁর। প্রসাদে তোমার
শিখিনু এতত্ত্ব, নাথ! দয়া দাসী প্রতি
রেখ; তব পদে সদা রঁহ মোর মতি!

নিত্য পঞ্জিকা।

বৈশাখ।

১। ঈশ্বরের নাম লইয়া কার্য্য আরম্ভ কর, নিশ্চয়ই মঙ্গল ও সিদ্ধি লাভ হইবে।

২। জীবন ঈশ্বরের অমূল্য দান; ইহার সদ্ব্যয়ে জ্ঞান, ধর্ম্ম সুখ সম্পদ, ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সকলই লাভ হয়, অপব্যয়ে অশেষ দুর্গতি।

৩। মনুষ্য আপনার কার্য্যের জন্য দায়ী। পুণ্যের ফল সুখ ও পাপের ফল দুঃখ অবশ্যম্ভাবী।

৪। বসন্তে যে বৃক্ষে মুকুল না হয়, গ্রীষ্মে তাহাতে ফলের প্রত্যাশা করা বিফল।

৫। "শুভস্য শীঘ্রং" সময় ও জলস্রোত কাহারও জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে না।

৬। চেষ্টা মনুষ্যের হস্তে, ফলবিধান ঈশ্বরের হস্তে। শুভকার্য্যে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা কর এবং ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর।

৭। কার্য্য ভালরূপে আরম্ভ করিতে পারিলে অর্দ্ধেক কার্য্য সম্পন্ন করা হয়।

৮। জীবনের "দৈনিক বিবরণ" রাখিতে ভুলিও না।

৯। প্রতিদিন আপনার জীবনের হিসাব পরিষ্কার রাখ। দিনগত পাপ ক্ষয় করিলে আর পাপ সঞ্চিত হইতে পারিবে না।

১০। প্রার্থনা জীবনের চাবি, ইহা দিয়া প্রতিদিন জীবনের দ্বার উন্মুক্ত কর ও বন্ধ কর।

হে জীবনদাতা ঈশ্বর! নববর্ষে তোমার জগৎ নূতন সৌন্দর্য্যে শোভিত হইয়াছে। বৃক্ষলতা সকল নূতন পল্লব ও মুকুলে সজ্জিত, জীবজন্তুগণ নূতন উৎসাহে প্রমত্ত, বায়ু মধুর হিল্লোলে বহমান, আকাশ ও দিক্ সকল মধুরভাবে পরিপূর্ণ। তুমি এ সময় আমাকে নবজীবন দেও, যেন আমি নূতন উৎসাহ ও উদ্যমে জীবনের কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করি এবং তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান হইয়া সারা বৎসর কাল তোমার অভিমত পথে বিচরণ করিতে থাকি।

জ্যৈষ্ঠ।

১। অন্নপূর্ণা বিশ্বজননী আকাশ উনানে মহা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রন্ধনে বসিয়াছেন, পৃথিবীতে কত সুমিষ্ট ফল পক্ক হইতেছে। সন্তানগণ রন্ধনশালার তাপ একটু সহ্য কর, উদর তৃপ্ত করিয়া ভোজনে সুখী হইবে।

২। সূর্য্য পৃথিবীর হ্রদ তড়াগ নদী সমুদ্রের মলিন জল শোষণ করিয়া লইতেছে, তাহা বিশুদ্ধ করিয়া নির্ম্মল সুশীতল বারিবর্ষণে পৃথিবীকে স্নিগ্ধ করিবে।

৩। অতি গ্রীষ্ম হইলে বারিবৃষ্টি হয়, অতি দুঃখের অন্ধকার হইতে সুখের আলোক প্রকাশ পাইতে থাকে। ঈশ্বরের করুণায় নিরাশ হইও না।

৪। প্রস্তরময় মরুভূমি সকল হইতেই নদীস্রোত সকল উৎসারিত হয়, বালুকারণ্য সকলে বৃহৎ রসপূর্ণ ফল ও জলপূর্ণ বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হয়, তথায় উত্তাপ যখন অসহ্য হয় তখন পৃথিবীর ধূলা গগণমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়া ভূতল ও বায়ুমণ্ডল শীতল করিয়া দেয়। ঈশ্বরের কার্য্য অলৌকিক ও অদ্ভুত।

৫। সংসার ঘোর পরীক্ষার স্থান, মনুষ্য দুর্ব্বল, কিরূপে অটলভাবে আপনাকে রক্ষা করিবে?

৬। যখন অন্তরের প্রেম শুক হয়, তখন রিপুগণ প্রবল হইয়া আক্রমণ করে।

৭। বনের হিংস্র জন্তুদিগকে ঠেঙ্গাইয়া মারা যায় না, বনে আগুণ দিলেই সকলে সহজে নিঃশেষিত হয়। অনুতাপানলেই রিপুকুল ধ্বংস হয়

৮। প্রস্তর আকাশে উঠিতে পারে না। কিন্তু এক কণা বালুকা আকাশে উঠিয়া আপনাতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করিতে পারে। আপনাকে লঘু না করিলে উন্নত ও দিব্য আলোকে আলোকিত হওয়া যায় না।

৯। অহঙ্কার পতনের মূল। মনুষ্যকে যে আপনার শক্তির অহঙ্কার করিবে?

১০। আপনার শক্তিতে যখন কুলায় না দেখিবে, প্রার্থনাদ্বারা দেবশক্তির আশ্রয় লইবে।

হে ঈশ্বর! দেখিতে দেখিতে সময় চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু কার্য্য পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতেছে, আমি কেমন করিয়া জীবনের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিব? একে আমি অজ্ঞান, আপনার মঙ্গল সর্ব্বক্ষণ বুঝিতে পারি না, তাহাতে অলস, যাহা বুঝি তাহাও সম্পাদনে সচেষ্ট হই না। তুমি আমার জড়তা দূর কর, আমাকে জ্ঞান দেও, বল দেও, আমি আর এক মুহূর্ত্ত সময় যেন বৃথা না কাটাই। তোমার সাহায্যের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া যেন সমুদায় দেহ মন প্রাণ তোমার কার্য্যে নিয়োগ করি এবং তোমার প্রসাদ লাভ করিয়া জীবনকে কৃতার্থ ও সুখী করিতে পারি।

সিপাহীযুদ্ধে ভারত রমণীর দয়া।

অনেকের বিশ্বাস ১৮৫৭ অব্দের প্রসিদ্ধ সিপাহী বিপ্লবে ভারতের উন্মত্ত জনসাধারণে ইংরেজের শোণিতে আপনাদের হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছে, নিহত ইংরেজদের ধন সম্পত্তিতে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছে এবং নিরীহ ইংরেজ কুলকামিনী ও ইংরেজ বালকবালিকাদিগকে কঠোর অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া আপনাদের নিষ্ঠুরতার একশেষ দেখাইয়াছে। যে সকল ইংরেজ লেখক ঐ প্রসিদ্ধ বিপ্লবের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে ভারতবাসীদিগের চরিত্র এইরূপ কলঙ্কিত করিতে ত্রুটী করেন নাই। সুখের বিষয় এই যে, কোন কোন সহৃদয় ইংরেজ এই কলঙ্কের রেখা প্রক্ষালিত

করিতে যথা সাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন। সভ্য জগতে ইহাঁদের এই সহৃদয়তা, এই ন্যায়পরতা ও এই উদারতার সম্মান চিরকাল থাকিবে। বস্তুতঃ সিপাহী যুদ্ধের সময়ে ভারতের সমগ্র জন সাধারণ কখনও ইংরেজদিগের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করেন নাই। তাঁহারা অনেক স্থলে নিরাশ্রয় ইংরেজদিগকে আশ্রয় দিয়া দয়া ও পরপোকারের যথোচিত পরিচয় দিয়াছেন ; ইহাঁরা এজন্য আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিতে ত্রুটী করেন নাই। দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে ইহাঁদের সাহায্য না পাইলে পলাতক ইংরেজেরা কখনও রক্ষা পাইতেন না! অনাথ ইংরেজ বালক বালিকা কখনও অক্ষত শরীরে থাকিত না এবং অনাথা ইংরেজ কুলকামিনীও আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে কখনও পরিত্রাণ পাইতেন না।

ঐ সময়ে ভারতের দয়ার্দ্রপুরুষেরা যেমন বিপন্ন ইংরেজদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনই দয়াবতী রমণী কুলও কোমল হস্ত প্রসারণ করিয়া বিপন্নদিগের সমক্ষে সুখ ও শান্তির স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়াছিলেন। রমণী চিরদিনই প্রীতির পুত্তলি এবং রমণী চিরদিনই দয়ার অনন্ত উৎস। সিপাহী বিপ্লবে ভারতের রমণী কুল অনুপম প্রীতি ও অসাধারণ দয়ার পরিচয় দান করিয়াছেন। নিম্ন শ্রেণীর রমণীগণও আপনাদের অভ্যস্ত দয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেন নাই। এস্থলে ঐরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

মিরাটের যুদ্ধোন্মত্ত সিপাহিগণ ত্বরিতগতিতে গ্রামের পর গ্রাম ছাড়াইয়া যখন দিল্লীতে উপস্থিত হয়, দিল্লীর ইংরেজেরা যখন আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়েন, তখন পল্লীগ্রামের অনেক দয়াবতী রমণী পলাতক ইংরেজদিগকে রক্ষা করেন। এই সময়ে ইংরেজেরা প্রাণের দায়ে যেরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহাদের মধ্যে কিছুমাত্র শৃঙ্খলা ছিল না। যিনি যে সুযোগ সম্মুখে পাইয়াছিলেন, তিনি সেই সুযোগে প্রাণ লইয়া পলাইয়াছিলেন। এই গোলযোগের মধ্যে দুইটী ইংরেজ মহিলা একজন আহত ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী হইতে শশব্যস্তে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ডাক্তারের মুখে গুলির আঘাত লাগিয়াছিল, ঐ আঘাতে তাঁহার চিবুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। আহত স্থান হইতে অনবরত রক্তস্রাব হওয়াতে ডাক্তার বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন ; এই অবসন্ন ডাক্তারের সঙ্গে দুইটী কুলকামিনী প্রাণের ভয়ে বিহ্বল হইয়া রাত্রিকালে দিল্লী হইতে কর্ণালের অভিমুখে ধাবিত হন। পথে ইহাদের অনেক কষ্ট হয়। এক এক সময়ে ইহারা আশ্রয় স্থান অভাবে খাদ্য অভাবে অশেষ যাতনা ভোগ করেন। কিন্তু ইহারা যখন কোনও

পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন পল্লীবাসী মহিলাগণ ইহাদিগকে আহারীয় ও পানীয় দিয়া সম্প্রীত করিতে ত্রুটী করেন নাই। একদা এই পলাতকেরা কোনও গ্রামের নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন, এই সময়ে সেই গ্রামের কয়েকটী কুল-মহিলা ইহাঁদিগকে দেখিতে পায়। দুইটী ইংরেজ কুলরমণীর ও আহত ডাক্তারের শোচনীয় অবস্থায় পল্লীবাসিনীগণ এরূপ দুঃখিত হন যে তাঁহারা প্রাণ পণ করিয়া ইহাদের শুশ্রূষা আরম্ভ করেন। একটী মহিলা জল গরম করিয়া ডাক্তারের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। আর কয়েকটী মহিলা আপনাদের গ্রামে ভাল তরকারী সংগ্রহ পূর্ব্বক সুস্বাদু ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া সেই ব্যঞ্জন ও কয়েক খানি রুটী ক্ষুধার্ত্ত পলাতকের জন্য আনিয়া দেন। উপস্থিত সময়ে উন্মত্ত সিপাহিরা চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। যদি ইহারা পল্লীবাসিনী দিগের এরূপ কার্য্য জানিতে পারিত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তাহাদের প্রাণ যাইত। পল্লীবাসিনী কামিনীগণ এই ভয়ঙ্কর সময়ে এইরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থায় পতিত হইয়াও বিপন্নদিগকে রক্ষা করিতে উদাসীনী থাকেন নাই। তাহারা আপনাদের জীবন হানির সম্ভাবনা জানিয়াও অসহায় ও অনাশ্রয়দিগের জীবন রক্ষায় অগ্রসর হন। উক্ত পলাতকগণ পল্লীবাসিনীদিগের অনুগ্রহে আহার পানে পরিতৃপ্ত হইয়া আর এক পল্লিগ্রামে উপস্থিত হন। এই গ্রামের মহিলাগণও ইহাদের সহিত যথোচিত সদ্ব্যবহার করেন। অবশেষে ইহারা বলগড় নামক স্থানে উপস্থিত হন; একটী ক্ষত্রিয় মহিলা এই স্থানে কর্ত্তৃত্ব করিতেন। ইনি পলাতকদিগকে আপনার প্রাসাদে আশ্রয় দেন। তাঁহার আদেশে ভৃত্যগণ ঐ অসহায় ইংরেজ মহিলা এবং আহত ডাক্তারের জন্য খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করেন। পলাতকেরা বলগড়ের রাণীর এইরূপ দয়ায় আহার পানে পরিতুষ্ট হইয়া সেইখানে শ্রান্তি বিনোদন করেন। রাণীর সাহায্য না পাইলে উপস্থিত সময়ে বিপন্নগণ আপনাদের প্রাণ রক্ষা করিতে পারিতেন না। এইরূপ নানা স্থানে আশ্রয় পাইয়া এবং নানা স্থানে নানা প্রকার সুস্বাদু দ্রব্য উপভোগ করিয়া পলাতকগণ নিরাপদে কর্ণালে যাইয়া পৌছেন।

উপস্থিত ঘটনার অন্যান্য স্থলেও ভারতরমণীর এরূপ দয়া ও পরোপকারিতার জলন্ত পরিচয় পওয়া যায়। বুঁদীর অধিপতির ধর্ম্মপরায়ণা বনিতার পবিত্র ধর্ম্মের কথা উপস্থিত সময়ের ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। বুঁদীর অধীশ্বরী যখন শুনিতে পাইলেন যে, যে সকল ইংরেজ কুল কন্যা ও বালক বালিকা এক সময়ে সুখ সৌভাগ্যে লালিত পালিত হইত, তাহারা এখন খাদ্যবিহীন ও বস্ত্র

বিহীন হইয়া আশ্রয় স্থলের অভাবে দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র ও রাত্রির দুরন্ত হিমের মধ্যে জঙ্গলে পড়িয়া রহিয়াছে, এই শোচনীয় দুর্গতির সংবাদে কামিনীর কোমল হৃদয় আর্দ্র হইল। বুদীর রাণী বিশ্বস্ত লোক দ্বারা নিজ ব্যয়ে অরণ্যস্থিত নিরাশ্রয় ইউরোপীয়দিগের নিমিত্ত আহার্য্য ও পরিধেয় পাঠাইতে লাগিলেন। পাদুকা প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রেরিত হইতে লাগিল। রাজমহিষীর এরূপ সাহায্যে নিরাশ্রয় ইউরোপীয়গণ নিরাপদে দিল্লী স্থিত সেনানিবাসে উপস্থিত হন। রাণী যথাসময়ে সাহায্য না করিলে ইহাদের অনেকের প্রাণ বিনষ্ট হইত। এইরূপ সাহায্য দানে যে আপনার প্রাণ হানি হইবে, তাহা রাণী জানিতেন। কিন্তু জানিয়াও তিনি হৃদয়ের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন নাই। হিতৈষিণী রাণী অবিচলিত চিত্তে অপার হিতৈষিতার গৌরব রক্ষা করিলেন। যাঁহারা আপন প্রাণ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া পরোপকারে উদ্যত হন, তাঁহাদের জীবনের সহিত কোন পার্থিব পদার্থের তুলনা হয় না। তাঁহাদের হৃদয়ে নিরন্তর স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বিরাজ করে। তাঁহারা নিরন্তর দেব ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া এই দুঃখ শোকময় ভূলোকে শান্তির অমৃত রস সিঞ্চন করেন। ভারতের রমণীকুল এক সময়ে এইরূপে পবিত্র স্বর্গীয়ভাবের অলৌকিক মহিমা বিকাশ করিয়াছিলেন।

প্রাচীন আর্য্য রমণীগণ।

১১—বিশিষ্টা।

জননীর মাহাত্ম্য থাকিলেই, পুত্র মহাত্মা হন,—দেবহূতি ও মদালসার চরিত্রে তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। এ বারেও ঐ শ্রেণীর একটী মহিলার বিবরণ প্রকটিত হইল। দেবহূতি ও মদালসা পৌরাণিক সময়ের; বিশিষ্টাদেবী তদপেক্ষা অপ্রাচীন-কালের হইলেও, ইতিহাসোল্লিখিত কালের কামিনী। তাঁহার বিষয় আলোচনায় অনেকেই আমোদিত হইবেন। দাক্ষিণাত্যের অন্তঃপাতী কেরল প্রদেশে চিদম্বর নামক গ্রামে বর্ত্তমান সময়ের ১১০০ একাদশ শত বর্ষ পূর্ব্বে শিবগুরু নামে এক বিপ্র বসতি করিতেন। তিনি মালব দেশের নাম্বুরি-অভিধেয় ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব ছিলেন। তাঁহার অন্য নাম বিশ্ব

জিৎ। এই প্রস্তাবে আমরা কখন শিবগুরু, কখন বা বিশ্বজিৎ—এই দুই নামই উল্লেখ করিব। অদ্য যে মহিলার মহত্ব কীর্ত্তিত হইতেছে, তিনি সেই দ্বিজবরের গৃহলক্ষ্মী। তিনি মখমণ্ডনাখ্য নামে এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের কন্যা। তাঁহার নাম বিশিষ্টা-গ্রন্থ-বিশেষে তাঁহার নামান্তর শ্রীমহাদেবী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি এক অসামান্যা নারী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে ও শিবগুরুর ঔরসে, ৭১০ সাত শত দশ শকের (৭৮৮ খৃষ্টাব্দের) বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষীয় দশমী তিথিতে জগৎপূজ্য শঙ্করাচার্য্য জন্ম পরিগ্রহ করেন। শঙ্করাচার্য্যের জন্মসম্বন্ধে দুইটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। প্রথম এই যে,—অপত্য কামনায় দেবী বিশিষ্টা মহাদেবের তপস্যায় দেহ ক্ষয় করিয়া ফেলেন। কিন্তু এই কঠোর সাধনায় তিনি সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। ও দিকে বিশ্বজিৎ অপুত্রক হওয়ায়, সংসার পরিত্যাগ করিয়া, চিদম্বরস্থিত শিবের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। এরূপ প্রবাদ,—বিশিষ্টা দেবীর উৎকট তপশ্চরণে সন্তুষ্ট হইয়া, চিদম্বরের মহেশ্বর তাঁহার গর্ভে প্রবিষ্ট হন। এই উপলক্ষে চিদম্বরের লোকেরা তাঁহার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া, তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিয়া দেয়। তিনি বিশুদ্ধস্বভাবা হইলেও, জনাপবাদে আপনাকে লজ্জিত ও ঘৃণিত স্থির করিয়া, জন্মের মত দেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক লোক-লাঞ্ছনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন, মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন।

এই সময়েই এক দিন বিশিষ্টা দেবীর পিতার প্রতি স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হইল,—"তোমার কন্যা বিশুদ্ধচারিণী। সাবধান, যেন কোন ক্রমেই তাঁহার গর্ভপাত না ঘটে। তোমার তনয়ার গর্ভে মূর্ত্তিমান্ শঙ্কর আবির্ভূত হইয়াছেন।"

দ্বিতীয় জনশ্রুতি অনুসারে শিবগুরু সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পুরঃসর কখনই অরণ্যে প্রয়াণ করেন নাই। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত গৃহধামে থাকিয়া, সপত্নীক তপশ্চর্য্যা দ্বারা শরীরপাত করেন। অবশেষে একদা ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি, দম্পতির পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া, বর প্রদান করিতে চাহিলেন। বিশিষ্টা দেবীর ভর্ত্তা, সর্ব্বগুণে-সমলঙ্কৃত পুত্র প্রাপ্তির প্রার্থনা জানাইলেন। মহাদেব তথাস্তু বলিয়া তিরোহিত হইলেন। অনন্তর মহাভাগা দেবী, স্বামি-সকাশে এই বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে স্ব-ভবনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। যথাকালে সুলক্ষণাক্রান্ত, তেজঃপুঞ্জ এক কুমার ভূমিষ্ঠ হইলেন।

এই দুই ঘটনার মধ্যে কোন্ কোন্ অংশ বাহুল্য-বর্ণন-দোষে দূষিত, পাঠিকারা পাঠমাত্র প্রতীতি করিতে পারিবেন বলিয়া, এ স্থলে ঐ বৃত্তান্ত অবিকল লিখিত হইল।

এই শঙ্কর দেব যেরূপে উত্তর কালে অদ্বৈত মত প্রবর্ত্তন করেন, ক্রমশঃ তাহা সঙ্কলন করিয়া, এ স্থলে বিচারিত হইতেছে। মাতা পিতার উদ্যোগে ৮ অষ্টম বৎসরে শঙ্করের উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অতঃপর তাঁহার বেদ শিক্ষার সূত্রপাত হয়। ৪ চারি বৎসর মাত্র শ্রুতি শাস্ত্রাধ্যয়নে পর্য্যবসিত হইল। এই সময় তাঁহার জনক কলেবর পরিত্যাগ করেন। ১২ দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় প্রয়োজনীয় তাবৎ শাস্ত্রাধ্যয়ন সাঙ্গ হয়। এই ঘটনাটী অস্বাভাবিক, সুতরাং অবিশ্বাস্য,—অনেকে এই প্রকার মনে করিতে পারেন। যাঁহারা এ বিষয়ে সংশয়াপন্ন হইবেন, তাঁহারা সুবিখ্যাত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের শিক্ষা বিষয় পাঠ করিয়া দেখিবেন। সে যাহা হউক, বিশ্বজিতের অবর্ত্তমানে শঙ্কর-জননীই স্বীয় কুমারের সর্ব্ববিষয়ের একমাত্র ভরসাস্থল হইলেন। ভর্তৃবিয়োগের পরেও যে, আচার্য্য শঙ্করের শাস্ত্রপাঠ বন্ধ হয় নাই, শিবগুরু-বনিতার যত্নই তাহার একমাত্র কারণ, তৎপক্ষে কিছুমাত্রও সন্দেহ হইতে পারে না। এই সময়ে অর্থাৎ ১৬ ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শঙ্করাচার্য্য প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন ১০ দশ উপনিষদের * ও বেদব্যাস-প্রণীত ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেন। এই সময়েই হউক, বা ইহার অল্প কাল পরেই হউক, সন্ন্যাসাশ্রম পরিগ্রহ করিবার বাসনা তাঁহার মনোমধ্যে বলবতী হইয়া উঠে। কেবল স্বীয় জননীর অনিচ্ছা প্রযুক্ত তাহা সফল করিতে পায় নাই। দেবী, পুত্রকে পরিণয়-পাশে আবদ্ধ করিবার কারণ প্রাণপণ চেষ্টিত থাকেন। ইহাতে পুত্রের ন্যায় তাঁহারও মনোরথ পরিপূর্ণ হয় নাই। পরিশেষে যে ঘটনাচক্রে শঙ্করের সন্ন্যাসাবলম্বন সংঘটিত হয়, তাহা এই,—

একদা নিজ মাতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া শঙ্করদেব কোন আত্মীয়ের ভবনে গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-সময়ে পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন যে, গমনকালে যে তটিনী অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তাহা বৃষ্টিজলে পরিপূর্ণা। তরঙ্গিণীর প্রবল প্রবাহের খর্ব্বতা হউক, তৎপরে পর পারে গমন করিব, এই স্থির করিয়া, কিঞ্চিৎ কাল প্রতীক্ষা করিয়া, জননী ও পুত্র নদীতে অবতরণ করিলেন। স্রোতস্বতী-গর্ভে গমন করিতে করিতে, শঙ্করের কণ্ঠ পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়া আসিল। তখন তিনি সুন্দর অবসর পাইয়া কহিলেন, 'মা! যদ্যপি আমায় সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বনের অনুজ্ঞা না দাও, তবে উভয়কেই সলিল নিমগ্ন হইতে হইবে। আর যদি আমাকে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণে অনুমতি প্রদান কর, তাহা

* ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ড, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, ঐতরেয় এই দশ উপনিষদ।

হইলে, পরাৎপরের অর্চ্চনা করিয়া দুই জনেরই প্রাণযাত্রা বিধানের সদুপায় সমুদ্ভাবন করিতে পারি।' *

শঙ্কর জননী বিষম বিপাক দেখিয়া, অগত্যা তনয়ের মতে মত দিলেন। তখন শঙ্কর, মাতাকে স্বকীয় পৃষ্ঠে আরোহিত করিয়া সন্তরণ দ্বারা, নদীর পরপারে গিয়া সমুপস্থিত হইলেন। প্রণাম প্রদাক্ষিণ পূর্ব্বক সংসারাশ্রমের নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়া স্বাভিলষিত কর্ম্ম ক্ষেত্রোদ্দেশে মনের আনন্দে যাত্রা করিলেন। এই সময় তিনি নানাদেশ, কত শত জনপদ-মণ্ডল ও ভূরি ভূরি রাজা পরিভ্রমণ পুরঃসর শৃঙ্গাখ্য অদ্রিমধ্যে সুরেশ্বরাচার্য্য প্রভৃতি শিষ্য-পরম্পরা পরিবৃত হইয়া, বেদান্ত শাস্ত্রের অনুশীলন করিতে থাকেন। সেই সময়েই বিশিষ্টা দেবীর অন্তিম সময় সমাগতপ্রায় হয়। একে স্বামিবিহীনা হওয়ায়, যারপর নাই দরিদ্রবেশধারিণী, তাহাতে আবার তিনি বর্ষীয়সী হইয়াছিলেন। এই শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হইয়া একমাত্র আশা ও সান্ত্বনার স্থল প্রিয় কুমারকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কোন সুযোগে শঙ্করাচার্য্য জননীর সেই দুর্দ্দশার কথা শ্রুতিগোচর করিবামাত্র মাতৃ-সন্নিধানে আগমন করিলেন। শিষ্য প্রশিষ্যদিগকে আশ্বাস দিয়া, শঙ্করাচার্য্য কাল্পী গ্রামে যাওয়াতে, তাঁহার জননীর আর্ত্তসূর বিলাপধ্বনি, মর্ম্মবেদনা প্রভৃতির অবসান হইল।

বিশিষ্টা দেবী, পুত্র দর্শনরূপ অভাবনীয় সৌভাগ্য লাভে আশ্বস্ত হইলেন। পরে তিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পুত্রকে বলিলেন, 'বৎস! আমার তো চরম সময় সমাগত। আমি অজ্ঞানা নারীজাতি। এ অবস্থায় আমার যাহা করা বিধিসঙ্গত ও পরমার্থিকর, তাহার উপদেশ দাও।'—

শঙ্কর জননীর বাক্যাবসানে নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয় কহিতে লাগিলেন। জ্ঞানপ্রধান ও অনধিগম্য তথ্য বিশিষ্টা দেবীর অন্তর ধারণা করিতে সমর্থ হইল না। তিনি যেরূপ বলিতে থাকিলেন, এস্থলে তাহা যথাবৎ প্রকটন করা গেল।

বিশিষ্টা দেবী।—সেই দুরধিগম্য নিরাকার ব্রহ্মকে আয়ত্ত করিতে পারি, আমার এমন সামর্থ্য কি? আমি ধর্ম্মতত্ত্বের অনধিকারিণী। আধ্যাত্মিক বিষয়ের উচ্চ অঙ্গের অনুধ্যান করিতে পারা, আমার সাধ্যাতিরিক্ত। কেন না, আমি কোমলমতি, ধর্ম্মবলহীনা—সামান্যা নারী। অতএব আমারে শিব, সুন্দর, স্নিগ্ধমূর্ত্তি, সগুণ ব্রহ্মের বিষয় বর্ণন দ্বারা আমার উপকার সংসাধন কর।

শঙ্করাচার্য্য প্রথমতঃ মাতাকে মহা-

* কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—মাতার মরণ পর্য্যন্ত শঙ্কর গৃহস্থাশ্রমে বসতি করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থে এই কথা স্বীকৃত হয় নাই।

দেবের রুদ্রমূর্ত্তির উপদেশ দিলেন। তাহাতে তাঁহার চিত্তের তৃপ্তি হইল না দেখিয়া, প্রশান্তদর্শন বিষ্ণু দেবতার স্তোত্র পাঠ দ্বারা নিজ মাতার আনন্দ বিধান করিলেন। অতঃপর বিশিষ্টাদেবী মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিলেন।

এরূপ প্রবাদ যে,—মলবের লোকেরা শঙ্কর মাতার অন্ত্যেষ্টির নিমিত্ত অগ্নি প্রদান বা শবদাহ কার্য্যে কোন প্রকার আনুকূল্য করে নাই। তাহারা শঙ্করাচার্য্যের প্রতি বড়ই অপ্রসন্ন ও বিরূপ ছিল। তাহার কারণ, শঙ্কর প্রচলিত ধর্ম্মমতের উপর ঘোরতর আঘাত করিয়াছিলেন। সেই আঘাতের প্রতিঘাতে তাঁহার ঐ দুরবস্থা সংঘটিত হয়। দেশ সংস্কারকগণকে যে চিরন্তন প্রচলিত ধর্ম্মপীড়া পাইতে হইয়াছে, শঙ্করের ভাগ্যে তাহা না ঘটাই বিচিত্র। শুদ্ধ ঐ প্রতিকূলাচরণই যে একমাত্র মর্ম্মশূল, তাহাও নয়। শঙ্করদেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে দোষারোপ শুনা যায়, তাহা ঐরূপ লোকদিগের স্বকপোলকল্পিত বই আর কিছুই নয়। অন্যথা ধর্ম্মবীরপ্রসূ বিশিষ্টাদেবীর অখ্যাতি কদাচ সম্ভাবিত ও বিশ্বাস্য নহে। দেবহূতি ও মদালসার সহিত তুলনা করিলে, বিশিষ্টা তাঁহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা তাঁহাদের সমকক্ষ হইবেন না। না হউন, তিনিও একটী রমণীরত্ন, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। তাঁহার পুত্র শঙ্করাচার্য্যই তাঁহার মুখ চির উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন।

সংযুক্তাহরণ।

(২৫৬ সংখ্যা ২৬ পৃষ্ঠারপর।)

নিমন্ত্রিত নৃপগণ স্বয়ংবরাঙ্গণে
আসি উপস্থিত ক্রমে প্রাসাদ তোরণে,
অশনি নির্ঘোষে ভীম শতঘ্নী ভীষণ
সংক্ষেপে প্রচারে শুভ বার্ত্তা আগমন।
মহা ধুমোদ্গারী অগ্নি প্রজলে যেমতি,
মুহূর্ত্তে ধুম্রাচ্ছন্ন নেত্রে ধাঁধিয়া তেমতি
বিভাতিল যানরাজী—কাঞ্চন নির্ম্মিত,
মণিময় কারুকার্য্যে সুচারু খচিত।
সম্মুখে বৈজয়ন্তিক বিচিত্র পতাকা
শোভে চারু অর্ণাক্ষরে নাম ধাম আঁকা
নৃপতির; বাহী বৃন্দ নানা বেশ ধরি
সুশোভিল সভাঙ্গনে; আশু অবতরি
দাঁড়াইলা রাজগণ, বরবেশে বর!
বরাঙ্গে বিচিত্র শোভা, অপূর্ব্ব সুন্দর!
একে পূর্ণিমার শশী, নির্ম্মেঘ গগণ,
তাহে শরতের যোগ মাণিক্যে কাঞ্চন!
অগ্রসরি ব্যগ্র হয়ে কনোজ ঈশ্বর,
রাজ-ব্যবহারে সবে করি সমাদর,
যোগ্য মত সম্মানিয়া পূজি প্রতিজনে
বসাইলা একে একে নির্দ্দিষ্ট আসনে।

প্রসারিত সভা গৃহে পরিখা বেষ্টিত,
স্ফটিক প্রাকারে ঘেরা, কৌশলে নির্ম্মিত।
মণিময় পীঠ মঞ্চ অপূর্ব্ব সুন্দর,
রচিত বিচিত্র রত্নে উজ্জ্বল ভাস্কর,
মধ্যে মরকতময় পট্ট উদ্ভাসিত
সুরুচির কারুকার্য্যে বিচিত্র খচিত!
সুগঠিত পাদপীঠ মর্ম্মর প্রস্তরে,
সুগন্ধি কুসুম মালা শোভে স্তরে স্তরে,
অলক্ষ্যে সুরভি বিন্দু ক্ষরিছে নিয়ত,
শিল্পসিদ্ধ ব্যজনী বহিছে অবিরত।
এক এক মঞ্চ হেন বাসব বাঞ্ছিত,
এক এক রাজ জন্য রহে প্রতিষ্ঠিত।
স্বর্ণাক্ষরে নাম ধাম অঙ্কিত শিখরে,
চিহ্নিত বিজয় ধ্বজ উড়িছে উপরে।
শত শত মঞ্চ হেন রচিত কৌশলে
চক্রাকারে মধ্য দেশে, সমুন্নত স্থলে
প্রতিষ্ঠিত মহা মঞ্চ,—সম্রাট আসন
সংস্থাপিত যার মাঝে, কনোজ রাজন
যথা সমাসীন হয়ে, স্বয়ংবর স্থল
এক বারে সন্দর্শন করেন সকল;
নিজ নিজ মঞ্চে রহি রাজগণ আর
যথায় করিতে পারে সম্মান তাঁহার।
সুরম্য তোরণ দুই পার্শ্বে বিরাজিত
মণিময় সুশোভিত, আলোকে মণ্ডিত,
প্রবেশ নির্গম জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথ,
সশস্ত্র সজ্জিত রক্ষী ফিরিছে নিয়ত।
সুবিচিত্র চন্দ্রাতপে আবৃত অঙ্গন,
নানাবর্ণ দীপাধরে সজ্জিত কেমন!
মধ্যে মধ্যে মণিময় স্তম্ভ প্রতিষ্টিত,
সুগন্ধি কুসুম দামে অপূর্ব্ব সজ্জিত!
রুচি, যত্ন, ব্যয়, শিল্প কিসের বাখান?
ভূমণ্ডলে ইন্দ্র সভা হয় অনুমান।
সমাগত রাজগণে বসায়ে আদরে,
স্বয়ংবর সভাস্থল প্রদক্ষিণ করে,
সমস্ত প্রস্তুত দেখি পূর্ণ আয়োজন,
আপন নির্দ্দিষ্ট মঞ্চে বসিল রাজন।
মধুর জাতীয় বাদ্য উঠিল বাজিয়া,
কুলভট্ট সভা শোভা গায় দাঁড়াইয়া,
মহোৎসাহে কুলাচার্য্য করে নান্দীগান,
বৈজয়ন্ত ধামে যথা যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
সম্ভ্রমে দৈবজ্ঞ নিবেদিলা শুভক্ষণ!
সভাস্থ করিতে কন্যা কহিলা রাজন।
সহসা থামিল বাদ্য, জন কোলাহল,
নিবর্ত্তিল নৃত্য গীত, স্তব্ধ সভাস্থল।
স্পন্দহীন জনগণ নাহি স্ফুরে কথা,
চিত্রার্পিত মূর্ত্তি চিত্রশালিকায় যথা!
মন, কর্ণ, নেত্র মেলি সাধনে নিরত!
মায়াপুরী ইন্দ্রজাল কুহক তাবত!

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালা প্রবচন।

আমরা বাঙ্গালী স্ত্রীকবি দৃষ্টান্তে এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের আশ্চর্য্য শ্লোক রচনা শক্তি এবং অসাধারণ বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার অনেক পরিচয় দিয়াছি। আমা-

দের জাতীয় প্রবচন সকলের অধিকাংশই ইহাদিগেরই সৃষ্টি এবং তাহাতে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়েরই সুন্দর উপদেশ আছে। বস্তুতঃ সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়। তদ্ভিন্ন অনেক প্রবচন অনেক সুবুদ্ধি ও সুরসিক লোকের রচিত, তাহাহইতে বিস্তর শিক্ষা ও আমোদ পাওয়া যায়। এই জন্য আমরা বাঙ্গালা প্রবচন সকল সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াদেখি ইহা একটী অতিবৃহৎ ব্যাপার, যত সংগ্রহ করা যায় শেষ করা যায় না। বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণ এ বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করিলে বিশেষ উপকৃত হইব। বাঙ্গালা প্রবচনের মধ্যে বাঙ্গালী জাতির ব্যবহৃত সকল প্রবচন বাক্য সঙ্কলন করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য সুতরাং মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ও হিন্দী বাক্যও দৃষ্ট হইবে। পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট একটী বিষয় বক্তব্য, একই প্রবচন বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় কিছু কিছু ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় গ্রথিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা অধিকাংশ স্থলে কলিকাতা অঞ্চলের প্রচলিত কথা দিব, তাহাতে কোন কোন কথা শ্রুতিকটু বা অশ্রুতপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হইলে কেহ বিরক্ত হইবেন না, তাঁহাদিগের কথা দিয়াই তাঁহারা সে প্রবচন সংশোধন করিয়া লইবেন। আমাদিগের প্রদত্ত ভাষা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভাষায় গ্রথিতবাক্য পাইলে আমরাও তাহা সংশোধন করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি।

১ অকাল কুষ্মাণ্ড।

২ অকালে না নোও বাঁশ,
বাঁশ করে ট্যাঁশ ট্যাঁশ।

৩ অঙ্গারঃশতধৌতেন-মলিনত্বং নমুঞ্চতি

৪ অজ্ঞাত কুলশীলস্য বাসোদেয়ো
নঃকস্যচিৎ।

৫ অতিথি সর্ব্বময় গুরু।

৬ অতি দর্পে হতা লঙ্কা।

৭ অতি বড় সুন্দরী না পায় বর,
অতিবড় ঘরণী না পায় ঘর।

৮ অতিবাড় বেড়না ঝড়েতে উড়াবে,
অতি ছোট হ'ওনা ছাগলে মুড়াবে।

৯ অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

১০ অতি বুদ্ধির গা ভাত।

১১ অতি সোদর হয়, গালে তুলে দেয়,
চিকুলেত * হয়।

১২ অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ।

১৩ অধমেন ধনং প্রাপ্য
তৃণবৎ মন্যতে জগৎ।

১৪ অন্ধ জাগো, কিবা রাত্রি কিবা দিন।

১৫ অমৃতে অরুচি কার?

১৬ অরণ্যে রোদন।

১৭ অব্যবস্থিত চিত্তস্য প্রসাদোপি
ভয়ঙ্করঃ।

১৮ অবুঝে বুঝাব কত বুঝ নাহি মানে,
ঢেঁকিকে বুঝাব কত নিত্য ধান ভানে।

১৯ অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ।

---

* গিলিলে।

১ আগে খেলে বাঘে খায়।
২ আগে দেও কড়ি,
তবে দিব বড়ী।
৩ আগে হলাম আমি, তার পর হল
মা; হাসতে হাসতে দাদা হলো,
বাবা হলো না।
৪ আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ।
৫ আচারে লক্ষ্মী বিচারে পণ্ডিত।
৬ আছে গোরু না বয় হাল,
তার দুঃখ সর্ব্বকাল।
৭ আছে কাজ ত সকালে সাজ।
৮ আজি খেয়ে নেড়া নাচে,
কালিকের গোবিন্দ আছে।
৯ আজ মরে লক্ষণ ছমাসের পথ।
১০ আসল ঘরে মশাল নাই
ঢেঁসকেলে চাঁদোয়া।
১১ আঁটকুড়োর পুত।
১২ আতুরে নিয়মো নাস্তি।
১৩ আত্মরেখে ধর্ম্ম,
পিতৃলোকের কর্ম্ম;
১৪ আপনার মান আপনার কাছে।
১৫ আদ্যি কইলে দেবতা তুষ্ট,
১৬ আদ্যি কইলে মনুষ্য রুষ্ট।
১৭ আপনার বেরাল পথ্যি পায় না।
১৮ আপনার ছাগল লেজের
দিকে কাটি।
১৯ আপনার ছেলেটী, খায় এতটী,
বেড়ায় যেন লাটিমটী।
পরের ছেলেটা, খায় এতটা,
বেড়ায় যেন বাঁদরটা
২০ আপ রুচি খানা, পর রুচি পরনা।
২১ আপ ভালা ত জগৎ ভালা।
২২ আপনি বাঁচলে বাপের নাম।
২৩ আপনি পায় না শঙ্করাকে ডাক।
২৪ আদা ব্যাপারীর জাহাজের খবর।
২৫ আপনার বেলায় ছ কড়ায় গণ্ডা,
পরের বেলায় তিন কড়ায় গণ্ডা।
২৬ আপনার নয় ঠাকুর পরে কি
করিবে?
২৭ আমার বুদ্ধি শোন,
ঘর দোর ভেঙ্গে নটে শাক বোন।
২৮ আলালের ঘরের দুলাল।
২৯ আলোচাল দেখলে ভেড়ার মুখ
চুলকোয়।
৩০ আশার অর্দ্ধেক ফল।
৩১ আস্তে খেয়েছ, কোঁড় গোপনি?
৩২ আঁধারে ঢিল মারা।

(ক্রমশঃ)

পুস্তকাদি সমালোচন।

১। বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। ইহাতে প্রথমে বিধবা-বিবাহের সপক্ষে ও বিপক্ষে প্রায় সমস্ত যুক্তি নিরপেক্ষভাবে প্রদত্ত হইয়া বিপক্ষ যুক্তি সকল বিখণ্ডিত

হইয়াছে। লেখক শাস্ত্র ও যুক্তি উভয় প্রমাণ লইয়া বিচার করিয়াছেন। বিধবা-বিবাহের সপক্ষ বিপক্ষ উভয়েই এ পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন।

৩। The welcome to Pundita Ramabai of India—আমেরিকার পেনসিলবিনিয়া মহিলা মেডিকাল কলেজের অধ্যক্ষ ডিন বডলীর নিকট হইতে এই পুস্তকখানি উপহার পাইয়া আমরা যার পর নাই কৃতজ্ঞ হইলাম। ইহাতে আনন্দবাঈ বাই ও রমাবাই সম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য বিবরণ আছে। আমেরিকার সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও রমণীগণ ভারতের কত হিতৈষী এবং ভারতের গুণবতী রমণীদিগের প্রতি তাঁহাদের কত শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, ইহাতে তাহা দর্শন করিয়া হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। ঈশ্বর আমেরিকার সহিত ভারতের সম্বন্ধ প্রিয়তর ও দৃঢ়তর করিতে থাকুন।

নূতন সংবাদ।

১। ফিলাডেলফিয়া স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয় সমূহে পুরাণ শিক্ষার পরিবর্ত্তে রন্ধন শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। এদেশীয় নারীগণ রন্ধনশিক্ষাকে কি সামান্য বোধ করিতে পারেন?

২। মহারাজ দলীপ সিংহকে এডেন হইতে পুনরায় বিলাত যাত্রা করিতে হইয়াছে।

৩। টিকারীর রাণী মহারাজ কুমারী রাজেশ্বরীকে গবর্ণমেণ্ট হইতে মহারাণী উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় উপাধিলাভের পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন।

৪। বুন্দীর মহারাণীরও মৃত্যু হইয়াছে। ইনি একজন প্রজাহিতৈষিণী ও উন্নত প্রকৃতির রমণী ছিলেন। কিছু দিন হইল ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নগরবাসীদিগের জন্য জলের সুব্যবস্থা করেন। তাঁহার আরও অনেক সুকীর্ত্তি আছে।

৪ পরলোকগত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত ৩৬হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছেন,তন্মধ্যে ১০ হাজার টাকা দেশহিতকর বিবিধ সৎকার্য্যে দান করিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞান তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল; বিজ্ঞানসভায় ২॥০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

বামাগণের রচনাবলী।

নক্ষত্র।

যুঝিয়া সমস্ত দিন যবে নিশীথিনী
পরাজয়ি প্রভাকরে, বিপুল আনন্দ ভরে,
বিস্তারিয়া অধিকার ছাইলা মেদিনী,
লাজে ভয়ে তেজোহীন হ'য়ে বিবস্বান,
অলঙ্ঘ্য নিয়তি স্মরে, গিয়া অস্তাচল পরে
লুকাল বদন খানি পেয়ে অপমান।

২

নীরবেতে শশধর গগনে উদিল,
নীরবে ধরণীপরে, কৌমুদী পড়িল ঝ'রে,
নীরবে সরসী জলে কুমুদী হাসিল।
মৃদু মৃদু সঞ্চরিয়া বিলাসী পবন,
পরশি কুসুমদলে, মনোহর পরিমলে,
সুবাসিত হয়ে যায় যথা বাতায়ন,

৩

নীরবে মানব কুলে পরশি যতনে,
শোক তাপ ভুলাইয়া,
নিদ্রাকোলে শোয়াইয়া,
ঢালে যত শান্তিবারি ঘৃণা-পাপ-দগ্ধ মনে
কখন নীরবে ধেয়ে জলাশয়োপরে
হ'য়ে ঘোর রাগান্বিত,
ক'রে জল আলোড়িত,
রজত রঞ্জনে শত শত ভাগ করে।

৪

ওই যে গগন মাঝে ঝিকি মিকি করে,
লোকে যারে তারা বলে,
পণ্ডিত বিজ্ঞান বলে
বৃহৎ বলেন কোটী যোজন অন্তরে;
পণ্ডিতা না হই আমি না জানি বিজ্ঞান,
হেরি ক্ষুদ্র তার কায়, পড়ি বড় ভাবনায়,
চন্দ্রাতপে হীরা খণ্ড করি অনুমান।

৪

আবার ভাবনা কভু হয় এ অন্তরে,
নন্দন কাননজাত, এই সেই পারিজাত,
কিম্বা স্বর্ণ বুটা স্বর্গনারী নীলাম্বরে।
নক্ষত্র! যে হও তুমি জানিনা তোমায়,
তোমার নীরব হাসি,
মনে বড় ভালবাসি,
কিন্তু ও হাসির অর্থ বলনা আমায়।

৫

মানব নিকর বাসনার দাস দাসী,
তাই আশা মন্ত্র বলে,
দুঃখকেই সুখ বলে
দেখি কি বিদ্রূপ হাস্য হাস স্বর্গবাসি?
তাহা যদি হয় তবে হেসোনা হেসোনা,
শোকে দুঃখে নিরাশায়
কত হৃদি ফেটে যায়,
দেখিয়া সেরূপ দুঃখ আনন্দে ভেসনা।

৭

যদিও সৌভাগ্যবান ভাব আপনায়,
তথাপি সৌভাগ্য পাছে,
নিয়ত দুর্ভাগ্য আছে
যেমন জীবের পাছে কাল ধর্ম্ম ধায়।
বিকসিত ফুলকুল সুষমার কোলে,
তদুপরি অলি সব,
করে গুণ গুণ রব,
আঁখি মাঝে কৃষ্ণ তারা যেমন উজলে।

৮

আহা! সে কুসুম স্তোম উদ্যান ভূষণ,
শুষ্ক হয়ে কাল করে,
ঝ'রে পড়ে ধরা পরে,
একটীও দল তার রহেনা কখন।
তাই বলি নক্ষত্র রে! অত কেন হাস,
বিভাবরী পোহাইলে,
সৌভাগ্য যাইবে চলে
রবেনা রবেনা কভু হবে হীন ভাস।

৯

সময় চক্রেতে বাঁধা রয়েছ যখন,
সুসময়ে আস্ফালন,
করিওনা অকারণ,
দুঃসময়ে অধৈরয হ'ওনা কখন।

কাহারো দুঃখের তরে রবেনা সময়,
(দেখে) কাহারো সৌভাগ্যসুখ,
কাল ত চাবে না মুখ,
চলে যাবে অবিরাম কে রোধিবে তায় ?

শ্রীকুমুদিনী
বিদ্যানন্দ কাটী।

দ্বারভাঙ্গাধিপতি মহারাজের উদ্যোগে লেডী ডফরিণ কর্ত্তৃক দ্বারভাঙ্গায় স্ত্রীচিকিৎসা বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনোপলক্ষে লিখিত।

পোহাল রজনী
রক্তিম বরণী
উষা বিনোদিনী উদিল অই,
উজল অরুণ
কিরণ তরুণ
উঠিছে ছড়ায়ে শনৈঃ শনৈঃ।
বসন্ত অনিল
সুনীল সলিল—
বাগ্‌মতী বক্ষে বহিছে কিবা,
গুল্ম লতা তরু
কুসুম সুচারু
করিছে সুশোভা রজনী দিবা।
আনন্দের রেখা
আলোকের লেখা
উৎসবের নানা হয় আয়োজন,
রম্য হর্ম্ম্য রাজি
সারি সারি সাজি
কি অপূর্ব্ব আজি হইছে শোভন!
কুসুমের মালা
নানা শিল্প খেলা
চারিদিকে আজ হতেছে প্রকাশ,
মধুর বাজনা
সঙ্গীত দামামা
আনন্দে পূরিছে পৃথিবী আকাশ।
বড় শুভ দিন
সাধ্বী ডফরিণ
আসিছেন আজ আনন্দে বিহারে,
বিহারী ভগিনী
অশিক্ষিতা জানি
উদ্ধারে তাদের ব্যথিত অন্তরে।
শিখাইতে জ্ঞান
চিকিৎসা বিজ্ঞান
বিহারী নারীরে, পরম আদরে
আপন হস্তেতে
বিহার ভূমেতে
বিদ্যালয় ভিত্তি গাঁথিলা প্রস্তরে।
বিহার দুর্দ্দিন
সাধ্বী ডফরিণ
বিনাশের সূত্র পাতিলে আজ,
"হও চিরজীবী"
ঘোষুক পৃথিবী—
চিরজীবী হোক্ দ্বারভাঙ্গা রাজ।

শ্রীমতী সুমতি মজুমদার।
দ্বারভাঙ্গা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৫৮ সংখ্যা। আষাঢ়—১২৯৩—জুলাই ১৮৮৬। ৩য় কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

অর্দ্ধশতাব্দী রাজত্ব—গত ২১এ জুন মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজত্বের ৪৯ বর্ষ পূর্ণ হইয়া ৫০ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। ইংলণ্ডের অল্প রাজা এতদিন সিংহাসন ভোগ করিয়াছেন। রাজ্ঞী এলিজেবেথ ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। ৩য় জর্জের রাজত্ব ৬০ বৎসরব্যাপী হইলেও প্রায় ২০ বর্ষ তিনি পাগল অবস্থায় ছিলেন এবং যুবরাজই রাজ্যশাসন করেন। বিশ্বরঞ্জন ধার্ম্মিকা মহারাণীর জয় হউক, ইহা সকলেরই প্রার্থনা।

পার্লেমেণ্ট পুনর্গঠন—ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন আয়র্লণ্ড শাসন ব্যবস্থার যে পাণ্ডুলিপি করিয়াছেন, তাহা পার্লেমেণ্টের গ্রাহ্য না হওয়াতে মহারাণী পার্লেমেণ্ট ভঙ্গ করিয়াছেন। পার্লেমেণ্ট ও মন্ত্রি সভা আবার নূতন সংগঠিত হইবে।

রোমের নেকড়িয়া—রোমের স্থাপন কর্ত্তা রমুলাস ও রিমাস নেকড়িয়া কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হওয়াতে রোমের কাপিটল পর্ব্বতে আড়াই হাজার বৎসরের অধিক কাল একটী করিয়া নেকড়িয়া সাদরে রক্ষিত হইত। বাঘিনীর চীৎকারে নগরবাসীদিগের নিদ্রাভঙ্গ হয় বলিয়া এই প্রথা এখন রহিত করা হইয়াছে।

আনন্দ যশী বাই—আমেরিকাতে

আর ৪ মাস থাকিয়া ইংলণ্ডে যাইবেন। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া কোলাপুরের নবপ্রতিষ্ঠিত স্ত্রী-হাঁস্পাতালের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

শোক সভা—পরলোকগত মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের জন্য শোক প্রকাশার্থ বালীগ্রামবাসীরা সর্ব্বপ্রথমে সভা করেন। সভাবাজার রাজবাটীতেও নগরবাসী অনেকে মিলিয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন পূর্ব্বক স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন জন্য এক কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। মহানগরে আর একটী বৃহৎ সভা হইবার সূচনা হইতেছে। আমরা আশা করি হৃদয়বতী মহিলাগণ এ সময় কিছু না করিয়া নিরস্ত থাকিবেন না।

জলের দুগ্ধত্ব— সঞ্জীবনী কোন বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন ;— পূর্ব্বগত শনিবার অপরাহ্নে জলপাইগুড়ি রাজার দীর্ঘিক জল দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অনেকে বোতলে পুরিয়া এই জল রাখিয়া দিয়াছে। তথাকার ডেপুটী কমিশনার ও ডাক্তার ঐ জল পরীক্ষার্থ লইয়া গিয়াছেন। (২৩ জ্যৈষ্ঠ)

বৃক্ষের গতি—এডুকেশন গেজেটের বর্দ্ধমানস্থ এক সংবাদদাতা বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক লিখিয়াছেন ;— "জাহানাবাদ সব ডিবিজনের অন্তর্গত রামনগর গ্রামে একটী অতীব বিস্ময়জনক ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। পুষ্করিণীর তীরস্থ একটী ঈষৎ নমিত খর্জ্জুর বৃক্ষ প্রাতঃকাল হইতে উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে নমিত হইয়া বেলা দুই প্রহরের সময় উহার পত্রসমূহ জলে পতিত হয়। পরে ক্রমে উঠিয়া রাত্রিতে সরল ভাবে পুনরায় দণ্ডায়মান হয়। এই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া প্রদেশীয় লোক সমূহ বৃক্ষে দেবতাবিশেষের আবির্ভাব জ্ঞানে দলে দলে বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইতেছে।" সকল প্রাকৃতিক ঘটনারই প্রাকৃতিক কারণ আছে। অজ্ঞ লোকে তাহা দেবতার বুজরুকী মনে করে।

শিশুর জন্মমৃত্যু—প্রতি বর্ষে পৃথিবীতে ৪ কোটী ৩০ লক্ষ শিশু জন্মে এবং ৩ কোটী ৯০ লক্ষ মরিয়া যায়। এই হিসাবে প্রতিদিন ১১৭৮০৮, প্রতিঘণ্টায় ৪৮০০ ও প্রতিমিনিটে ৮০ টী শিশু ভূমিষ্ঠ হয় এবং প্রতিদিন ১০৬৪৮০, প্রতি ঘণ্টায় ৪৪৪০ ও প্রতি মিনিটে ৭৪টী শিশু কালগ্রাসে পতিত হয়। প্রতি মিনিটে জাত ৮০ টীর মধ্যে ৬টী মাত্র বাঁচে, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহাদের মধ্য হইতেও এক একটী করিয়া মৃত্যুর কবলে যায়। এক-আধটী যাহা যমের ভুক্তাবশিষ্ট থাকে, তাহা লইয়াই মনুষ্যসমাজ!

আশ্চর্য্য প্রসব—এক জর্ম্মণ রমণী ১১ মাসের মধ্যে দুইবার প্রত্যেক বারে ৩টীকরিয়া সন্তান প্রসব করিয়াছেন।

রেলগাড়িতে স্ত্রীশকট—ইষ্টইণ্ডিয়ার ন্যায় ইষ্ট বেঙ্গল রেল লাইনেও স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বতন্ত্র গাড়ীর ব্যবস্থা হইয়াছে, শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। এ বিষয়ে আউড রোহিলখণ্ড রেলওয়ের ব্যবস্থা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তথায় স্ত্রীগাড়ীতে এক একটী স্ত্রী গার্ড বা পারিচারিকা নিযুক্ত আছে,